আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

ভাষার দাবিকে রাষ্ট্রদ্রোহিতায় রূপ দেওয়ার চেষ্টা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: পূর্ব পাকিস্তানে যখন ভাষার জন্য আন্দোলন চলছে তখন পশ্চিম পাকিস্তানের **(বাকি অংশ ৩ পাতায়)**

সাপ্তাহিক
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
বর্ষ ২৫ || সংখ্যা ২০ || সোমবার || মাঘ ২৫ || ১৪২৭ || জমাদিউল সাঃ ২৫ || ১৪৪২ || Vol. 25 || Issue 20 || 8 February || 2021 || USA. **FREE** in NY, Other State **$1**

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086



ট্রাম্পের ইমিগ্র্যাশন নীতি বাতিলে দ্বিতীয় দফা বাইডেনের স্বাক্ষর

অবৈধদের বৈধতার উদ্যোগ

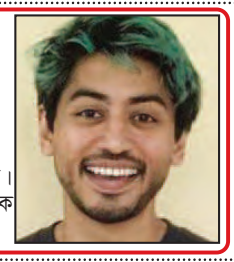
বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন হোয়াইট হাউসের ক্ষমতার ব্যবহার এবং কংগ্রেসের সমর্থন ছাড়াই তার পূর্বসূরী ট্রাম্পের ইমিগ্র্যাশন নীতি বাতিল করার আদেশে দ্বিতীয় দফায় সই করেছেন। এ আদেশের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আসার প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যে তিনি পারিবারিক বিচ্ছেদ, সীমান্ত সুরক্ষা এবং আইনী অভিবাসনের বিষয়ে নয়টি নির্বাহী পদক্ষেপ নিয়েছেন। প্রস্তাবিত আইন অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত আনুমানিক এক কোটি ১০ লাখ অভিবাসীকে আইনি মর্যাদা ও নাগরিকত্ব দেয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন রোধে নেয়া আইনি এবং অবৈধ পদক্ষেপের ব্যাপক পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করছেন। কংগ্রেসের কাছে পাঠানো অভিবাসন প্রস্তাব নিয়ে আইন **(বাকি অংশ ৪ পাতায়)**

১ বাবা, ২৭ মা, ১৫০ ভাইবোন!

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: উইনস্টোন ব্লাকমোর। কানাডার এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত প্রায় সব নাগরিকের মুখে এই এক নাম। বিশ্বের সবচেয়ে বড় **(বাকি অংশ ৪ পাতায়)**

স্বপ্নবাজ বাংলাদেশীর স্বপ্নকে জিইয়ে রাখবে পরিবার

ফাহিম সালেহের একাউন্টে ৬০ লাখ ডলার



আবু তাহেরঃ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছিলেন এক স্বপ্নবাজ যুবক। অনেকের অজান্তেই বিশ্বের শীর্ষ লোকজনের নজরে আসা ফাহিম সালেহ বাংলাদেশের লোকজনের কাছে এক বেদনার নিঃশ্বাস হয়ে উঠেছেন। গত বছরের জুলাই মাসে নিউইয়র্ক নগরীর **(বাকি অংশ ২৯ পাতায়)**

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ভুল মাসুল গুনছে বাংলাদেশী

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: দীর্ঘ ১৮ বছরের সংগ্রাম শেষে ক্লান্ত বাংলাদেশি নাগরিক সাইফুল ইসলাম। যুক্তরাজ্যে দেড় যুগের সংগ্রামী প্রবাসী জীবনে **(বাকি অংশ ৪ পাতায়)**



খালেদা জিয়াকে নিয়ে দায়সারা বিএনপি

ঢাকা ডেস্ক: কারাগারে যাওয়ার পর গত তিন বছর দলীয় চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে নিয়ে একরকম 'দায়সারা' কর্মসূচি দিয়েছে বিএনপি। মাঠপর্যায়ের নেতাদের **(বাকি অংশ ২৭ পাতায়)**

কোভিডে বিশ্বব্যাপী মৃত্যু ২৩ লাখ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে বিশ্বব্যাপী মৃতের সংখ্যা ২৩ লাখ ছাড়িয়েছে। সেই সাথে শনাক্ত **(বাকি অংশ ৪ পাতায়)**

কর্তৃত্ববাদীর শাসনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: গণতন্ত্রের মূল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে পরিচালিত হবে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি। বিশ্বের যেসব দেশে কর্তৃত্ববাদী শাসন চলছে তাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে যুক্তরাষ্ট্র ।ট্রাম্পের পররাষ্ট্রনীতি ছেটে ফেলে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে **(বাকি অংশ ৩৭ পাতায়)**

আফ্রিকার করোনার বিরুদ্ধে অক্সফোর্ডের টিকা'র কার্যকারিতা কম

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: করোনাভাইরাসের দক্ষিণ আফ্রিকার ধরনের মাধ্যমে হওয়া হালকা রোগের বিরুদ্ধে কেবল সীমিত মাত্রার সুরক্ষা দিতে পারবে অস্ট্রাজেনেকা-অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের টিকা। ব্রিটিশ ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানির এক মুখপাত্র এমন তথ্য **(বাকি অংশ ২৭ পাতায়)**



তুর্কি সিরিজ দেখে আমেরিকান নারীর ইসলাম গ্রহণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: তুর্কি একটি সিরিজ দেখে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এক আমেরিকান **(বাকি অংশ ৩০ পাতায়)**

প্রিন্স সালমানের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন সৌদি গোয়েন্দা



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: কানাডায় নির্বাসনে থাকা সৌদি আরবের সাবেক শীর্ষ গোয়েন্দা কর্মকর্তা সাদ আল জাবেরি বর্তমান ক্রাউন প্রিন্স **(বাকি অংশ ৪ পাতায়)**

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
সারা বছর জুড়ে একাউন্টিং সার্ভিসেস
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আপনার ট্যাক্স ফাইল একজন সিপিএ দিয়ে করুন
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

SUNNATI HAJJ & UMRAH GROUP
IATA
Haji trusted since 2000
All Air Tickets Visa Services
Peace Tour
Tel: 718-739-3189
Cell: 347-527-6276, 347-750-3909
87-26, 175 Street, Apt. #1A, Jamaica, NY 11432
Email: sunnatihajj@gmail.com
Web: www.hajjmakkah.com

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
BASE NO. B03152
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Avenue, Astoria, NY 11106
Tel : 718-472-9800 Fax : 718-472-9801
Email : apollobrokerageinc@gmail.com exitluxuryinc@gmail.com Website: www.exitluxuryinc.com

CORE CREDIT REPAIR
www.cmscreditsolutions.com
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন ?
ক্রেডিট লাইনের কারনে বাড়ী-গাড়ী কিনতে পারছেন না ? তাহলে এখনই ঠিক করে নিন আপনার ক্রেডিট লাইন।
Late Payments
Tax Liens
Charge Offs
Garnishment
Inquiries
Collections
Call us: 646-775-7008
Mohammed A Kashem
Credit Consultant
37-53, 72nd Street, Suite # 1
Jackson Heights, NY 11372
Email: info@cmscreditsolutions.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
Digital One Travel
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
IATA
ARC
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Email: digitalonetravel@gmail.com (কাবাব কিং এর পার্শ্বে, ডাইভারসিটি প্লাজা)
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828
সুপার সেল $689+
আমেরিকার যে কোন স্টেট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য ইন্টারনেটের চাইতে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

CENTURY 21
AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

আপনি কি সপ্তাহে ২,০০০ ডলার আয় করতে চান?
লারনার পারমিট, রোড টেস্ট এবং টিএলসি পরীক্ষা দিয়ে বার বার ব্যর্থ হয়েছেন?
তাহলে আজই যোগাযোগ করুন
6 WEEKS DDS
5 WEEKS CLASS
R & R Driving School
471 McDonald Avenue (Basment), Brooklyn, 347-836-1279
(মহিলাদের জন্য মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা ড্রাইভিং শিখানোর ব্যবস্থা আছে)

স্বল্পমূল্যে Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372
KABIR CHOWDHURRY

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

www.banglapatrikausa.com

BANGLA HOME CARE
BANGLA CDPAP SERVICES

LOVE WITH CARE IS HUMANITY"

বাঙালীর জন্যে বাঙালীর সেবা, মানুষ মানুষের জন্যে



Corporate Office

72-26 BROADWAY (2ND FL.)
JACKSON HEIGHTS, NY 11372

WE ARE HIRING HHA

HHA CERTIFICATE CLASS AVAILABLE

HHA সার্টিফিকেট এর মাধ্যমে আপনি ঘরে-বাইরে
যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য-সেবা দিতে পারেন।

- Highest Rate • Home Care Services
- CDPAP Services • MLTC Related Supports
- Medicaid Apply, Renewal & Code Removal





BROOKLYN OFFICE : 518 McDONALD AVENUE, BROOKLYN, NY 11218

FOR MORE INFO

718-708-9751 | 646-769-0966 | 718-415-3924 | 718-629-7169
718-414-7210 | 718-500-2388

E-MAIL: BANGLACDPAP.CLIENTS@GMAIL.COM

বাংলা পত্রিকা

৩-এর পৃষ্ঠা

The Weekly Bangla Patrika

The Weekly Bangla Patrika // Monday //February 8 // 2021

নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকার সঙ্গে বিয়ের পিঁড়িতে ছাত্রলীগ নেতা



ঢাকা ডেস্ক: বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) শাখা ছাত্রলীগের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ রুবেল একই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকাকে বিয়ে করলেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষিকা হাফছা জাহান হিয়ার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন তিনি। পারিবারিক আয়োজনে শুক্রবার (৫ ফেব্রুয়ারী) বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিটি সেন্টারে ধুমধাম করেই অনুষ্ঠিত হয়েছে আলোচিত এই বিয়ে। এ বিয়েতে যোগ দেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রশাসনের কর্মকর্তাসহ অনেকেই। মিয়া মোহাম্মদ রুবেলের নিজ জেলা ময়মনসিংহের রাজনৈতিক ব্যক্তিরাও শুভেচ্ছা জানাতে (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

বারবার নাম বদলানো, সব ক্যান্টনমেন্টে অবাঞ্ছিত

সামিই আল জাজিরার 'প্রধান চরিত্র'

এম. আব্দুল্লাহ আল মামুন খান: জন্মসূত্রে পাওয়া নিজের নাম বদল করেছেন বহুবার। যখন মায়ের কোলে তখন নাম 'তানভীর মোহাম্মদ সাদাত খান'। এরপর বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি (বিএমএ) থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার সময় পরিচিত ছিলেন 'সামিউল আহমেদ খান' নামে। অল্প বয়সেই মাকে হারানোর পর শৈশব-কৈশোর ডানা মেলে চুরি আর প্রতারণামূলক অপরাধের চক্করে। পা বাড়ান মাদকের অন্ধকার জগতেও। বাবার পরিচয়কে পুঁজি করে নিজের প্রতারণায় যখন যে পরিচয়ের প্রয়োজন সেই পরিচয়েই আবির্ভূত হন। কখনো সেনাবাহিনীর সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট আবার র‍্যাব কর্মকর্তাড় তার সব পরিচয়ই আদতে ভুয়া। এতসব কুকর্মে সেনা সদর ২০০৬ সালে তাকে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করে। প্রতারণায় স্বপ্নের জাল বুনে আয়েশি জীবনের হাতছানিতে পাড়ি জমান হাঙ্গেরিতে। জীবনের এ অধ্যায়ে মধ্য ইউরোপের ছোট দেশটিতে 'জুলকার নাইন সায়ের খান' পরিচয়ে পরিচিত হন। কিন্তু কাতারভিত্তিক 'প্রোপাগান্ডা চ্যানেল' আলজাজিরা তাকে দৃশ্যপটে তুলে আনে 'সামি' নামে।



বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নামে নিজেকে পরিচয় দেয়া তানভীর মোহাম্মদ সাদাত খান ওরফে সামিউল আহমেদ খান ওরফে জুলকার নাইন সায়ের খান ওরফে সামি যে অবৈধভাবেই হাঙ্গেরিতে বসবাসের পাশাপাশি ব্যবসাও করছেন এটিও এখন ধ্রুব সত্য। বারবার নিজের নাম বদলানো ও পরিচয় গোপনকারী এমনই এক মহাপ্রতারককেই নিজেদের 'প্রধান চরিত্র' হিসেবে উপস্থাপন করেছে মুসলিম ব্রাদারহুডের মতাদর্শে বিশ্বাসী আল জাজিরা। জানা যায়, এ মহাপ্রতারকের বাবা মো. আবদুল বাসেত খান ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা। ২০০৬ সালের ৩০ জানুয়ারী লেফটেন্যান্ট কর্নেল পদ থেকে অবসরে যান। ওই বছরের ২৩ জুলাই এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি মারা যান। আবদুল বাসেতের চার সন্তানের মধ্যে সামিউল আহমেদ খান সবার বড়। বাবার চাকরির সুবাদেই কখনো নিজেকে সেনাবাহিনীর সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট ও ক্যাপ্টেন হিসেবেও পরিচয় দিতেন।

আল জাজিরার 'গুণধর' সামির যত চুরির ঘটনা: নিজের কৈশোর বয়সেই চুরিতে হাত পাকান সামিউল আহমেদ খান ওরফে জুলকার নাইন সায়ের খান ওরফে সামি। ওই সময় ১৭ ইসিবিতে কর্মরত মেজর ওয়াদুদ বিদেশ থেকে একটি ট্রাকস্যুট নিয়ে আসেন। কিন্তু ওই সময়ের সেনা কর্মকর্তা আবদুল বাসেত খানের ছেলে সামিউল সেটি চুরি করে। তখন তার বয়স ১৭ কি ১৮। ২০০০ সালের জুলাই মাসে একইভাবে টাইগার অফিসার্স মেস থেকে হাতির দাঁত চুরি করে অঙ্গনা জুয়েলার্স, নিউমার্কেট ও চট্টগ্রামে বিক্রি করে সামিউল ওরফে সামি। ২০০১ সালের ২৮ ও ২৯ এপ্রিল ঢাকা সেনানিবাসে নিজেকে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে পরিচয় দিয়ে প্রবেশ করে সামি। ওই দু'দিনই তার আমেরিকা প্রবাসী বন্ধু উৎপলের কাছে নিজেকে সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট হিসেবে প্রমাণের জন্য বেল্ট, বুট, র‍্যাংক ইউনিফর্ম ইত্যাদি কিনে নিয়ে আসে। উৎপলের বাসা থেকেই সেনাবাহিনীর ইউনিফর্ম পরে ট্যাক্সি ক্যাব দিয়ে সেনানিবাসসহ ঢাকা শহর সে ঘুরে বেড়ায়। ওই সময় প্রথম আলো পত্রিকা অফিস, রাপা প্লাজা ধানমন্ডি, চিড়িয়াখানাড় পরবর্তীতে জাহাঙ্গীর গেট দিয়ে সিএমএইচে আসার সময় দুপুর ২টায় মিলিটারি পুলিশের (এমপি) হাতে ধরা পড়ে। এর ঠিক দু'দিন পর ওই বছরের ২ মে বাবার অঙ্গীকারনামায় আর্মি এমপি ডেস্ক থেকে তাকে ছেড়ে দেয়া হয়। সেনাবাহিনীর সেকেন্ড লেফটেন্যান্ট পরিচয়ে সামির বিভিন্ন প্রতারণার কাজের নানা অভিযোগ গোয়েন্দা সংস্থার হাতেও রয়েছে।

র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ২০০৬ সালে: বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমিতে (বিএমএ) প্রশিক্ষণকালে সামিউল আহমেদ খান ওরফে জুলকার নাইন সায়ের খান ওরফে সামি ২০০৬ সালের ২০ জুলাই র‍্যাব-১-এর বিশেষ দলের হাতে গ্রেপ্তার হন। সেই সময় নিজেকে ভুয়া র‍্যাব কর্মকর্তা পরিচয় দিয়ে রাজধানীর ফার্মগেটের এজে টেলিকমিউনিকেশন থেকে ৯ লাখ ৯০ হাজার টাকার মোবাইল ফোন কিনে একটি ভুয়া চেক দেন। পুনরায় একইভাবে প্রাইজ ক্লাব নামক একটি কম্পিউটার ফার্ম থেকে ১০টি ল্যাপটপ কিনেন। পরে চেক ডিজঅনার হলে ওইসব কর্তৃপক্ষ র‍্যাব-১-এর সাথে যোগাযোগ করে।

ত্যাজ্য করেছিলেন বাবা, অবাঞ্ছিত সব ক্যান্টনমেন্টে: চুরি, মাদক ব্যবসা ও পপ্রতারণাসহ নানা অনৈতিক কর্মকান্ডের জেরে ২০০৬ সালে সেনা সদর তাকে দেশের সব সেনানিবাসে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করে। মৃত্যুর আগে সামির বাবা তার অনিয়ন্ত্রিত ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের জন্য তাকে ত্যাজ্য করেন।

দন্ডিত তারেকের ঘনিষ্ঠ ও মামুনের ব্যবসায়িক পার্টনার: বিএনপি-জামায়াত জোটের শাসনামলে দুর্নীতির দায়ে দন্ডিত বিএনপির জ্যেষ্ঠ ভাইস চেয়ারম্যান তারেক জিয়ার ঘনিষ্ঠ বন্ধু গিয়াস উদ্দিন আল মামুনের চ্যানেল ওয়ানে যোগ দেন সামিউল আহমেদ খান ওরফে জুলকার নাইন সায়ের খান ওরফে সামি। ওই সময় অদিতি সেনগুপ্তকে মামুনের বিয়ের ঘটনায় সাক্ষীও হন। শ্বশুরের টাকায় হাঙ্গেরিতে নতুন জীবনের আগে তারেক-মামুনের সঙ্গে আগের ঘনিষ্ঠতায় ইউরোপ বিএনপির রাজনীতির সঙ্গেও নিজেকে সম্পৃক্ত করেন সামি। দেশের জনপ্রিয় সংবাদ চ্যানেল ৭১ টিভির একটি প্রতিবেদনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে প্রাপ্ত তথ্যে উল্লেখ করা হয়েছে, সেনা কর্মকর্তা বাবার অবহেলায় সামি বখে যান শৈশবেই। ইউরোপে নানা ব্যবসা বাণিজ্যের কথা বলে টাকা হাতিয়ে নেয়ার জন্য অনেকেই তাকে খুঁজছেন। বহুদিন প্রকাশ্যে আসতে পারেন না।

মহাপ্রতারককেই 'ফোকাস' আল জাজিরার: বাংলাদেশ নিয়ে আল জাজিরার ঔদ্ধত্যপনা নতুন নয় মোটেও। সময়ে সময়ে বাংলাদেশকে 'টার্গেট' করে উগ্রপন্থি রাষ্ট্র বানানোর পাঁয়তারা করেছে আল জাজিরা। সর্বশেষ বাংলাদেশকে নিয়ে একটি কল্পিত 'ড্রামাটিক শো' নির্মাণ করে শোরগোল তুলেছে তারা। এ হাস্যরসের বিনোদন চরিত্রে মূল উপজীব্য করে তোলা হয়েছে সামিউল আহমেদ খান ওরফে জুলকার নাইন সায়ের খান ওরফে সামিকে। নিজের প্রকৃত নাম-পরিচয় গোপন করে 'সামি' নামে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে মূলত এক মহাপপ্রতারককেই 'ফোকাস' করেছে আল জাজিরা। হাঙ্গেরির মতো উন্নত দেশকে অবৈধভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা ও বসবাসের জন্য বেছে নেয়া সামিকে অন্ধকার থেকে আলোতে এনে মিলিয়ন ডলার খরচায় নির্মিত 'প্রোপাগান্ডা শো'র মাধ্যমে আল জাজিরা প্রমাণ করেছে, তারা চিহ্নিত স্বাধীনতাবিরোধী গোষ্ঠীর 'পেইড এজেন্ট' হিসেবেই নিজেদের তুলে ধরেছে।



ঢাকা ডেস্ক: বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস মহামারীর কারণে মুজিববর্ষের কর্মসূচিগুলো যথাযথভাবে করা হয়নি। অনেক কর্মসূচি স্থগিত এবং বাতিল করতে হয়েছে। আবার কিছু কিছু কর্মসূচি স্বাস্থ্যবিধি মেনে আংশিকভাবে করা হয়েছে। এসব কারণে মুজিববর্ষের মেয়াদ নয় মাস বাড়িয়ে দিল সরকার। মুজিববর্ষের সময়কাল ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়িয়ে গেজেট প্রকাশ করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

গেজেটে বলা হয়েছে, মুজিববর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচিগুলো কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারীর কারণে নির্ধারিত সময়ে যথাযথভাবে করা সম্ভব হয়নি। সে কারণে সরকার মুজিববর্ষের সময়কাল ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত ঘোষণা করল। এর আগে সরকার স্বাধীন বাংলাদেশের মহান স্থপতি 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের লক্ষ্যে ২০২০ সালের ১৭ মার্চ থেকে ২০২১ সালের ২৬ মার্চ সময়কে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষণা করেছিল। তবে এই সময়ের মধ্যেই করোনাভাইরাস মহামারি হানা দেয় বিশ্বজুড়ে। যার ধাক্কা লাগে বাংলাদেশেও।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় জন্ম নেন। তাঁর হাত ধরেই ১৯৭১ সালে বিশ্ব মানচিত্রে নতুন দেশ হিসেবে স্থান করে নেয় বাংলাদেশ। আগামী বছরের ২৬ মার্চ বাংলাদেশ উদযাপন করবে স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী।

এদিকে, ২০২০ সালে বঙ্গবন্ধুর জন্মের শত বছর পূর্ণ হয়েছে। তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপনে ২০১৮ সালের জুলাইয়ে সরকার ২০২০-২০২১ সালকে 'মুজিববর্ষ' ঘোষণা করে। গত বছর ১০ জানুয়ারী বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিবসে মুজিববর্ষের লোগো উন্মোচনের পাশাপাশি ক্ষণগণণার মাধ্যমে মুজিববর্ষের আয়োজন শুরু হয়। সারা দেশে সরকারি, বেসরকারি দপ্তর, প্রতিষ্ঠানে ক্ষণগণনা যন্ত্র স্থাপন করা হয়; শুরু হয় মাহেন্দ্রক্ষণের অপেক্ষা, বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ১৭ মার্চের। দিনটি বর্ণাঢ্য আয়োজনে ঘটা করে উদযাপন করবে- এমনই ছিল পরিকল্পনা। তবে ফেব্রুয়ারীর মধ্যেই বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাস ছড়িয়ে পড়ার প্রেক্ষাপটে ওই কর্মসূচি স্থগিত করা হয়।

ভাষার দাবিকে রাষ্ট্রদ্রোহিতায়

(প্রথম পাতার পর)

সংবাদপত্রগুলো রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিতে ও এই আন্দোলনকে দেশদ্রোহী আচরণ প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগে। ৬ ফেব্রুয়ারী করাচির 'ডন' পত্রিকায় 'প্রাদেশিকতা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে পাকিস্তানের সব থেকে বড় শত্রু রূপে প্রাদেশিকতাকে আখ্যায়িত করে লেখা হয়, 'বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা যে আন্দোলন করছেন তা আন্দোলনের নামে রাষ্ট্রদোহিতা।

ভাষা প্রসঙ্গকে, যুবকদের কাছে যার একটা আবেগময় আবেদন আছে, কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে একটি খুব শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেসব মানুষ কায়েদে আজমের জীবদ্দশায় কোনো দিন মাথা তোলার সাহস করেনি তাদেরই প্ররোচিত করা হচ্ছে জাতির পিতার উপদেশ অগ্রাহ্য করতে'।.....'যারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রাদেশিকতার ওকালতি করে তাদেরকে রাষ্ট্রের শত্রু হিসেবে ঘোষণা করা এবং কোনো প্রকার প্রশ্রয় না দেওয়া উচিত।' ৯ ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা মিলিত হয়ে এই সম্পাদকীয়র প্রতিবাদ করেন। ছাত্রদের ঐ সভায় এই বিবৃতির তীব্র নিন্দা করে প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা একবাক্যে ঘোষণা করেন যে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনের সঙ্গে রাষ্ট্রদ্রোহিতার বা প্রাদেশিকতার কোনো সংশ্রব নেই।

'ডন' ছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য পত্রিকাও পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলনকে প্রাদেশিকতা বলে উল্লেখ করেন। মওলানা আব্দুল হামিদ ভাসানীর বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, 'উর্দুর মত একটা নূতন ভাষা পূর্ব বাংলার জনগণের উপর জোর করিয়াই চাপাইয়া দিতে চাহিলে নিশ্চয় এই আশঙ্কাই জনগণের মনে উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক যে চাকুরী ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তাহাদিগকে কোণঠাসা করিবার জন্যই ইহা করা হইতেছে। একতার বুলি আওড়াইয়া যারা পাকিস্তানে একটিমাত্র রাষ্ট্রভাষার পক্ষে ওকালতি করিতেছেন, আমি তাহাদিগকে দুনিয়ার প্রগতিশীল ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র রাশিয়া, সুইজারল্যান্ড ও কানাডার দিকে তাকাইতে বলিতেছি। তথায় একের অধিক রাষ্ট্রভাষা আছে এবং ইহাতে দেশের একতা শিথিল করা তো দূরের কথা, দেশবাসীর আর্থিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষ সাধনে প্রচুর সহায়তা করিয়াছে।'

যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক অলি আহাদও 'ডন' এর বিরুদ্ধে সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। ৬ ফেব্রুয়ারী পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে নির্বাচিত সংবিধান সভার সদস্য চৌধুরী নাজির আহমেদ খান ভাষা প্রশ্নে নাজিমুদ্দীনের একটি উক্তির প্রতিবাদ করে সংবাদপত্র বিবৃতির মাধ্যমে বলেন, 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে সে বিষয়ে সংবিধান সভাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। উর্দু যে পাকিস্তানের জাতীয় ভাষারূপে প্রত্যেক সরকারি মুখপাত্র এবং দায়িত্বশীল নেতার দ্বারা পাকিস্তানের প্রথম থেকেই স্বীকৃত হয়েছে সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।'

এ সময় পূর্ব বাংলা সরকার কর্তৃক 'পাকিস্তান অবজারভার' এর প্রকাশনা নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দেওয়া হয়। অভিযোগ ছিল, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও শান্তিবিরোধী এবং রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ ও রাষ্ট্রবহির্ভূত আনুগত্য। ১২ ফেব্রুয়ারী এই ইংরেজি দৈনিকে 'ছদ্ম ফ্যাসিজম' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে খাজা নাজিমুদ্দিনের সমালোচনা করা হয়।

সংবাদপত্র বন্ধের সরকারি আদেশ জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এর বিরুদ্ধে চারদিকে অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা সভা করে তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা করেন। বক্তারা বলেন, ভাষা আন্দোলনকে ব্যাহত করার জন্যই আন্দোলনের সমর্থক একমাত্র দৈনিক পত্রিকাকে বন্ধ করে দেওয়া হলো।



১ বাবা, ২৭ মা, ১৫০ ভাইবোন!

(প্রথম পাতার পর)



বহুগামী পরিবারের কর্ণধার। ৬৪ বছরের এই ব্যক্তির স্ত্রীর সংখ্যা ২৭। তার ছেলেমেয়ে রয়েছে ১৫০টি। ওই পরিবারের সদস্য ১৯ বছরের মার্লিন ব্লাকমোর সম্প্রতি নিজের এই বিশাল পরিবারে কথা শেয়ার করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়।

কারও জন্মদিনে কীভাবে উৎসব হয় তাদের বাড়িতে, বা এত সংখ্যক ভাইবোনের সঙ্গে স্কুলে যাওয়ার অভিজ্ঞতা নজর কেড়েছে নেটাগরিকদের। খবর আনন্দবাজার ও ডেইলি নিউজ অ্যানালাইসিস (ডিএনএ)। কানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়ার বাউন্টিফুলে তার বিশাল পরিবারের সঙ্গে থাকেন মার্লিন। তিনি ছাড়াও তার দুই ভাই মুরারি এবং ওয়ারেনও নিজেদের পরিবারের কথা শেয়ার করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। এতজনের সঙ্গে থাকা যেমন মজার তেমনই অস্বস্তিরও। ওই তিন ভাইয়ের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে উঠে এসেছে সেই বিষয়টিও। মার্লিন জানিয়েছেন, ১৫০ জন ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে বড় জনের বয়স ৪৪ বছর। সবচেয়ে ছোটজনের বয়স ১ বছর। প্রত্যেকে তাদের গর্ভধারিণী মাকে 'মাম' বলে ডাকেন। বাকি সৎ-মায়েদের ডাকেন 'মাদার' বলে। দুই ভিন্ন মায়ের সন্তান। কিন্তু তাদের জন্ম একই দিনে-তাদের বাড়িতে এ রকম উদাহরণও রয়েছে। তিনি আরও জানান, ভাইবোনেরা একই স্কুলে পড়ে। সেই স্কুলের মালিক তার বাবা উইনস্টোন। অস্বাভাবিক বড় পরিবারে নিজের ভাইবোনদের সামলাতে সামলাতে বাইরের কারও সঙ্গে তাদের সেভাবে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে না বলেই জানান মার্লিন।

বাবা, ১৫০ ভাইবোন এবং ২৭ জন মাকে নিয়ে বিশাল পরিবারের সদস্যরা কেউ আলাদা থাকেন না। মিলেমিশে একই বাড়িতে থাকেন সবাই। তাদের সেই সুখনীড়ের নাম মোটেল হাউজ। এতজনের জন্য বাজার থেকে জিনিস কেনাও কতটা সমস্যার তা-ও তারা হাড়ে হাড়ে টের পান। সেজন্যই তাদের বাড়ির মধ্যেই হয় শাক-সবজির চাষ।

পর্নো তারকা এবং ট্রাম্প বিতর্ক আবার মিডিয়ায়



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: সাবেক পর্নো তারকা স্টর্মি ডানিয়েল, প্লেবয় তারকা ও অভিনেত্রী ক্যারেন ম্যাকডোগাল আর সাবেক প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পকে কেন্দ্র করে আবার সরব মিডিয়া। এই দুই তারকাই অভিযোগ করেছিলেন, তাদের সঙ্গে ট্রাম্পের বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। সেই কথা যাতে তারা প্রকাশ না করেন এ জন্য তাদের মুখ বন্ধ করতে ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে তাদেরকে কয়েক লাখ ডলার অর্থ দিয়েছিলেন ট্রাম্প। ট্রাম্প এখন আর প্রেসিডেন্ট নেই। ফলে তিনি আর প্রেসিডেন্সির দায়মুক্তি পেতে পারেন না। তাই নতুন করে ওই মামলা আবার সচল হবে কিনা তা নিয়েই পশ্চিমা মিডিয়া রিপোর্ট করছে। তবে এ ঘটনায় ট্রাম্প কোনো চার্জের বা অভিযোগের মুখোমুখি হবেন বলে মনে করছেন না এ সম্পর্কে জানেন এমন ব্যক্তিরা। এ নিয়ে অনলাইন ডেইলি মেইল লিখেছে, গত মাসে হোয়াইট হাউজ ত্যাগ করেছেন ট্রাম্প।

ফলে তার বিরুদ্ধে এই মামলার তদন্ত পুনরুজ্জীবিত করতে পারেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিকিউটররা। উল্লেখ্য, এ মামলায় ট্রাম্পের সাবেক আইনজীবী মাইকেল কোহেনকে ৩ বছরের জেল দেয়া হয়েছে। এখন এই মামলা পুনরুজ্জীবিত হবে কিনা তা স্পষ্ট নয়। এ মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এমন বেশ কয়েকজন ব্যক্তি বলেছেন, মামলাটি পুনরুজ্জীবিত করার মতো কোনো লক্ষণ ম্যানহ্যাটানে যুক্তরাষ্ট্রের এটর্নি অফিস থেকে দেখা যাচ্ছে না। একজন প্রত্যক্ষদর্শীর এক আইনজীবী এর তদন্তকে 'মৃত' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ভুল মাসুল গুনছে বাংলাদেশী

(প্রথম পাতার পর)

ব্রিটিশ হোম অফিসের (স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়) সঙ্গে তাঁকে লড়তে হয়েছে ১৮টি মামলা। তবু ন্যায়বিচার পাননি তিনি। ব্রিটেনের আপিল আদালত গত ৮ অক্টোবর এক রায়ে তাঁকে দেশে ফেরার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করার সুযোগও তাঁকে দেওয়া হয়নি। তাই সাইফুলের সামনে এখন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ।

জানা গেছে, সাইফুল অপরাধ করেননি। অথচ অন্য অপরাধীর সঙ্গে সাইফুল ইসলামের কাগজপত্র গুলিয়ে ফেলে হোম অফিস। তাঁর বিরুদ্ধে আনা হয় যৌন হয়রানির অভিযোগ। আটকে রাখা হয় পাসপোর্ট। কাগজপত্র ছাড়াই দীর্ঘ ১৭ বছর কাটিয়ে দেন সাইফুল। সেই হয়রানির শেষ হয় ২০১৯ সালে। হোম অফিস সাইফুলকে নির্দেশ দেয় বাংলাদেশে ফেরার।

মামলা লড়েন সাইফুল। সেখানে হোম অফিস তাদের ভুল স্বীকার করে নেয় এবং ক্ষতিপূরণ বাবদ সর্বোচ্চ ছয় হাজার পাউন্ড দিতেও রাজি হয়। বিবিসি, আইটিভি, স্কাই নিউজ, গার্ডিয়ান, সানসহ মূল ধারার প্রায় সব ব্রিটিশ গণমাধ্যম সাইফুলের সঙ্গে ঘটে যাওয়া অন্যায়ের খবর প্রকাশ করেছে। হোম অফিস তাদের সিদ্ধান্তে অনড় আছে।

পিটারবরার স্থানীয় এমপি পল ব্রিস্টো গত ৮ ডিসেম্বর সাইফুলের বিষয়টি নিয়ে ব্রিটিশ হোম সেক্রেটারি (স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী) প্রীতি প্যাটেলকে চিঠি লেখেন। সেখানে সাইফুলের সঙ্গে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে অমানবিক উল্লেখ করে তিনি বিষয়টি বিশেষভাবে যাচাই করারও অনুরোধ জানান।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন গত আগস্ট মাসে যুক্তরাজ্যে সাইফুলের সঙ্গে ঘটে যাওয়া বিষয়টিকে অমানবিক হিসেবে উল্লেখ করেন। সে সময় তিনি আইনের মধ্যে থেকে সাইফুলের ন্যায়বিচার পাওয়ার বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেন। ব্রিটেনের আইনজীবীদের সংগঠন ল সোসাইটির সভাপতি দেওয়ান মেহেদী জানান, তাঁদের সংগঠন স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে ইমিগ্রেশন থেকে শুরু করে বিভিন্ন আইনি পরামর্শ দিয়ে থাকে। কিন্তু সাইফুলের ঘটনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। সাইফুলকে যদি সহায়তা করার কোনো সুযোগ থাকে, তাহলে অবশ্যই তাঁদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ সহযোগিতা করবেন।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব সেক্রেটারি মোহাম্মদ জুবায়ের জানান, 'গণমাধ্যম হিসেবে আমরা সাইফুলের পাশে ছিলাম, এখনো আছি এবং ভবিষ্যতেও নিশ্চয়ই থাকব। আমরা চাই, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হোক। মানবিক কারণে হলেও সাইফুলকে ব্রিটেনে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ দেওয়া উচিত।'

বাংলাদেশি সাইফুলের বিষয়টি নিয়ে ব্রিটিশ গণমাধ্যমে শোরগোল থাকলেও সাইফুলের ভাষ্য অনুযায়ী, নীরব ভূমিকায় আছে বাংলাদেশ হাইকমিশন। হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার আশিকুন নবী চৌধুরী জানান, সাইফুল ইসলামের আবেদনটি বাংলাদেশ হাইকমিশন লন্ডনকে অবহিত করার পরপরই হাইকমিশন তা যুক্তরাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তুলে ধরেছে এবং এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এ ছাড়া সাইফুল ইসলামের আবেদন যথাযথ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করার জন্যও হাইকমিশন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছে।

তিনি আরো জানান, যুক্তরাজ্যের অভিবাসনসংক্রান্ত আইন কিংবা সংশ্লিষ্ট আদালতে বিচারাধীন বিষয়ের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখার কোনো সুযোগ নেই।

সাইফুল বলেন, 'ব্রিটিশ সরকার আমাকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠিয়ে দিলেও কাজ করে খেতে পারব। এ দেশে থাকলেও কাজ করেই খেতে হবে। সেটা কোনো বিষয় না। ব্রিটেনের হোম অফিসের অবহেলা, ভুল, দীর্ঘসূত্রতার কারণে বহু বাংলাদেশির পরিবার, সংসার বিপর্যস্ত হয়েছে। মানুষ সীমাহীনভাবে ভুক্তভোগী। মানুষ হাল ছেড়ে দেয়। কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি।'

সাইফুল আরো বলেন, 'এ লড়াই আমার একার না। হোম অফিস মানেই ব্রিটেনের অভিবাসীদের কাছে একটা আতঙ্কের নাম। সরকারের সেবাদাতা একটি প্রতিষ্ঠান কেন জনগণের জন্য আতঙ্কের কারণ হবে? আমি লড়াই করেছি অন্যায়ের বিরুদ্ধে। আদালতের সব নথি, চিঠিপত্র ও রায় প্রকাশ্যে আনার একমাত্র কারণ প্রতিবাদ করা।'

অবৈধদের বৈধতা দানে উদ্যোগ

(প্রথম পাতার পর)

প্রণেতারা দীর্ঘদিন ধরে অচলাবস্থায় রয়েছে। তবে, বিভক্ত কংগ্রেস থেকে যথেষ্ট সমর্থন না পেলে এ নিয়ে বাইডেনকে ক্ষমতায় থাকার পুরো সময়টাতে কাজ করতে হতে পারে।

বাইডেন এরই মধ্যে ট্রাম্পের নেয়া কিছু পদক্ষেপ বাতিল করে দিয়েছেন এবং পরবর্তী কয়েক মাসের নীতিগত পর্যালোচনা পাওয়া ফলাফলের উপর নির্ভর করে আরো সুদূরপ্রসারী পুনর্বিবেচনার ভিত্তি স্থাপন করেছেন। এই আদেশ স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে বাইডেন বলেন, 'আমি কোনো নতুন আইন তৈরি করছি না, আমি কেবল খারাপ নীতিগুলো বাদ দিচ্ছি।'

মঙ্গলবার সিনেটের মনোনয়ন নিশ্চিত হওয়ার পরে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি হিসেবে শপথ নেয়া আলেজান্দ্রো মায়োরকাস পরিবার বিচ্ছেদ মূলত মা-বাবা এবং শিশুদের আবারো একসাথে করার বিষয়ে মনোনিবেশ করার জন্য গঠিত টাস্কফোর্সের নেতৃত্ব দেবেন। তবে এটা স্পষ্ট নয়, ট্রাম্পের প্রেসিডেন্ট থাকাকালে আদালতের আদেশে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার শিশুকে আলাদা করা হয়েছিল যাদের প্রায় ছয় শ' জনের মা-বাবা এখনো আদালতের নির্ধারিত কমিটির সাথে যোগাযোগ করেনি।

বাইডেন বলেন, আমরা আগের প্রশাসনের নৈতিক ও জাতীয় লজ্জা ঘুচানোর কাজ করতে যাচ্ছি। এর মাধ্যমে পৃথক হয়ে পড়া পরিবারগুলোকে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহের জন্য যুক্তরাষ্ট্র আইনী অবস্থানের সম্ভাবনার বিষয়ে কাজ করবে।

পরিবারগুলোকে পুনরায় একত্রিত করার বিষয়ে মামলা দায়ের করা আমেরিকান সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে থাকা হাজার হাজার পরিবারের সবাইকে আইনী মর্যাদা দেয়ার পাশাপাশি সরকারি ব্যয়ে পরিবার এবং আইনজীবীদের আর্থিক ক্ষতিপূরণ চেয়েছে।

সাউদার্ন প্রোভার্টি ল সেন্টার অ্যাকশন ফান্ডের পলিসি কাউন্সিলর কেলি গার্সিয়া বলেন, এই আদেশগুলো উৎসাহজনক তবে নির্দিষ্ট পদক্ষেপের অভাবে 'অভিবাসী সম্প্রদায়গুলো এ থেকে শিগগিরই কেনো সুবিধা পাবেন

কোভিডে বিশ্বব্যাপী মৃত্যু ২৩ লাখ

(প্রথম পাতার পর)

রোগীর সংখ্যা ১০ কোটি ৫৭ লাখ অতিক্রম করেছে। রোববার সকাল ১০টার দিকে জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় (জেএইচইউ) থেকে পাওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী করোনাভাইরাসে বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে ২৩ লাখ ৯ হাজার জনে। এছাড়া, ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০ কোটি ৫৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯১৫ জনে।

চীনের উহানে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। গত ২০২০ সালের ১১ মার্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) করোনাকে মহামারী ঘোষণা করে। এর আগে ২০ জানুয়ারি জরুরি পরিস্থিতি ঘোষণা করে ডব্লিউএইচও। করোনাভাইরাসে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। এ পর্যন্ত দেশটিতে ২ কোটি ৬৯ লাখ ১৪ হাজার ৯২৫ জন করোনায় আক্রান্ত এবং ৪ লাখ ৬২ হাজার ১৩৮ জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

পৃথিবীর দ্বিতীয় জনবহুল দেশ ভারত রয়েছে করোনায় আক্রান্ত দেশের তালিকায় দ্বিতীয় এবং মৃত্যু নিয়ে চতুর্থ অবস্থানে। ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ব্রাজিল আক্রান্ত দেশের তালিকায় তৃতীয় স্থানে থাকলেও সর্বাধিক মৃতের সংখ্যায় রয়েছে দ্বিতীয়তে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশ ভারতে মোট আক্রান্ত ১ কোটি ৮ লাখ ১৪ হাজার ছাড়িয়েছে এবং মারা গেছেন ১ লাখ ৫৪ হাজার ৯১৮ জন। ব্রাজিলে মোট শনাক্ত রোগী ৯৪ লাখ ৪৭ হাজারের অধিক এবং মৃত্যু হয়েছে ২ লাখ ৩০ হাজার ৩৪ জনের।

মেক্সিকো ১ লাখ ৬৫ হাজার ৭৮৬ জনের মৃত্যু নিয়ে এ ক্ষেত্রে তিন নম্বরে থাকালেও রোগীর সংখ্যা নিয়ে আছে ১৩তম অবস্থানে। সেখানে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৯ লাখ ২৬ হাজারের বেশি। রোগী শনাক্তের দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি দেশ হলো যুক্তরাজ্য (৩৯ লাখ ৪১ হাজারের বেশি), রাশিয়া (৩৯ লাখ ৭ হাজারের বেশি), ফ্রান্স (৩৩ লাখ ৭৬ হাজারের অধিক) ও স্পেন (২৯ লাখ ৪১ হাজারের বেশি)।

মৃতের দিক দিয়ে বিশ্বে পঞ্চম স্থানে আছে যুক্তরাজ্য (১ লাখ ১২ হাজার ৩০৫ জন)। তারপরে ইতালিতে ৯১ হাজার ৩ জন, ফ্রান্সে ৭৮ হাজার ৯৪০ জন ও রাশিয়ায় ৭৫ হাজার ১০ জন মারা গেছেন।

প্রিন্স সালমানের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন সৌদি গোয়েন্দা

(প্রথম পাতার পর)

মোহাম্মদ বিন সালমানের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ এনেছেন। তিনি বলেছেন, তুরস্কের ইস্তাম্বুলে সৌদি আরবের যে কনস্যুলেটে ভিন্ন মতাবলম্বী সাংবাদিক জামাল খাসোগিকে হত্যা করা হয়েছে, এর কয়েকদিন আগে সেখানে নিয়ে যেতে টোপ ফেলা হয়েছিল তার পরিবারের দু'সদস্যকে। এ সময়ে সেখানে তলব করা হয়েছিল অভিযুক্ত 'টাইগার' স্কোয়াডের দু'সদস্যকে। যুক্তরাষ্ট্রের আদালতে ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমানের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ সংশোধন করে তিনি এ অভিযোগ এনেছেন। সংশোধিত এই অভিযোগ সাদ আল জাবরির পক্ষে দাখিল করা হয়েছে বৃহস্পতিবার। তার অভিযোগ, কানাডায় তাকে হত্যার জন্য ২০১৮ সালে একটি হিট স্কোয়াডকে নির্দেশ দিয়েছেন ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। কিন্তু বিমানবন্দর নিরাপত্তা বিষয়ক কর্তৃপক্ষ সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছে। এ খবর দিয়েছে অনলাইন আল জাজিরা।

আরো অভিযোগ করা হয়, ২০১৮ সালের মে মাসে কানাডায় পর্যটন ভিসা পেয়ে যায় সৌদি আরবের 'টাইগার স্কোয়াডের' দুই সদস্য আহমেদ আবদুল্লাহ ফাহাদ আল বাওয়ারদি এবং বদর মুঈদ সাইফ আল কাহতানি। হিট অর্ডার বা হত্যার নির্দেশ কার্যকর করতে তারা ২০১৮ সালের অক্টোবরে উড়ে যান কানাডা। আল জাবরির আইনজীবীরা বলেছেন, আল জাবরি ছিলেন সাবেক ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন নায়েফের শীর্ষ সহযোগী। ২০১৭ সালে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে প্রিন্স নায়েফকে ক্ষমতাচ্যুত করে ব্যাপক দমনপীড়ন চালানো হয়। এর মধ্য দিয়ে সৌদি আরবের মূল শাসক হয়ে ওঠেন ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান। নতুন অভিযোগে বলা হয়েছে, ইস্তাম্বুলে যে কনস্যুলেটে ২০১৮ সালের ২রা অক্টোবর সাংবাদিক জামাল খাসোগিকে টাইগার স্কোয়াড হত্যা করেছে, এই হত্যার মাত্র কয়েকদিন আগে ওই একই কনস্যুলেটে যেতে প্রলুব্ধ করা হয় আল জাবরির পরিবারের সদস্যদের। তারা হলেন আল জাবরির সন্তান সারাহ এবং ওমর। দু'জনেই সৌদি আরবে জিম্মি রয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে তাদেরকে ব্যবহার করা হচ্ছে আল জাবরিকে দেশে ফেরাতে।

এসব অভিযোগ ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি পদবীবলে দায়মুক্তি পান। ওদিকে সিআইএ এবং অন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তদন্ত করে বলেছে, সাংবাদিক খাসোগিকে হত্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি। তবে এমন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন মোহাম্মদ বিন সালমান। এ মামলায় অভিযুক্ত ৫ জনকে মৃত্যুদণ্ডের রায় দেয়া হয়েছিল সৌদি আরবে। কিন্তু সেপ্টেম্বরে তাদের মৃত্যুদণ্ডকে শিথিল করে ২০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে। এ মামলায় অন্য তিনজনকে সাত থেকে দশ বছরের জেল দেয়া হয়েছে।

বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

Editor : **Abu Taher**

Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

সম্পাদকীয়

রক্ষক ভক্ষক হলে সমূহ বিপদ

বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি ছিল সবার মধ্যে। বাংলাদেশের আর্থিক ব্যবস্থার তদারকি ও নিয়ন্ত্রণকারী এ ব্যাংকের পেশাদারিত্ব ছিল গর্ব করার মতো। এতে যারা উচ্চপদে দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের প্রায় সবার সততা ও নিষ্ঠা নিয়ে তেমন কোনো প্রশ্ন কখনো ছিল না। দেশের অন্যতম সেরা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নাম আসত। আমরা দেখলাম, গত এক দশকে এ প্রতিষ্ঠানের ভাবমর্যাদা ধীরে ধীরে মলিন হয়েছে। এখন এটি এমন একপর্যায়ে এসেছে যে, লুটপাটকারীদের সহায়তাকারী হিসাবে এর শীর্ষ কর্মকর্তাদেরও কারো কারো নাম জড়িয়ে যাচ্ছে। পি কে হালদারের এক সহযোগী ১৬৪ ধারার জবানবন্দীতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক এক ডেপুটি গভর্নর ও বর্তমান এক নির্বাহী পরিচালকের সংশ্লিষ্টতার কথা জানিয়েছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ভেতর অপরাধী চক্র ঢুকে পড়ার আভাস ২০১৬ সালে জানা গিয়েছিল। ওই বছর ৪ ফেব্রুয়ারী কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে একটি আন্তর্জাতিক জালিয়াত চক্র ১০ দশমিক এক কোটি ডলার হাতিয়ে নেয়। ওই সময় অর্থ বের করার আদেশগুলো ঠিক কোথা থেকে কারা দিয়েছিল তা তদন্ত করে বের করা যায়নি। তিন ডজনের বেশি অনলাইন আদেশের মাধ্যমে ওই অর্থ ফিলিপাইন ও শ্রীলঙ্কায় চলে যায়। শ্রীলঙ্কায় চলে যাওয়া ২০ মিলিয়ন ডলার উদ্ধার করা গেলেও ফিলিপাইনে চলে যাওয়া বাকি ৮১ মিলিয়ন ডলারের মধ্যে ৬০ দশমিক ৬ মিলিয়ন ডলার আর পাওয়া যায়নি। ফিলিপাইনে ব্যাংকটির যে অ্যাকাউন্টে এ বিপুল অর্থ হস্তান্তর হয় সেটি তার ৯ মাস আগে মাত্র ৫০০ ডলার দিয়ে খোলা হয়েছে। অনেক তথ্য-প্রমাণ থাকার পরও কেন এই টাকার হদিস মেলেনি বরং তা প্রশ্ন হয়েই থেকে গেছে। জালিয়াতির বিষয়ে ব্যাংকের দায়িত্বশীল কর্মকর্তাদের ভূমিকা তদন্ত করে স্পষ্ট করা হয়নি।

বাংলাদেশের ব্যাংক সেক্টরের লুটপাটের খবর পুরনো। হাজার হাজার কোটি টাকা অবলীলায় ক্ষমতাবানেরা আত্মসাৎ করে নিয়েছে। এসব নিয়ে এখন আর খুব একটা আলোচনা হয় না। তবে এই লুটপাট ঠেকানোর ব্যর্থতার মধ্যে খোদ নিজেদের কোষাগার ঠিকভাবে পাহারা দিতে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এটা এক অশনি সঙ্কেত। পি কে হালদারের লুট করা টাকার পরিমাণ বলা হচ্ছে সাড়ে তিন হাজার কোটি টাকা। কেউ কেউ এ পরিমাণ বলছেন ১০ হাজার কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ তিনি বাংলাদেশের আর্থিক খাত থেকে যখন অবৈধভাবে সরাচ্ছিলেন তখন বাংলাদেশ ব্যাংকের নজরদারি কোথায় ছিল এমন প্রশ্ন জনগণ সরকারের কাছে করতেই পারে। তিনি এই বিপুল টাকা এক-দুই দিনে চুরি করেননি। বেশ কয়েক বছর ধরে আয়েশের সাথে করেছেন। তখন কেন এগুলো বাংলাদেশের অন্যান্য আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ প্রকাশ করেনি। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যে দু'জন শীর্ষ কর্মকর্তার সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ করা হলো সেটা চোর নিরাপদে পালিয়ে যাওয়া পর।

বাংলাদেশের আর্থিক খাতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজরদারি ব্যর্থ হয়েছে। এখন আমাদের আশঙ্কা, বাংলাদেশ ব্যাংক নিজের রিজার্ভে থাকা জনসাধারণের অর্থ নিরাপদে রাখতে পারবে তো? পি কে হালদারের মতো অর্থ লুটকারীর সাথে জড়িয়ে গেছেন সাবেক ডেপুটি গভর্নর সীতাংশু কুমার সুর চৌধুরী। অন্যজন একজন নির্বাহী পরিচালক মো: শাহ আলম। খবরে জানা যাচ্ছে, ব্যাংকের ভেতর এখন আলোচনা হচ্ছে দুর্নীতিবাজদের হাত থেকে বাঁচার জন্য আগে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগে নিয়োগ পেতেন সবচেয়ে ক্লিন ইমেজের কর্মকর্তারা। কেউ নিজে থেকে আগ্রহী হয়ে কোনো বিভাগে নিয়োগ পেতে চাইলে সেটা করা হতো না। এখন এই সংস্কৃতি বদলে গেছে। এখন সবার উপরে স্থান পাচ্ছে তদবির। তাই দুর্নীতিবাজদের পছন্দের জায়গায় নিয়োগ পাওয়ার সুযোগ হয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে। এসব ধান্ধাবাজদের ঠেকানো না গেলে আরো বড় দুর্ঘটনা ঘটতে থাকবে। অনেক কিছু হয়তো দেশের মানুষ জানতেও পারবে না। আমরা মনে করি, কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ঝুঁকিমুক্ত করার জন্য সৎ কর্মকর্তাদের প্রাধান্য আগের মতো ফিরিয়ে আনতে হবে।

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

প্যাট্রিক ককবার্ন

ট্রাম্পের ফিরে আসা এবং ক্যাপিটল ভবনের ঘটনা

বাগদাদের গ্রিন জোনে ঢোকার সময় সব সময় উদ্বিগ্ন থাকতাম। কারণ ওই সময়ে এর প্রবেশমুখে হরহামেশা আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী বিস্ফোরক ভর্তি গাড়ি নিয়ে হামলা চালাত। ইরাকে আল-কায়েদার হামলায় উড়ে যাওয়াই একমাত্র বিপদ ছিল না। যে সৈন্যরা ওই জোনের আউটার চেকপয়েন্ট পাহারা দিত, তারা নার্ভাস থাকত এবং কোনো গাড়ি তাদের খুব কাছাকাছি চলে আসছে দেখলে তারা গুলি করে দিতে পারে- এ ভয়ও ছিল। একদিন আমাকে কংক্রিটের প্রতিবন্ধকের আড়ালে লুকাতে হয়েছিল। কারণ সৈন্যরা একটি ভাঙাচোরা পুরনো গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছিল- সেটি ঠিক তাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বাগদাদের গ্রিন জোনের কথা মনে পড়ল, কারণ ২৫ হাজার ন্যাশনাল গার্ড ওয়াশিংটনের কেন্দ্রস্থলে সুরক্ষিত একটি এলাকাড়বাগদাদের ওই এলাকার মতো একই নামে গড়ে তুলেছে। বাহ্যত এর উদ্দেশ্য জো বাইডেনের অভিষেক অনুষ্ঠানকে সুরক্ষা দেওয়া। ৬ জানুয়ারী ক্যাপিটলে হামলার পর নিরাপত্তা সংস্থাগুলো সন্দেহভাজন কাউকে পাকড়াওয়ের অপেক্ষায় ছিল। তবে উদ্ভূত সংকট পার হয়ে যাওয়ার অনেক পরে।

ডেমোক্র্যাটরা এবং ট্রাম্পবিদ্বেষী মিডিয়া অল্ট-রাইট দাঙ্গাবাজদের 'অভ্যন্তরীণ সন্ত্রাসী' আখ্যায়িত করতে চায়, যারা বাইডেনকে অভিষিক্ত হতে বাধা দিতে গিয়ে 'বিদ্রোহ' ঘটিয়েছিল। কেউ কেউ ওই রকম করে থাকতে পারে, বীভৎস ভিডিও পোস্ট করে এমন একটা ধারণা তৈরির চেষ্টা সত্ত্বেও এটাকে 'ক্যু' বলা দুষ্কর অন্তত ক্যুয়ের মধ্যে যে ক্ষমতা দখলের সংগঠিত উদ্যোগ থাকে তার নিরিখে দেখলে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যাপিটল ১৫ বছর আগের বাগদাদের গ্রিন জোনের মতো হুমকির মুখে পড়েছিল, এ রকম ভাবনা অসম্ভব অতিরঞ্জিত বিষয়।

ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সির শেষটা দুটি ঘটনার দ্বারা চিহ্নিত- ক্যাপিটল ইনভেশন এবং এর সাপেক্ষে অতিরঞ্জিত সামরিক সাড়া। যা ঘটেছে তাকে নাটক ও বাস্তবতার মধ্যবর্তী কিছু বলা যায়।

রিপাবলিকানরা গত বছর (নভেম্বরে) প্রেসিডেন্ট নির্বাচন জেতার খুব কাছে চলে এসেছিল। ব্ল্যাক লাইভস ম্যাটারের বিক্ষোভকে তারা 'টেররিস্ট ইনসার্জেন্সি' মনে করে। এখন তারা দাবি করছে তারা সত্যের সুরক্ষক এবং ধার্মিকের মতো বিরক্তি প্রকাশ করছে- ডেমোক্র্যাটরা জাতীয় ঐক্যকে হুমকিতে ফেলে দেবে। এটা হিপোক্র্যাসির ক্লাসিক উদাহরণ।

আসলে রিপাবলিকান নেতৃত্ব ৬ জানুয়ারী 'নাইন-ইলেভেন' হয়ে যেতে পারে এ আশঙ্কায় ভীত। তাদের ভয়, তারা স্থায়ীভাবে ডেমোনাইজড হয়ে যেতে পারে এবং তাদের পার্টি ভাগ হয়ে যেতে পারে। ঐক্য সম্পর্কে বাইডেনের সব কথার প্রসঙ্গে বলা যায়, ডেমোক্র্যাটদের একটা সুযোগ আছে রিপাবলিকানদের রক্ত ঝরানোর; কিন্তু তারা এটা করতে যাবে না। তারা যদি তাদের কার্ড খেলে, তাহলে অপরিকল্পিত ওই 'ক্যাপিটল ইনভেশন'-এর ফায়দা লুটতে পারবে বছরের পর বছর, যেমন- রিপাবলিকানরা নাইন-ইলেভেনের সুযোগ নিয়েছে। প্রাণহানির ঘটনা খুবই ভিন্ন, এ ক্ষেত্রে নিহত হয়েছে পাঁচজন আর নাইন-ইলেভেনের ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই হাজার ৯৭৭ জনের। এক দিক থেকে দেখলে দুই ঘটনায়ই অনেক কমন ফিচার আছে।

দুটি ঘটনাই খুবই দৃশ্যমান। দুই ঘটনাতেই রাউন্ড দ্য ক্লক নিউজ হয়েছে। টুইন টাওয়ারে প্লেন আছড়ে পড়ার দৃশ্য বারবার দেখানোর ফলে তা আমেরিকানদের মনে গেঁথে আছে। ক্যাপিটল ভবন দখলের ঘটনার বিস্তারিত দৃশ্যাবলি একইভাবে বিশ্ববাসী জেনেছে, ধারণাকৃত বিপ্লবীরা প্রচুর সময় নিয়েছে তাদের ছবি তোলার জন্য। রাজনীতিতে সব সময় একটা নাটকীয়তা আছে। স্যাটেলাইট টিভি ও ইন্টারনেট মনে করিয়ে দেয়, বর্তমানে পুরো বিশ্বটাই একটা নাট্যমঞ্চ।

স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক স্বার্থে ৬ জানুয়ারীর ঘটনার অতিব্যবহার বিপরীত ফল দিতে পারে যদি রিপাবলিকানরা ব্যাপকহারে এর শিকার হয়। ট্রাম্পের সাবেক সমর্থকদের থেকে মুক্তি পাবেন না। যারা হামলায় জড়িত ছিল তাদের আইনজীবীরা হয়তো তাদের এ কথা বলতে বলবে যে তারা নিজ স্বার্থে কিছু করেনি, বরং তাঁরা বিশ্বাস করেছেন এবং মান্য করেছেন একজন প্রেসিডেন্টের নির্দেশ।

আমার বিশ্বাস ট্রাম্পবাদের পুনরুত্থান সহজ হবে না। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটরা যারা তাঁকে হেয় করে সেই লোকদের সারপ্রাইজ দেওয়ার সুবিধাটা আর নেই; তার মাস্টারি হলো থেকে ডাকাতি করে নেওয়া হয়েছে। তাঁর প্রত্যাবর্তনের পথে দুটি বড় বাধা আছে, এখন বাধাগুলো সরকারের নিয়ন্ত্রক। তবে তাঁর পুনরুত্থানের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণগুলো রয়ে গেছে।

আমেরিকানরা ও বিদেশিরা যতটা বুঝে আমেরিকা বাস্তবে তার চেয়ে বেশি বর্ণ ও শ্রেণিতে বিভক্ত। বাইডেনের ঐক্যের ডাক এই বিভাজনকে আরো চওড়া করেছে। বিদ্বেষ ও আতঙ্কের মাত্রা



বক্তব্য, সাত কোটি ৪০ লাখ আমেরিকান, যারা ট্রাম্পকে ভোট দিয়েছে নির্বিচারে তাদের ডেমোনাইজ করা হচ্ছে। বিগ বিজনেস হয়তো দ্রুত ট্রাম্প ও ট্রাম্পিজম থেকে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছে; কিন্তু এর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কারণ ট্রাম্প ট্যাক্সকাটের মাধ্যমে বা ডিরেগুলেশনের মাধ্যমে তাদের অনেক কিছু দিয়েছেন।

বেশ সন্দেহ আছে, ট্রাম্প নিজে কোনো বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবেন কি না। মহামারির সময় তাঁর আচরণ ছিল সম্রাট নিরোর মতো। তিনিও ওই ঘটনার দায় মডার্ন কমিউনিকেশন টুলসে- টুইটার, টেলিভিশন ইত্যাদি। কিন্তু তিনি তাঁর দপ্তরে বসে যে অদক্ষতা দেখিয়েছেন, তাতে মনে হবে তিনি কিছুই করেননি। মহামারিতে তাঁর ভূমিকা বিপর্যয়কর। চার লাখ আমেরিকান নাগরিক মারা গেছে। আবার সাম্প্রতিক সময়ের নির্বাচনে তিনি হেরেছেন।

ট্রাম্প এখনো আমেরিকা ও বিশ্বের একটা অবসেশন। ধারণা করা হয়েছিল, তিনি বিদায়ের পর টিভি চ্যানেল খুলবেন, শোভাযাত্রা করবেন এবং দাবি করবেন প্রেসিডেন্সি তাঁর কাছ যতটুকু, তাতে আরো সহিংসতা না ঘটা বিস্ময়কর। ১৯৬০-এর দশকের মতো বিক্ষোভ, দাঙ্গা, হত্যাকান্ড এখনো হতে পারে, সেটা দেখার অপেক্ষায় আছি আমরা। বাইডেন 'আনসিভিল ওয়ার' বন্ধ করতে বলেছেন; কিন্তু সেটা আমেরিকার জীবনধারার নিচে শায়িত আছে স্বাধীনতার সময় থেকে, সেটা এখন শেষ হবে না।

লেখক: প্রাবন্ধিক, লেখক; 'ওয়ার ইন দ্য এজ অব ট্রাম্প' বইয়ের লেখক
সূত্র: দ্য কাউন্টারপাঞ্চ অনলাইন
ভাষান্তর ও সংক্ষেপণ: সাইফুর রহমান

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

নামাজের সময়-সূচী

ফেব্রুয়ারী	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ফজর	৫.৩৯	৫.৩৮	৫.৩৭	৫.৩৬	৫.৩৫	৫.৩৪	৫.৩৩
সূর্যোদয়	৫.৫৭	৫.৫৬	৫.৫৫	৫.৫৩	৫.৫২	৫.৫১	৫.৫০
জোহর	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০	১২.১০
আসর	৩.৪১	৩.৪২	৩.৪৪	৩.৪৪	৩.৪৬	৩.৪৭	৩.৪৯
মাগরিব	৫.২৩	৫.২৫	৫.২৬	৫.২৫	৫.২৮	৫.৩০	৫.৩২
এশা	৬.৪০	৬.৪১	৬.৪২	৬.৪৩	৬.৪৪	৬.৪৫	৬.৪৭

শেখ মুজিবের সুচিন্তা থেকে আজকের বাঙালীরও শেখার আছে



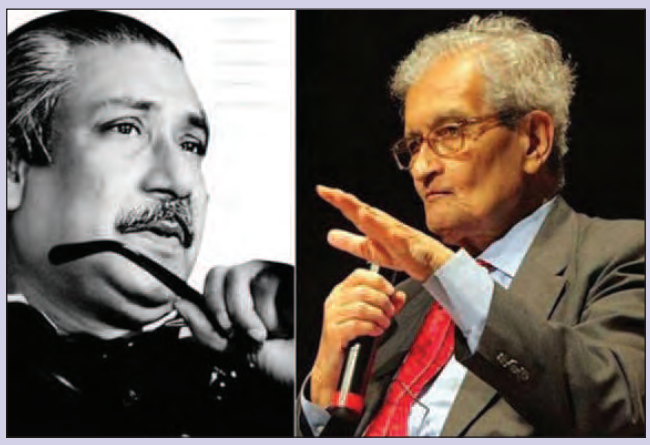
অমর্ত্য সেন

(নোবেল বিজয়ী ভারতীয় বাঙালী অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক অমর্ত্য সেন বাংলাদেশের 'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ধর্মনিরপেক্ষতার দর্শন নিয়ে ২৭ জানুয়ারী ২০২১ লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স আয়োজিত সভায় বক্তৃতা করেন। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর এই বক্তৃতা নিবন্ধ আকারে পাঠকদের জন্য প্রকাশিত হলো।)

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীতে একটা কথা মনে হচ্ছে। তিনি শুধু বাংলার বন্ধু ছিলেন না, তাঁর ভূমিকা ছিল আরও অনেক বড়, এবং অতুলনীয়। তিনি ছিলেন বাংলাদেশের মহান রাজনৈতিক নায়ক, বাংলার সবচেয়ে সমাদৃত মানুষ, স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার। বাংলাদেশের জনজীবনে তাঁর প্রভাব আজও বিপুল। তাঁকে 'বাংলাদেশের জনক' বা বঙ্গবন্ধু বলাটা নিতান্তই কম বলা। তিনি যে এর চেয়ে বড় কোনও অভিধা চাননি, সেটা তাঁর সম্পর্কে আমাদের একটা সত্য জানায়-তিনি নাম কিনতে চাননি, মানুষ তাঁকে অন্তর থেকে ভালবাসত। এক জন অতি চমৎকার মানুষ এবং এক মহান নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সঙ্গে সঙ্গে, তাঁর চিন্তাভাবনা কেন আজকের পক্ষেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সে-বিষয়ে কিছু কথা বলা যেতে পারে। বঙ্গবন্ধুকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তাঁর পরিচ্ছন্ন চিন্তা ও দৃষ্টির সম্পদ কেউ আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। তাঁর সেই চিন্তাভাবনা আজ আমাদের বড় রকমের সহায় হতে পারে। উপমহাদেশ আজ আদর্শগত বিভ্রান্তির শিকার হয়ে এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলেছে, এই দুর্দিনে পথনির্দেশ এবং প্রেরণার জন্য আমাদের বঙ্গবন্ধুর কাছে সাহায্য চাইবার যথেষ্ট কারণ আছে। শেখ মুজিবের চিন্তা এবং বিচার-বিশ্লেষণ যে সব দিক থেকে আজ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, এখানে তার কয়েকটির উল্লেখ করতে চাই।

প্রথমত, ধর্মনিরপেক্ষতার প্রবক্তা হিসেবে শেখ মুজিব ছিলেন অগ্রগণ্য। তাঁর দৃষ্টান্ত থেকে এই বিষয়ে সব দেশেরই শেখার আছে। বর্তমান ভারতের পক্ষে তো বটেই, বঙ্গবন্ধুর ধারণা ও চিন্তা উপমহাদেশের সব দেশের পক্ষেই শিক্ষণীয়। ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে বাংলাদেশ অনেক উত্থানপতনের মধ্য দিয়ে এগিয়েছে ঠিকই, কিন্তু তিনি কেমন বাংলাদেশ চান, বঙ্গবন্ধু সে কথা পরিষ্কার করে বলেছিলেন। তাই, আমরা খুব সহজেই ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাপারে তাঁর অবস্থানটা বুঝে নিতে পারি।

এ-কথা জোর দিয়ে বলব যে, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং লোকেদের স্বক্ষমতা-র মধ্যে যোগসূত্রটি শেখ মুজিবকে প্রভূত অনুপ্রেরণা দিত (স্বক্ষমতা শব্দটি ইংরাজি 'ফ্রিডম'-এর প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহার করছি)। ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতার যে ধারণা বহুলপ্রচলিত, তাতে ধর্মের প্রতি সাধারণ ভাবে একটা বিরূপতা পোষণ করা হয়ে থাকে। এই ধারায় মনে করা হয়, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র কখনও কোনও ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মকে উৎসাহ দেবে না, বা সাহায্য করবে না। আমেরিকায় মাঝেমধ্যে এই গোত্রের ধর্মনিরপেক্ষতা অনুশীলনের চেষ্টা হয়েছে, তবে সে দেশের বেশির ভাগ মানুষের মনে ঈশ্বর এবং খ্রিস্টধর্মের আসন এতটাই পাকা যে, সেই উদ্যোগ কখনওই খুব একটা এগোতে পারেনি। যে কোনও রকমের ধর্মীয় আচার থেকে রাষ্ট্রকে দূরে রাখতে ফরাসিরা তুলনায় অনেক বেশি সফল, কিন্তু ধর্মকে সম্পূর্ণ বর্জন করে চলার চরম ধর্মনিরপেক্ষতার লক্ষ্য সে দেশেও দূরেই থেকে গেছে। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাধারা পরিষ্কার: ধর্মনিরপেক্ষতার এমন কোনও অর্থ কখনওই তাঁর চিন্তায় স্থান পায়নি, যা মানুষের ধর্মাচরণের স্বক্ষমতাকে অস্বীকার করবে। যাঁদের ধর্মবিশ্বাস গভীর, তাঁদের কাছে এই স্বক্ষমতা যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না।



এই কারণেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে ধর্ম-বিরোধিতা হিসেবে দেখবার চিন্তাধারাকে মুজিবুর রহমান বিশেষ মূল্য দেননি। ধর্মীয় আচারকে এড়িয়ে চলার বা 'ধর্মনিরপেক্ষ হওয়ার' তাগিদে ধর্মাচরণের স্বক্ষমতাকে অস্বীকার করার কোনও প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি। ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ অনুসরণ অর্থে শেখ মুজিব ঠিক কী বুঝতে চেয়েছিলেন? ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকায় বাংলাদেশের আইনসভায় সে-দিনের নবীন ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের সংবিধান গ্রহণের সময় তিনি বলেছিলেন:

'আমরা ধর্মাচরণ বন্ধ করব না, মুসলমানরা তাঁদের ধর্ম পালন করবেন, হিন্দুরা তাঁদের ধর্ম পালন করবেন, বৌদ্ধরা তাঁদের ধর্ম পালন করবেন, খ্রিস্টানরা তাঁদের ধর্ম পালন করবেন- আমাদের আপত্তি শুধু ধর্মের রাজনৈতিক ব্যবহারে।"

ধর্মাচরণের স্বক্ষমতাকে এখানে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। যাকে বর্জন করতে বলা হচ্ছে তা হল ধর্মকে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহার করা, তাকে রাজনীতির উপকরণ বানানো। এটি এক ধরনের স্বক্ষমতা-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা রাষ্ট্রকে লোকের নিজের নিজের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করতে বারণ করে। বস্তুত, আমরা আরও এক পা এগিয়ে গিয়ে বলতে পারি: মানুষকে স্ব-ইচ্ছা অনুযায়ী ধর্মাচরণের স্বক্ষমতা ভোগ করতে সাহায্য করা উচিত, কেউ যাতে কারও ধর্মাচরণে বাধা দিতে না পারে সে জন্য যা করণীয় করা উচিত। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের ভূমিকা আছে।

দুঃখের কথা হল, ইদানীং ভারতে এই নীতি ও আদর্শ বেশ বড় রকমের বাধার সম্মুখীন। বিভিন্ন ধর্মের প্রতি আচরণে প্রায়শই বৈষম্য করা হচ্ছে, হিন্দুত্বের প্রতি পক্ষপাতিত্ব সম্পন্ন কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, এমনকি নাগরিকত্বের প্রশ্নেও, তাদের পছন্দসই ধর্মগোষ্ঠীর মানুষকে বিশেষ সুযোগসুবিধা দিচ্ছে। ভারতের বেশ কয়েকটি রাজ্যে বিশেষ সম্প্রদায়ের (যেমন, মুসলমান, বা নিম্নবর্ণের হিন্দু বা আদিবাসী) বিশেষ বিশেষ খাদ্য (যেমন, গোমাংস) নিষিদ্ধ করার ফরমান জারি হয়েছে, যেহেতু এ ব্যাপারে অন্য ধর্মের কিছু লোকের (বিশেষত গোঁড়া হিন্দুদের) আপত্তি আছে। বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বিবাহে নিয়ন্ত্রণ, কখনও বা নিষেধাজ্ঞা, জারি করা হচ্ছে-সংশিষ্ট ধর্মমতে এমন বিবাহ নিয়ে কোনও সমস্যা না থাকা সত্ত্বেও। এবং, বিবাহের উদ্দেশ্যে জোর করে মেয়েদের ধর্মান্তরিত করানোর নানা কাহিনি প্রচার করা হচ্ছে, অথচ বিভিন্ন মামলার সূত্রে প্রায়শই ধরা পড়েছে যে এ-সব গল্প একেবারেই ভুয়ো।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে মোগল সম্রাট আকবর যথেষ্ট পরিষ্কার ধারণা নিয়ে ধর্মনিরপেক্ষতার বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্ত ছিল এই যে, লোকে নিজে যে ভাবে যে ধর্ম পালন করতে চায় তাতে কোনও বাধা দেওয়া উচিত নয়। রাষ্ট্র এই স্বক্ষমতা রক্ষায় সচেষ্ট থাকবে, কিন্তু কোনও ধর্মকে বিশেষ সুবিধা দেবে না।

দেখা যাচ্ছে, এখানে ধর্মনিরপেক্ষতার দু'টি নীতি কাজ করছে: (১) বিভিন্ন ধর্মের প্রতি রাষ্ট্রের আচরণে কোনও 'অ-সমতা' থাকবে না (আকবর এই ব্যাপারটিতে জোর দিয়েছিলেন) এবং (২) 'ধর্মকে রাজনৈতিক কারণে বা প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে না' (বঙ্গবন্ধুর কাছে যা গুরুত্ব পেয়েছিল)। এ-দুটো ঠিক এক নয়। কিন্তু দুই আদর্শের যে কোনওটি লঙ্ঘিত হলে লোকের ধর্মীয় স্বক্ষমতা একই ধরনের বাধার সম্মুখীন হবে, কারণ সাধারণত এক ধর্মের তুলনায় অন্য ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কারণেই ধর্মীয় স্বক্ষমতা খর্ব করা হয়ে থাকে। ভারতে ধর্মনিরপেক্ষতা লঙ্ঘনের ঘটনাগুলিতেও এর অনেক প্রমাণ মেলে।

শেখ মুজিব এবং আকবর, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাটি যে ভাবে পরিষ্কার করেছিলেন, তা থেকে শিক্ষা নেওয়া কেবল ভারতে নয়, অনেক দেশেই গুরুত্বপূর্ণ। আমেরিকায় বা ইউরোপে অনুরূপ নানা বৈষম্য, যেমন জাতিগত বা নৃ গোষ্ঠীগত অসাম্য বিষয়ক রাজনৈতিক আলোচনাতেও এই ধারণা প্রাসঙ্গিক। উপমহাদেশে, পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার মতো দেশে সমকালীন নানা বিতর্কে ও বিক্ষোভে জড়িত বিভিন্ন প্রশ্নেও তা আলো ফেলতে পারে।

ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে দেখলে বোঝা যায়, ভারতের বর্তমান পরিস্থিতিটা বিশেষ উদ্বেগজনক, কারণ অনেকগুলো দশক ধরে এ-দেশে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের চর্চা এই সে-দিন অবধি অনেক দেশের তুলনায় বেশ সবল ছিল। দেশের কিছু রাজ্যে আসন্ন নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন, পশ্চিমবঙ্গে আগামী এপ্রিল-মে মাসে বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। ধর্মনিরপেক্ষতার মূল প্রশ্নগুলি নিয়ে, বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু তার যে মৌলিক শর্তাবলির কথা বলেছিলেন সেই সব বিষয়ে এখন বড় রকমের আলোচনার প্রয়োজন। তার কারণ, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ মেনে চলার- এবং লঙ্ঘন করার- ব্যাপারে নানা রাজনৈতিক দলের আচরণ কিছু রাজ্যের ভোটের লড়াইয়ে বিশেষ প্রাসঙ্গিক। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মকে ব্যবহার না করার যে নীতিতে বঙ্গবন্ধু জোর দিয়েছিলেন, এই প্রসঙ্গে তা অতি গুরুত্বপূর্ণ- শুধু বাংলা নয়, গোটা বিশ্বের পক্ষেই। বঙ্গবন্ধুকে তাই 'বিশ্ববন্ধু' হিসেবেও আমরা সম্মান জানাতে পারি।

শেখ মুজিব যে কেবল ধর্মনিরপেক্ষতাকে স্বক্ষমতা প্রসারের জায়গা থেকে দেখেছিলেন তা নয়, সাধারণ ভাবেই স্বক্ষমতার গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল। বস্তুত, যে মাতৃভাষার দাবি আদায়ের সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, স্বক্ষমতার প্রশ্নটি ছিল তার একেবারে কেন্দ্রে, মাতৃভাষা ব্যবহারের স্বক্ষমতার দাবির সঙ্গে বাঙালী জাতির ধারণাটিও ওই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সম্পৃক্ত হয়ে যায়।

এটা একটা প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায় উপমহাদেশের বিভিন্ন বিষয়েই, যেমন শ্রীলঙ্কায় সিংহলি ও তামিল ভাষার আপেক্ষিক গুরুত্বের ব্যাপারে। শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক নেতারা শেখ মুজিবের ভাষা বিষয়ক চিন্তাভাবনার প্রতি মনোযোগী হলে এবং মাতৃভাষার প্রতি লোকের মমতা ও শ্রদ্ধাকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন স্বীকার করলে হয়তো সে দেশের যুদ্ধ এবং বিপুল রক্তক্ষয় অনেকটাই কম হতে পারত। ভাষা নিয়ে বঙ্গবন্ধুর সামাজিক বিশ্লেষণের যে প্রজ্ঞা, তার গুরুত্ব বাংলার সীমা ছাড়িয়ে বহু দূরে প্রসারিত।

ভারতের স্বাধীনতার অল্প কালের মধ্যেই সমস্ত প্রধান ভাষাকে দেশের সংবিধানে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়ার ফলে অনেক গুরুতর সমস্যা এড়ানো গিয়েছিল। সেটা শেখ মুজিব স্বদেশের বড় নেতা হয়ে ওঠার অনেক আগেকার কথা বটে, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার কিছু কিছু দিক ভারতের এই ভাষা-নীতির ক্ষেত্রেও প্রাসঙ্গিক। জাতীয় ভাষার সাংবিধানিক মর্যাদা প্রধান ভাষাগুলিকে গুরুত্ব দিয়েছিল বটে, কিন্তু হিন্দি ও ইংরেজিকে সরকারি ভাষা হিসেবে ব্যবহারের ফলে অন্য প্রধান ভারতীয় ভাষাগুলির সঙ্গে তাদের একটা অসমতা তৈরি হয়, যার কিছুটা হয়তো অনিবার্য ছিল। যাঁদের মাতৃভাষা হিন্দি (বা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ইংরেজি), অন্যদের তুলনায় তাঁরা কিছু বাড়তি সুবিধা পেয়ে যান। সরকারি কাজে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে সমতা বিধানের প্রশ্নটি বাস্তবের সাপেক্ষেই বিচার করতে হবে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে অসাম্যের ব্যাপারটাকে হয়তো আরও বেশি গুরুত্ব সহকারে দেখার দরকার আছে।

এ-সমস্যাটা হয়তো (বাকি অংশ ৮ পাতায়)

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশ কম্যুনিটিতে এখন সবচেয়ে বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজন্সি

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া



SUPER WINTER SALE

আমরা IATA অনুমোদিত

ফোন: 718-721-2012

উমরাহ্ স্পেশাল

★ হোটেল ★ ভিসা ★ ট্রান্সপোর্টেশান

KUWAIT AIRWAYS

QATAR AIRWAYS القطرية

Emirates

TURKISH AIRLINES

السعودية SAUDIA

আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়

Digital Travel Astoria

ডিজিটাল ট্রাভেলস এস্টোরিয়া

2578, 31st Street, Astoria, NY 11102

সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে 30th Avenue Station

Cell: 917-459-7181

We are on Facebook

website: www.digitaltraveltour.com

নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকার সঙ্গে

(৩ পাতার পর)

এসেছিলেন তাদের। পাশাপাশি ছিলেন দুই পরিবারের আত্মীয়-স্বজন।

কমিউনিটি সেন্টার সূত্রে জানায়, প্রায় ৫০০ অতিথি আপ্যায়নের আয়োজন ছিল। উপস্থিত ছিলেন এর চেয়েও বেশি।

বর্তমান সাধারণ সম্পাদকের বিয়েতে শাখা ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের মধ্যেও ছিল অন্য রকম আনন্দ। নেতার প্রতি ভালোবাসা দেখিয়েই উপস্থিত ছিলেন তারাও। বিয়ের অনুষ্ঠানে এসে এ যুগলের সঙ্গে স্মৃতি হয়ে থাকার ছবি তুলেছেন প্রায় সবাই। পবিত্র সম্পর্কে জড়ানোর জন্য অভিনন্দন জানিয়েছেন সবাই। এদের অনেকে আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সেগুলো পোস্টও করেছেন। সেখানে রয়েছে এ যুগলের দাম্পত্য জীবনের জন্য শুভ কামনা।

বাকৃবি শাখা ছাত্রলীগের দায়িত্বপূর্ণ পদে থেকে বিয়ে করা প্রসঙ্গে জানতে চাইলে শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মিয়া মোহাম্মদ রুবেল বলেন, তিনি কেন্দ্রীয় শাখা ছাত্রলীগকেও বিষয়টি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সর্বশেষ কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়, যেখানে সবুজ কাজী সভাপতি এবং মিয়া মোহাম্মদ রুবেল সাধারণ সম্পাদক হিসেবে মনোনীত হন।

শেখ মুজিবের সুচিন্তা থেকে

(৬ পাতার পর)

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও কিছুটা প্রাসঙ্গিক, কিন্তু দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রশ্নটি আরও অনেক বড়। সেখানকার ভাষাগুলি সংস্কৃত থেকে আসেনি, এসেছে প্রধানত প্রাচীন তামিল থেকে। একটু অতিসরলীকরণের ঝুঁকি নিয়ে বলা যায়, শেখ মুজিব বরাবর স্বক্ষমতাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন, এবং মর্যাদা, স্বীকৃতি, সরকারি কাজে বা মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের মতো বিষয়গুলিকে এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটেই দেখা দরকার।

শেষ করার আগে সমতার প্রসার বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর চিন্তাভাবনা নিয়ে দু'একটা কথা বলা যেতে পারে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ অবিভক্ত পাকিস্তান থেকে আলাদা হওয়ার ও স্বাধীনতার যে দাবি তোলে, তার পিছনে বড় ভূমিকা নিয়েছিল সমতা প্রসারের প্রশ্ন। ১৯৭০-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় নির্বাচনের প্রচারপর্বে বিভিন্ন ভাষণে দেশের নানা বর্গের মানুষের সামনে বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমতার প্রশ্নটিকে পেশ করতে দ্বিধাবোধ করেননি। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সমতার প্রয়োজনকে স্বীকৃতি দিয়ে তার ভিত্তিতে তিনি এই নীতির উপর জোর দেন যে, 'সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের অন্য সমস্ত নাগরিকের সমান অধিকার এবং সুযোগ ভোগ করার স্বত্ব থাকা চাই।'

পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল, কিন্তু সমতার আদর্শ থেকে সংখ্যালঘুদের ন্যায্য অধিকারের এই দাবি ঘোষণা আওয়ামী লীগের সাফল্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি, তার একটা বড় কারণ ছিল বঙ্গবন্ধুর নীতিনিষ্ঠ সওয়াল (জাতীয় আইনসভায় পূর্ব পাকিস্তানের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টিতে জয়ী হয়েছিল আওয়ামী লীগ)। ন্যায্য লক্ষ্য পূরণের জন্য সুষ্ঠু যুক্তিপ্রয়োগ যে কার্যকর হতে পারে, বঙ্গবন্ধুর জীবনের ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের নানা কাহিনিতে তার প্রমাণ আছে। সেটাও কম শিক্ষণীয় নয়। ইতিহাসের একটি ব্যাপার উল্লেখ করে কথা শেষ করব। বঙ্গবন্ধু তাঁর নৈতিক আদর্শগুলির সঙ্গে বাংলার পুরনো মূল্যবোধের সম্পর্কের কথা অনেক বারই বলেছেন। সমতার প্রতি তাঁর আগ্রহের তেমন কোনও ঐতিহাসিক যোগসূত্র আছে কি? উত্তরে বলা যায়: হ্যাঁ, আছে। যেমন, অনেক কাল আগে থেকেই বাংলার সমাজসচেতন কবি ও চারণদের কবিতায় সমতার ধারণাটি গুরুত্ব পেয়েছে। কাজী নজরুল ইসলামের মতো বিদ্রোহী কবির লেখায় তো বটেই, একেবারে প্রথম যুগের বাংলা কবিতাতেও এমন সূত্রের সন্ধান আছে।

একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। দশম শতাব্দীর বাংলা ভাষায় লেখা চর্যাপদ-এ আমরা পড়ি, বৌদ্ধ কবি সিদ্ধাচার্য ভুসুকু তাঁর নদীপথে পূর্ববঙ্গে যাওয়ার কথা লিখছেন। পূর্বগামী সেই যাত্রাপথে তাঁর নানা অভিজ্ঞতা হয়, যেমন, জলদস্যুরা তাঁর সব কিছু লুণ্ঠন করে নিয়ে যায় (ভুসুকু বলেন, তিনি সে জন্য বিলাপ করবেন না), আবার সমাজের সবচেয়ে নিম্নবর্গের এক জন নারীর-এক চন্ডালিকার সঙ্গে- তাঁর বিবাহ হয় (তিনি এই বিবাহে পুলকিত হন) এবং সিদ্ধাচার্য আজ থেকে হাজার বছর আগে সমতার বন্দনা করে লেখেন:

'বাজ ণাব পাড়ী পঁউয়া খালেঁ বাহিউ।
অদঅ বঙ্গালে দেশ লুড়ি।।
আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী।
নিঅ ঘরিণী চন্ডালী লেলী।।

(পেড়ে এনে বজ্রনাও পদ্মখালে বাওয়া/ লুট করে নিল দেশ অদ্বয় বঙ্গাল/ আজকে ভুসুকু হল (জাতিতে) বঙ্গালী/ চন্ডালীকে (ভুসুকুর) পত্নীরূপে পাওয়া।)

দেখা যাচ্ছে, হাজার বছর আগেও এক জন 'যথার্থ বাঙালী'র মূল্যবোধগুলি কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হত। মনে রাখা দরকার, এই মূল্যবোধগুলোর অন্যতম ছিল সমতার সমাদর। এখানে ইতিহাসের ধারাবাহিকতার কিছু প্রমাণ আছে। সিদ্ধাচার্য যাঁদের 'যথার্থ বাঙালী' বলেছেন, তাঁরা যে আদর্শগুলির সমাদর করতেন, সেই ঐতিহ্যবাহিত মূল্যবোধের সঙ্গে আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শের সংযোগ সাধন করা যায়, যে ধর্মনিরপেক্ষতা আজ আমাদের পক্ষে বিশেষ দরকারি। এই বিষয়ে বঙ্গবন্ধুর উজ্জ্বল চিন্তাভাবনা আমাদের প্রেরণা দিতে পারে।'

লেখক: ভারতীয় বাঙালী অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক, নোবেল পুরস্কার বিজয়ী।

EFFICIENT MEDICAL CARE DHAKA DENTAL P.C.

ডা. বর্ণালী হাসান এমডি ও ডেন্টিস্ট মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস
দুটি অফিসের মাধ্যমে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা সেবা দিয়ে আসছেন


DR. MAHFUJUL HASAN D.D.S


DR. BORNALI HASAN MD

উভয় অফিসে এপয়েন্টমেন্টের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

চিকিৎসা সেবায় আগ্রহী ব্যক্তিরা যেকোন একটি অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন। প্রায় সব ধরনের মেডিকেইড, প্রাইভেট এবং ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স গ্রহণ করা হয়।

মেডিকেইড, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ ফার্স্ট ও এ্যাফিনিটি ইনসিওরেন্সের গ্রাহকেরা তাৎক্ষণিক ভাবে দাঁতের চিকিৎসা নিতে পারেন।

আমাদের শাখা দু'টি

JAMAICA
170-09 Hillside Ave. Jamaica, NY 11432
Tel: (718) 291-2710 (MEDICINE),
(718) 480-8877 (DENTAL)

SUNNY SIDE
40-14 Green Point Ave. Sunnyside, NY 11104
Tel: (718) 392-2858 (MEDICINE),
(718) 779-1300 (DENTAL)

General Dentist :
Dr. Hatim Gandhi, D.D.S
Dr. Frederik Fisher, D.D.S

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী



● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন

সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।

মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ



অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার থ ঠরংধ'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিগ্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282. Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

SHARIF TAX SERVICE



IRS Authorize e-file provider
37-47 77th Street,
Jackson Heights, NY 11372
PH: 917-547-7298
917-858-4249
e-mail: shariftaxservice@gmail.com

SHARIF Q. ALAM (HIRA)
B.Sc. (Hons), MS, DU
20 Years experience
Tax Prepare
NYS-Lic! Real Estate Sale agent

SERVICES:
● Tax Service
● Immigration
● Real Estate

১৯৭৯ সালের খরা ও বৃষ্টির জন্য ছাহেব ক্বিবলার দোয়া



রেহানুজ্জামান

মুরশিদে কামিল, রঈসুল কুররা, উস্তাযুল মুহাদ্দিসীন হযরত আল্লামা ফুলতলি ছাহেব ক্বিবলাহ আমাদের দেশে এক সুপরিচিত ওলি আল্লার নাম। ২০০৮ সালের ১৫ জানুয়ারী দিবাগত রাতে তিনি ইন্তেকাল করেন। এবছর তার তেরোতম মৃত্যুবার্ষিকী।

সুদীর্ঘ প্রায় সত্তর বছরকাল বহুমুখী দিনের খেদমতের কারণে বাংলাদেশ তথা ভারত উপমহাদেশে ব্যপক পরিচিতি লাভ করেন। তাকে কোন একটি নির্দিষ্ট পরিচয়ে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব নয়। তার জীবন ও কর্ম এবং অবদানই এর বাস্তব প্রমাণ। তিনি ছিলেন তাসাউফের উচ্চস্তরে আসীন একজন ওলি আল্লাহ। গত ১৫ জানুয়ারী এ মহান এই ওলিআল্লার ১৩ তম ইসালে ছওয়াব মাহফিল চলে গেল। প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ ভক্তকুলের উপস্থিতিতে বালাই হাওয়েরে ইসালে সওয়াব ময়াহফিল অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে কিন্তু দুঃখজনক ব্যাপার এই বৎসর করোনা মহামারীর কারণে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বড় পরিসরে মাহফিল করা সম্ভব হবেনা বিধায় এ বৎসর ছোট পরিসরে আয়োজন হচ্ছে। তিনি যে একজন ওলী আল্লাহ, আল্লাহর তায়া'লার প্রিয় আশিক বান্দা, ওলি আল্লাদের দোয়া আল্লাহ ফেরৎ দেন না সাথে সাথে কবুল করে নেন, এর বাস্তবতা আমি সশরীরে উপস্থিত থেকে দেখেছি।

একটি ঘটনার বর্ণনা না দিলে নয়। যদি আমার স্মৃতিভ্রম না ঘটে। ঘটনাটি আজ থেকে ৪১ বৎসর পূর্বের ইংরেজি ১৯৭৯ সালের ঘটনা। বাংলা মাসের নাম মনে নেই তবে বৈশাখ বা চৈত্র মাসের ঘটনা হবে। সাধারণত এই দুই মাসেই খরার পাদুর্ভাব ঘটে। তখন আমি হাইস্কুলের ছাত্র। আজো আমার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে আছে।

৭৯ সালের খরা সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষ কমবেশি এখনো ওয়াকিবহাল আছেন, মনে থাকার কথা এত দীর্ঘ খরা বাংলাদেশের মাটিতে কখনো হয়নি। যে খরা নিয়ে স্কুল কলেজের পরিক্ষার প্রশ্ন পত্রে ছাত্রছাত্রীদেরকে রচনা লিখতে হতো।

আজো মনে পড়ে সারা দেশব্যাপী বৃষ্টির জন্য মানুষ চাতক পাখির মত আকাশের দিকে কিভাবে তাকিয়ে থাকতো। কোথাও বৃষ্টির কোনো ছিটেফোঁটা নেই, বৃষ্টি হওয়ার লক্ষণ-ও নেই। ঝকঝকে পরিষ্কার আকাশ মেঘমালার আনাগোনাও নেই, মেঘের ভেলা কোথাও যেন হারিয়ে গেছে। গোসসা করে আকাশ মুখভার করে আছে। দেশের মানুষ প্রখর রৌদ্র তাপে অতিষ্ঠ হয়ে

একটি ঘটনার বর্ণনা না দিলে নয়। যদি আমার স্মৃতিভ্রম না ঘটে। ঘটনাটি আজ থেকে ৪১ বৎসর পূর্বের ইংরেজি ১৯৭৯ সালের ঘটনা। বাংলা মাসের নাম মনে নেই তবে বৈশাখ বা চৈত্র মাসের ঘটনা হবে। সাধারণত এই দুই মাসেই খরার পাদুর্ভাব ঘটে। তখন আমি হাইস্কুলের ছাত্র। আজো আমার স্মৃতিতে অমলিন হয়ে আছে।

দুর্বিষহ জীবন অতিবাহিত করতেছে। চারিদিকে বৃষ্টির জন্য হাহাকার কাঠফাটা রোদে ক্ষেতের জমি ফেটে চৌচির, কৃষকরা বৃষ্টির জন্য চাষাবাদ করতে পারছেনা। পানির অভাবে হাওয়ের অবস্থা মরুময়। পানির অভাবে ক্ষেতের ফসল হচ্ছেনা শাকসবজী হচ্ছেনা, গোখাদ্যের ও অভাব দেখা দিয়েছিল। বৃষ্টি চেয়ে দলে দলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে 'আল্লা মেঘ দে পানি দে, ছায়া দেও, আল্লাহ মেঘ দে' সারি গেয়ে গেয়ে কুলার উপর পানি দিয়ে বৃষ্টির মত করে পানি ছিটাচ্ছে।

কোথাও কোথাও সম্মিলিতভাবে মসজিদ মন্দিরে প্রার্থনার আয়োজন চলছিল, আবার বিভিন্ন জায়গায় আলিম ওলামা দিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়ার আয়োজন ও হচ্ছিল। তেমনি সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জতে ও বৃষ্টির জন্য ফেঞ্চুগঞ্জ মোহাম্মদিয়া মাদ্রাসায় দোয়ার মাহফিলের আয়োজন হবে বলে মাইকিং করা হচ্ছিল। সর্বজন শ্রদ্ধেয়, সুনামধন্য, সুপরিচিত বিখ্যাত আলেম আল্লামা আব্দুল লতিফ ছাব ক্বেবলা ফুলতলী সাহেব দোয়া করবেন বলে এলাকাবাসীকে দোয়ার মাহফিলে যোগ দেওয়ার জন্য আহবান করা হচ্ছিল। এমন তাৎপর্যপূর্ণ দোয়ার মাহফিলে অবশ্যই থাকতে হবে।

কারণ এই দুর্বিষহ, কঠিন সময় থেকে পরিত্রাণ পেতে অবশ্যই দোয়ার মাহফিলে যোগ দিতে হবে, আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে। নির্ধারিত দিনে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম দিক থেকে দলে দলে মানুষ মাহফিলে যোগ দিতে শুরু করেছে। সবার সাথে যথাসময়ে দোয়ার মাহফিলে গিয়ে হাজির হলাম। ফেঞ্চুগঞ্জ তথা পার্শ্ববর্তী উপজেলা সহ উপচে পড়া মানুষের ভিড়ের মধ্যে আমিও হারিয়ে গেলাম। সাহেব কিবলার জন্য মানুষ তীর্থের কাকের মত অধীর আগ্রহ নিয়ে বসে আছেন। ছাহেব কিবলার জন্য মানুষ উদ্বেলিত, উচ্ছসিত তিনি আসবেন, আসন অলংকৃত করবেন, আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করবেন, তার দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন। মানুষ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের দোয়া আল্লাহ কখনো ফেরৎ দেননা।

সময়ঃ আছরের নামাজের পরপরই আল্লাহর প্রিয় আশেক বান্দা আল্লার ওলি আল্লামা ফুলতলি ছাহেব ক্বিবলা দোয়ার মাহফিলে এসে হাজির হলেন। সবাইকে ছালাম জানালেন, কুশল বিনিময় করলেন। পবিত্র মাহফিলের কাজ শুরু করলেন।

সবাইকে দরুদ শরিফ পড়তে বললেন, জিকির-আসকার করলেন, কোরআন তেলাওয়াত করলেন। চোখবুঝে তিনি ধীরে ধীরে কিছু পড়লেন, কিচ্ছুক্ষণ পরে সবাইকে আল্লাহর দরবারে হাত উঠাতে বললেন এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে বললেন। অনেকক্ষণ আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করে বৃষ্টির জন্য পরম করুণাময়ের কাছে চাইলেন।

তিনি লতিফুল খাবির সুক্ষ দর্শি আল্লাহ, তিনি সবার মনের খবর ভালোই জানেন। তার প্রিয় বান্দা তার কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করছে তিনি কি কবুল না করে পারেন? সেদিনের দোয়া আল্লাহর আরশ পৌঁছাতে সময় লাগেনি।

আল্লাহ ঠিকই তার প্রিয় বান্দার দোয়া কবুল করে নিলেন। দোয়ার মাহফিল শেষে মানুষ একে একে বাড়িমুখো হচ্ছে। মনে মনে অপেক্ষা করতেছে আল্লাহর কাছ থেকে বৃষ্টি রহমত স্বরূপ নাজিল হয় কিনা। আল্লাহ মানুষের অভিপ্রায় বুঝতে দেরি করেননি। কিছুক্ষণের মধ্যে আকাশ কালো মেঘে ছেয়ে যায়। দক্ষিণ, পূর্ব দিক থেকে দমকা হাওয়া বইতে শুরু করে কি বিস্ময়কর ব্যাপার! বাড়ি পৌঁছাতে না পৌঁছাতে আকাশ থেকে বৃষ্টি অঝোর ঝরে আল্লাহর রহমতরূপে জমিনে নাজিল হতে থাকল। মানুষ অভিভূত হয়ে গেলো।

আল্লাহর ওলিদের কি কেরামতি! তাদের দোয়াতে কি যে শক্তি আল্লাহ দান করেছেন। সেদিন এর বাস্তবতা মানুষ অবলোকন করল।

আল্লাহর প্রিয় বান্দা, ওলি আউলিয়াদের সাথে আল্লাহর যে আত্তিক সম্পর্ক আছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ ওলি আউলিয়াদের দোয়ার বরকতে এ জমিনকে, জমিনের বাসিন্দাদেরকে শান্তিতে রেখেছেন, তা কি কেউ অস্বীকার করতে পারবে??

হযরত আল্লামা ফুলতলি ছাহেব ক্বিবলা নিঃসন্দেহে একজন বড় মাপের আলেম একজন বুজুর্গ, একজন আধ্যাত্মিক শক্তিমান মানুষ ছিলেন। তিনি তার পুরোটা জীবনকে উৎসর্গ করেছেন দ্বীন ইসলামের খেদমতে, ইসলামের ঝান্ডা নিয়ে দেশের আনাচে-কানাচে দিনরাত কাজ করে গেছেন। তিনি তার কাজে ও কর্মের মাধ্যমে আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই।

আল্লাহ এই মহান ব্যক্তির রেখে যাওয়া কাজকে অব্যাহত রাখুন, কাজে শক্তি দান করুন। আল্লাহ ফুলতলি ছাহেব ক্বিবলাকে তার মেহমান হিসেবে পরপারে শান্তিতে রাখুন। জান্নাতুল ফেরদৌস দান করুন আমিন।

নিউইয়র্ক।

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।

বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর

২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে

প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়

ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে



আমরা বাংলায় কথা বলি

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ (347) 851-2688

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি' শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো ইংরেজী নববর্ষের শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ।

আশাকরি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এই বিভাগ আপনাদের জন্যে। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনার এতটুকু হলে আমরা আনন্দিত হবো।

প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহেও আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

আনডকুমেন্টেড ইমিগ্র্যান্টদের সামনে আশার আলোঃ

গত সপ্তাহে ইমিগ্রেশন নীতিমালা নিয়ে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের অনেকগুলো নির্বাহী আদেশ স্বাক্ষর করার কথা লিখেলছিলাম। প্রেসিডেন্ট এসব পদক্ষেপের উদ্দেশ্য কোন নতুন আইন প্রনয়ন করা নয়। উল্লেখ্য যে, প্রেসিডেন্টের একার কোন ক্ষমতা নেই আইন প্রনয়ন করার। প্রেসিডেন্ট তার প্রেস কনফারেন্সে বলেছিলেন যে, 'আমি নতুন কোন আইন তৈরি করছিনা, আমি কেবল খারাপ নীতি পরিহার করছি।' যুক্তরাষ্ট্রে কর্ংগ্রেসেরই নতুন আইন প্রনয়নের ক্ষমতা রয়েছে। প্রধান নির্বাহী বলে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব কেবল আইন প্রয়োগ করা। আগেও উল্লেখ করেছি যে, প্রেসিডেন্ট বাইডেনের নির্বাহী আদেশের লক্ষ্য কয়েকটি মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের ট্রাভেল ব্যান্ড পাল্টানো, ট্রাম্পের কঠোর ইমিগ্রেশন আইন বাতিল এবং মেক্সিকোর সঙ্গে দক্ষিণ সীমান্তে প্রাচীর নির্মাণ বন্ধ করা।

নির্বাচনী প্রচারানাকালে প্রেসিডেন্ট বাইডেন নতুন ইমিগ্রেশন আইন প্রবর্তনের অঙ্গীকার করেছিলেন। এই জন্য এ সংক্রান্ত বিল কংগ্রেসে তুলতে হবে এবং সে বিল কংগ্রেসের উভয় পরিষদ হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ এবং সিনেটে পাশ হতে হবে আইন হিসেবে গ্রহণ করতে। নতুন এই আইন কংগ্রেসে অনুমোদন লাভের সম্ভাবনা কতটুকু তা অস্পষ্ট। তবে কংগ্রেসের উভয় পরিষদে এখন প্রেসিডেন্টের পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধায় পাশ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ বিষয়ে অগ্রগতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। কোন অগ্রগতি হলে আমরা এই কলামে তা জানিয়ে দেব।

এবার নিচে প্রস্তাবিত ইমিগ্রেশন বিলের গুরুত্বপূর্ণ কিছু ধারা নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছে।

যে সব পন্থায় সিটিজেনশীপ হতে পারেঃ

আনডকুমেন্টেড ব্যক্তিরা সিটিজেনশীপ লাভের যোগ্য হতে পারে যেভাবেঃ

এই বিলে আনডকুমেন্টেড ব্যক্তিরা ক্রিমিনাল এবং জাতীয় নিরাপত্তা ব্যাকগ্রাউন্ড চেকিংয়ে পাশ করতে এবং 'ট্যাক্স পরিশোধ করলে ৫ বছর পর গ্রিনকার্ডের জন্য আবেদন করার সুযোগ পাবেন। ড্রিমার, টিপিএসধারী এবং কৃষিশ্রমিকরা নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ সাপেক্ষে নতুন আইন প্রনয়নের সঙ্গে সঙ্গে গ্রিনকার্ড পওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এর ৩ বছর পর গ্রিনকার্ডধারী যারা অতিরিক্তি ব্যাক-গ্রাউন্ড চেকে ইংরেজি এবং আমেরিকান রাষ্ট্রনীতি জ্ঞানের পরীক্ষায় পাশ করবে, তারা সিটিজেন পরীক্ষায় পাশ করবে, তারা সিজিনেশীপের জন্য আবেদন করতে পারবেন। আবেদনকারীদের অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে ২০২১ সালের ১ জানুয়ারী অথবা তার আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারী অবশ্য পারিবারিক ইউনিটি এবং অন্যান্য মানবিক কারণে কমপক্ষে ৩ বছর আগে থেকে ২০১৭ সালের ২০ জানুয়ারী অথবা তার পরে ডিপোর্ট হয়েছিলো, তাদের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানের শর্ত প্রত্যাহার করতে পারেন। ইমিগ্রেশন আইন থেকে 'এ্যালিয়েন' এর পরিবর্তে 'ননসিটিজেন' শব্দ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে বিলটি স্বীকৃতি দিচ্ছে যে-আমেরিকা ইমিগ্র্যান্টদের দেশ।

বিলটিতে ফ্যামিলিবেসড ইমিগ্রেশন ব্যবস্থার সংস্কার করা হচ্ছে ব্যাকলগ দূর করে, অববহৃত ভিসা ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে, প্রতীক্ষার সময় দূর করে এবং প্রতি দেশের ভিসা সংখ্যা বৃদ্ধি করে। এছাড়া ৩ থকে ১০ বছরের বাধা দূর করে পারিবারিক মিলনের সুযোগ করে দেয়া হবে। নতুন বিলে শিশু, অনাথ, বিধবা এবং ফিলিপাইন ভেটারান যারা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকান সেনাবাহিনীর সঙ্গে একসাথে মিলে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে শত্রুপাক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তাদের নিরাপত্তার বিধান থাকবে। এছাড়া ফ্যামিলি স্পন্সরশীপ আবেদনকারী যারা প্রাপ্যতা সাপেক্ষে



গ্রিনকার্ড পেতে অপেক্ষায় আছেন, তাদের পারিবারিক মিলনের সুযোগ করে দেয়া হবে সাময়িক ব্যবস্থায়।

ডাইভার্সিটির সুফল। বিলটিতে থাকবে 'নো ব্যান এ্যাক্ট'। যার ফলে ধর্মীয় বৈষম্যের অবসান ঘটবে এবং ভবিষ্যতে আর কোন প্রেসিডেন্ট কোন ব্যান আরোপ করতে পারবেন না। এই বিলে ডাইভারসিটি ভিসা ৫৫ হাজার থেকে ৮০ হাজারে বৃদ্ধি করা হবে।

আরো বিস্তারিত জানতে হোয়াইট হাউজের ওয়েব সাইট দেখতে পারেন। ওয়েব সাইট হচ্ছেঃ https:/www.white-house.gov/briefing-room/statements-releases/2021/01/20/fact-sheet-president-biden-sends-immigration-bill-to-congress-as-part-of-his-commitment-to-modernize-our-immigration-system/

নিউইয়র্ক থেকে ইমাম আলীর প্রশ্নঃ

আমি গ্রিনকার্ডধারী এবং বিবাহিত। আমি একা এদশে অবস্থান করছি। আমার স্ত্রী-সন্তানেরা বাংলাদেশে থাকে। আমার স্ত্রী সন্তানেরা এদেশে আসতে মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু তারা এখন মানসিকভাবে প্রস্তুত এদেশে আসার ব্যাপারে। আর আমিও তাদের এদেশে আনতে চাই। এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ কামনা করছি।

ইমাম আলীর প্রশ্নের উত্তরঃ

একজন গ্রিনকার্ডধারী হিসেবে আপনি ইচ্ছে করলে তাদের জন্যে আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশন ফাইল করতে পারেন। গ্রীনকার্ডধারী হিসেবে আই-১৩০ পিটিশন ফাইল করলে আপনি যখন সিটিজেন হবেন তখন স্বাভাবিকভাবে ক্যাটাগরী পরিবর্তন হয়ে গ্রিনকার্ডধারী থেকে সিটিজেনে চলে যাবে। আমরা একটি পরামর্শ দিয়ে থাকি যে আপনি যখন পিটিশন ফাইল করবেন তখন পৃথক পৃথকভাবে আপনার স্ত্রী ও সন্তানের জন্য আই-১৩০ পিটিশন ফাইল করতে পারেন। আর আই-১৩০ পিটিশন ফাইল করার জন্যে ম্যারেজ সার্টিফিকেটসহ স্ত্রীর দুই কপি ছবিও লাগবে। তারপর আই-১৩০ গৃহীত হলে কারেন্ট জব লেটার, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, তিন বছরের ট্যাক্স রিটার্ন লাগবে। আপনি ইচ্ছা করলে আই-১৩০ পিটিশন নিজেই ফাইল করতে পারেন। এ জন্যে এটর্নীর সাহায্য নেয়া জরুরী নয় তবে প্রয়োজনে এটর্নীও সাহায্য নিয়ে সুবিধা ও উপকার হতে পারে।

কুইন্স থেকে আশরাফুল হাসানের প্রশ্নঃ

আমি আজ আমার ভাই এর একটা প্রয়োজনে আপনার পরামর্শ পাবার প্রত্যাশায় লিখছি। আশা করি এই বিভাগের মাধ্যমে আমার প্রশ্নের উত্তর পাব।

আমার ভাই পাঁচ বছরের মাল্টিপল ভিসা নিয়ে এদেশে এসেছিলো। কিন্তু তার মাল্টিপল ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে। আমার ভাই এখন স্ট্যাটাসহীনভাবে এদেশে বসবাস করছে। আমি একজন সিটিজেন হিসেবে আমার ভাইয়ের জন্যে আবেদন করেছিলাম। আমার ভাইকে ইন্টারভিউ দেবার জন্যে দেশে ফিরে যেতে হবে কিনা? আর তাতে তার কোন সমস্যা হতে পারে কিনা?

আশরাফুল হাসানের প্রশ্নের উত্তরঃ

পরিবার ভিত্তিক স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্টের জন্যে এদেশের বৈধ প্রশ্ন এবং বৈধ স্ট্যাটাস দরকার। এথেকে একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছে ইউএস সিটিজেনের সাক্ষাত আত্মীয় হওয়া। ইউএস সিটিজেনের সাক্ষাত আত্মীয় বলতে বোঝায়ঃ

স্পাউস (স্বামী/স্ত্রী)

২১ নিম্ন অবিবাহিত সন্তান এবং মা-বাবা।

সুতরাং ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী আপনার ভাই আপনার সাক্ষাত আত্মীয়ের তালিকায় পড়েন না। সে কারণে এক্ষেত্রে শুধু আপনার ভাইয়ের এদেশে বৈধ প্রবেশ হলেই চলবে না। তার বৈধ স্ট্যাটাস থাকতে হবে। আপনার ভাইয়ের স্ট্যাটাসের মেয়াদ যদি শেষ হয়ে যায় তবে তিনি আর ইউএস এ থেকে তার স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট করতে পারবেন না। যদি না ২০০১ সালের আগে তার জন্যে আই-১৩০ রিলেটিভ পিটিশন ফাইল করা না হয়ে থাকে। আপনার জানার বিষয় হচ্ছে- আপনার ভাই যদি এদেশ ছেড়ে চলে যান তবে তিনি নিজ দেশে থেকে ভিসা নিয়ে এদেশে ফিরে আসতে পারবেন কিনা?

ইমিগ্রেশন আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি স্ট্যাটাসহীনভাবে এদেশে ১৮০ দিন অবস্থান করে তারপর এদেশের বাইরে চলে গেলে তিনি তিন বছরের মধ্যে এদেশে প্রবেশ করতে পারবেন না। আর ১৮০ দিনের বেশি যদি এই অবস্থানের মেয়াদ হয় তবে তিনি এদেশের বাইরে গেলে দশ বছরের মধ্যে আর এদেশে প্রবেশ করতে পারবেন না।

সুতরাং আপনার ভাই এদেশের বাইরে গেলে তার জন্যে এদেশে ফিরে আসতে সমস্যা হতে পারে। এ ব্যাপারে যে কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রয়োজনবোধে একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে পরামর্শ করতে পারেন। কারণ ইমিগ্রেশন বিষয়ক আইন-কানুন পরিবর্তনশীল বলে একজন অভিজ্ঞ এটর্নী সাম্প্রতিক সময়ের নিয়ম পর্যালোচনা করে অধিকতর গ্রহণযোগ্য বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারবেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের করোনামুক্ত সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

অনুবাদঃ হুসনে এ. বেগম।

Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990
517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**
*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।

যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।
অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

আমেরিকার অনন্যতার মরীচিকা

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

অ্যানড্রিয়া অ্যামন

আমেরিকান ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্স ইলেক্টোরাল ভোট গণনা সম্পন্ন করার মাধ্যমে জো বাইডেনকে যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দানের জন্য ৬ জানুয়ারী কংগ্রেসের দুই চেম্বারের অধিবেশন আহ্বান করেছিলেন। সাধারণত এটা হচ্ছে একটি আনুষ্ঠানিক নিয়মবিধি, যেটা প্রায় এক ঘণ্টার মধ্যে শেষ হয়।

প্রথমে কয়েকজন রিপালিকান আইনপ্রণেতা ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্ট পদে বহাল রাখার জন্য নির্লজ্জভাবে ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছিলেন। তারা ইলেক্টোরাল কলেজের ফলাফল নিয়ে আপত্তি উত্থাপনের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়া প্রলম্বিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এরপর নির্বাচন বাতিল করার জন্য এক নজিরবিহীন তান্ডব চালানো হয়। হাজার হাজার ট্রাম্প সমর্থক আমেরিকান গণতন্ত্রের প্রতীক ক্যাপিটল ভবনে হামলা চালিয়ে তা 'দখল করে' নেয়। 'মেক আমেরিকা গ্রেট এগেইন' (এমএজিএ) লিখিত হ্যাট পরিহিত ও ট্রাম্প পতাকা বহনকারীরা ভবনটির অফিস ও ফ্লোরে হামলা ও ভাঙচুর চালায় এবং আইনপ্রণেতাদের হাউজ গ্যালারিতে আশ্রয় গ্রহণ করতে বলে। ওয়াশিংটন ডিসির মেয়র মুরিয়েল রোউসার আমেরিকান রাজধানীতে দ্রুত কারফিউ জারি এবং দুই সপ্তাহের জন্য জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন।

আমেরিকার গণতন্ত্রের হৃৎপিন্ডে হামলা ও সহিংসতার ছবি টেলিভিশনের পর্দায় এবং সোস্যাল মিডিয়ার টাইমলাইনে ব্যাপকভাবে দেখা যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রে লাখ লাখ মানুষ এবং সারা বিশ্বের অনেক মানুষ শোকাভিভূত হয়। তবে যে ঘটনা ঘটেছে তা বিস্ময়কর ছিল না।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প অবশ্য দীর্ঘ সময় ধরে নির্বাচনে ব্যাপক জালিয়াতির ভিত্তিহীন অভিযোগ করে তার কাছ থেকে প্রেসিডেন্সি 'চুরি' করে নেয়া হচ্ছে বলে দাবি করেন এবং তার সমর্থকদের শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরকে ভয়ঙ্করভাবে প্রতিরোধ করার জন্য উসকে দেন। তিনি তাকে প্রেসিডেন্ট পদে অধিষ্ঠিত রাখতে ভাইস প্রেসিডেন্ট মাইক পেন্সসহ রিপাবলিক কর্মকর্তাদের কোনো রাখঢাক না করে সরাসরি চাপ প্রয়োগ করেন। এমনকি তিনি জর্জিয়ার সেক্রেটারি অব স্টেট ব্রাড রাফেনসপারজারকে ওই রাজ্যটিতে তাকে জয়ী ঘোষণা করতে প্রয়োজনীয় ভোট সংগ্রহ করার নির্দেশ দেন। ওয়াশিংটন ডিসিতে দাঙ্গার মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে হোয়াইট হাউজের কাছে ৭০ মিনিটের এক বক্তৃতায় ট্রাম্প তার সমর্থকদের খোলামেলাভাবে 'ক্যাপিটল ভবনে' যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, 'দুর্বলতা দেখিয়ে আমাদের দেশকে পেছনে ঠেলে দেয়া যাবে না।' তবে সে দিনের দাঙ্গা ও সহিংসতার জন্য ট্রাম্প একাই দায়ী নন। বহু রিপাবলিকান আইনপ্রণেতা ও কর্মকর্তা



এবং রক্ষণশীল মিডিয়া ব্যক্তিত্বরাও নির্বাচনকে তাদের কাছ থেকে চুরি করা হয়েছে বলে হাজার হাজার ট্রাম্প সমর্থককে প্ররোচিত করেন। আদর্শিক আনুগত্যের বাইরে গিয়ে স্বল্প দৃষ্টির রাজনৈতিক বাস্তবতা অথবা পুরোপুরি দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা প্রেসিডেন্টকে তার সমর্থকদের সংবিধানকে অবজ্ঞা করে সহিংসতায় লিপ্ত হতে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে তামাশায় পরিণত করতে উসকে দেন।

এমনকি অনেক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত থাকা রিপাবলিকান ব্যক্তিত্ব শেষ সময় পর্যন্ত নির্বাচন বাতিল করার ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের বেআইনি উদ্যোগ আয়োজনের নিন্দা জানাতে অস্বীকৃতি জানান। ট্রাম্পের লাখ লাখ সমর্থক ও অনুগামীদের সমর্থন হারানোর আশঙ্কায় তারা ট্রাম্পের তৎপরতার প্রতি সমর্থন অব্যাহত রাখেন। অন্য দিকে অন্যদের অনেকে প্রেসিডেন্টের অদ্ভুত দাবি-দাওয়া এড়িয়ে যান এই যুক্তিতে যে, তার প্রভাব দ্রুত কর্পূরের মতো উড়ে যাবে। কিন্তু ডানপন্থী উগ্রবাদ ক্রমান্বয়ে সেখানে প্রধান ধারা হিসেবে আবির্ভূত হয়।

এক দিনের সহিংসতার পর যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট ভবন ক্যাপিটল সুরক্ষিত এবং বাইডেনের বিজয়কে স্বীকৃতি বা সত্যায়ন করার পরিপ্রেক্ষিতে অবশেষে উভয় রাজনৈতিক পক্ষ থেকে রাজনীতিবিদরা দৃঢ়তার সাথে ট্রাম্পের নিন্দা জানান এবং নতুন প্রশাসন ও দেশ যে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন তার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। কিন্তু কেন এত দীর্ঘ সময় ধরে ট্রাম্পের জেনোফোবিয়া এবং রাষ্ট্রে বিভাজন সৃষ্টিকারী বক্তব্যকে মেনে নেয়া হয়েছে? তাকে কেন এত দিন ধরে আইনের শাসন এবং ক্ষমতার পৃথকীকরণকে হেয় করার অনুমতি দেয়া হলো? এটা কেবল নির্বাচনের পর কয়েক সপ্তাহ নয়, তার শাসনামলের পুরো সময় তিনি এই চর্চাই করে এসেছেন। শ্বেতাঙ্গ, শ্রেষ্ঠত্ববাদ, বর্ণবাদী মনোবৃত্তি এবং ভয়ানক ফ্যাসিবাদী কর্মকান্ডে তার সমর্থনকে কেন এত দিন মেনে নেয়া হলো? এমনকি মিডিয়া ও এই সহিংসতার জন্য অপ্রস্তুত ছিল। কয়েক মাস ধরে প্রেসিডেন্ট খোলামেলাভাবে বিভিন্ন পন্থায় অভ্যুত্থান ঘটানোর জন্য পথ খুলে দিয়েছিলেন। হাজার হাজার উচ্ছৃঙ্খল ট্রাম্প সমর্থক নিয়মিত তাদের বন্দুক উঁচিয়ে রাস্তায় রাস্তায় 'চুরি বন্ধ করো' বলে স্লোগান দিয়েছে।

বিংশ শতাব্দীজুড়ে ল্যাটিন আমেরিকা থেকে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে নির্বাচনের মাধ্যমে 'আইনসঙ্গতভাবে' এক-নায়ক এবং ফ্যাসিবাদীরা ক্ষমতায় এসেছেন। তারা তাদের ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় ক্রমান্বয়ে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করেছেন, আইনের শাসনকে হেয় প্রতিপন্ন এবং বিরোধী কণ্ঠ স্তব্ধ করে দিয়েছেন। এ ধরনের ঘটনা কয়েক বছর ধরে ঘটেছে।

তাদের এসব কর্তৃত্ববাদী একনায়কতান্ত্রিক শাসনামলে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সত্যিকার অর্থে নস্যাৎ হয়ে গেছে। দুঃখ-জনকভাবে, বাস্তবতাকে মেনে নেয়ার ব্যাপারে ব্যাপক অস্বীকৃতি সত্ত্বেও বর্তমানে যুক্তরাজ্য থেকে পোল্যান্ড তথা পশ্চিমা বিশ্বে সত্যিকার অর্থে এ ধরনের ঘটনাই ঘটে চলেছে। যুক্তরাষ্ট্রে গণতন্ত্র সঙ্কটে পড়েছে। জনপ্রিয় নেতৃত্বকে বছরের পর বছর ধরে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে হেয় করতে দেয়া হচ্ছে। অপর দিকে দক্ষিণপন্থী 'চরমপন্থা' 'প্রধান রাজনৈতিক ধারায়' পরিণত হয়েছে।

অসুস্থ অবস্থা থেকে দেশের উত্তরণ ঘটাতে চাইলে আমেরিকার নতুন নেতৃত্বকে এই বাস্তবতা মেনে নিয়ে আমেরিকার সম্প্রসারণবাদিতা তথা আধিপত্যবাদিতার ধারণা বা মনোবৃত্তিকে পরিত্যাগ করে গণতন্ত্রবিরোধী এমনকি তাদের রাজনীতিবিদদের ফ্যাসিবাদী মানসিকতা পরিত্যাগ করতে হবে। অতি সাম্প্রতিক সময়ে গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে তাদের দেশের মতোই অন্যান্য দেশে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা থেকে তাদেরকে শিক্ষা নিতে হবে। এমনকি নির্বাচনে এবং আদালতে পরাজিত হওয়ার পর ট্রাম্পইজমের মতো বিপজ্জনক রাজনৈতিক প্রবণতা রাতারাতি শেষ হয়ে যাবে না।

ইতালিতে 'বার্লুম কোনিজমের' উদাহরণের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। ইতালির মিডিয়া টাইকুনও সাবেক প্রধানমন্ত্রী সিলভিও বার্লোসকোনি ট্রাম্পের মতোই প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থাকে হেয় ও গুরুত্বহীন করতে কাজ করেন, বিচার বিভাগকে তছনছ করে দিয়ে দুর্নীতিকে বৈধতা দান এবং পেশাদার রাজনীতিবিদদের তার ৯ বছরের শাসনামলে সমালোচনায় জর্জরিত করেন।

যৌন কেলেঙ্কারির কারণে প্রায়ই নৈতিকভাবে অধঃপতিত ও মর্যাদাহীন এবং দুর্নীতির অভিযোগে ইউরোপের একটি গণতান্ত্রিক দেশের নেতৃত্ব দিতে অযোগ্য এবং বরখাস্ত হওয়া সত্ত্বেও বার্লুসকোনি ২০১১ সালে পদত্যাগ করার আগ পর্যন্ত দু'দশক ধরে ইতালির রাজনীতিতে প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করেন। কিন্তু ইতালির রাজনীতিতে নেতৃত্বের আসন থেকে খসে পড়লেও যেকোনোভাবে বার্লুসকোনিজমের অবসান ঘটেছে বলে মনে করা যাবে না। তিনি ক্ষমতার রাজনীতিতে আবার ফিরে আসার জন্য তার শুধু প্রচেষ্টা অব্যাহতই রাখেননি, বরং ইতালির মিডিয়া এবং রাজনীতিতে যে জনতুষ্টিবাদ ধরন ও কার্যপ্রণালী চালু করেছেন এবং সাথে সাথে তার প্রবর্তিত জাতীয়তাবাদ ও নব্য ফ্যাসিবাদকে আইনসম্মতভাবে যে বৈধতা দিয়েছেন তা এখনো পর্যন্ত ইতালির রাজনীতিকে পঙ্গু করে রেখেছে। মিডিয়াও রাজনীতিতে তার বর্তমান উপস্থিতি এবং ম্যাথিও স্যালভিনির মতো চরম ডানপন্থী রাজনীতিবিদদের বর্তমান জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে, ইতালিতে বার্লোসকোনি এখনো জীবিত।

যুক্তরাষ্ট্রে ট্রাম্পইজমের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটতে পারে। এমনকি ট্রাম্প চূড়ান্তভাবে হোয়াইট হাউজ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় একদা আমেরিকার রাজনীতিতে যেসব কর্মকান্ড এবং আচার-আচরণ নিষিদ্ধ ছিল সেগুলোকে যেভাবে তিনি বৈধতা দিয়েছেন তা আগামী দিনগুলোতে আমেরিকার গণতন্ত্র সঠিক পথে আনার প্রক্রিয়া অব্যাহতভাবে বাধাগ্রস্ত করাতে পারে।

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায়, আমেরিকা যেকোনো ধরনের শাসন থেকে যে ব্যতিক্রম থাকবে বা বাদ যাবে তা বলা যাবে না। মার্কিন গণতন্ত্র এত শক্তিশালী নয় যে, তা ব্যর্থ হবে না। আমেরিকায় ট্রাম্পইজম বা ট্রাম্পতন্ত্র রয়েছে। আমেরিকানরা দ্রুত এসব সত্যের মুখোমুখি হতে পারেন। তাই নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেছেন, 'আমেরিকাকে ভালোভাবে গড়ে তোলার জন্য অতীত ঐতিহ্যে ফিরে যেতে হবে।' হ

লেখক: রয়েল হলোওয়ে ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের একজন হিস্টোরিয়ান। আল জাজিরা থেকে ভাষান্তর : মুহাম্মদ খায়রুল বাশার

MITU DISABILITY CENTER

ROMJAN (Consultant)
646-730-8416

JABBAR SHARIFF
Attomey & Counselor at Law

IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET
$500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

Citizenship Without Exam N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

37-47 73 ST. #215, JAKSON HEIGHTS NY 11372

TEL: 718-701-2666

DR. SADI ALAM, DPM
Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Jamaica Office: 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Hollis:
196-22 Hillside Ave, Hollis, NY 11423

Jackson Heights Office:
7017 37th Ave, Jackson Heights, NY 11372

Brooklyn Office:
686 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Alam Podiatry, P.C.

Ozone Park Office:
530 Conduit Blvd, Brooklyn, NY 11208

Bronx Office:
3099 Bainbridge Ave, Bronx, NY 10467

Parkchester Office:
1381 Castle Hill Ave, Bronx, NY 10462

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

কখনো বা বার্গম্যান কখনো বা কালাহান



ড. মো. আনিসুজ্জামান

মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনে বিজয় ছিল পাকিস্তান এবং ধর্মান্ধ ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মানুষের প্রথম অবস্থান। যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমান ঘরে ফেরে। কিন্তু বাঙালী মুসলমানের জয় স্থায়ী হয়নি। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগের বড় বড় নেতার শুধু পরাজয় হয়নি, জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছিল। পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিন পরাজিত হয়েছিলেন। মুসলিম লীগের নেতাদের সঙ্গে দেশের মাটি ও মানুষের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যুক্তফ্রন্টের বিজয়কে ভালোভাবে নেয়নি। কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ায় আমেরিকা আতঙ্কিত হয়েছিল। মুসলিম লীগ সরকারের পরাজয়ের পর আমেরিকার উদ্বেগ ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কে আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি কখনো ভালো ছিল না। সরদার ফজলুল করিম কিভাবে পার্লামেন্ট মেম্বার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন আমেরিকারকে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার জবাবদিহি করেছে। জেল থেকে সরদার ফজলুল করিম কিভাবে মুক্তি পেয়েছেন আমেরিকার কনস্যুলেট অফিস সেটাও জানতে চেয়েছে। সরদার ফজলুল করিমের ভাষায়, 'ওয়াশিংটনে আমার নির্বাচনের খবরটা আসে এভাবে : ওয়ান কমিউনিস্ট ফ্রম জেল ইলেক্টেড টু কনস্টিটুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি। তাদের কাছে এটা একটা বড় ব্যাপার। ওয়াশিংটন এ ব্যাপারে ব্যাখ্যা দাবি করে করাচিতে আমেরিকান অ্যাম্বাসাডরের কাছে। আমেরিকান অ্যাম্বাসাডর ব্যাখ্যা দাবি করে করাচিতে পাকিস্তান হোম ডিপার্টমেন্টের কাছে। করাচির হোম ডিপার্টমেন্ট ব্যাখ্যা দাবি করে ঢাকার আবু হোসেন সরকারের কাছে যে, 'টেল আস, হাউ সরদার ফজলুল করিম হ্যাজ বিন রিলিজড!' তখন আবু হোসেন সরকার কোনো রকম করে একটা কৈফিয়ত তৈরি করে বলেন, 'সরদার ফজলুল করিমকে রিলিজ করা হয়নি। সরদার ফজলুল করিম নিজের মিথ্যা পরিচয় দিয়ে জেল থেকে বের হয়ে এসেছেন। আমরা শিগগিরই তাঁর বিরুদ্ধে আবার মামলা করব এবং তাঁকে আবার অ্যারেস্ট করা হবে।' পাকিস্তানের পার্লামেন্টে যোগদানের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে আমেরিকার চাপে সরদারকে প্লেন থেকে নামিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। যুক্তফ্রন্ট সরকার নিরাপদে থাকেনি। সরকারের ভেতরে-বাইরে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে। ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা ও সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মতো রাজনৈতিক শক্তি নেতাদের ছিল বলে মনে হয় না। যুক্তফ্রন্টের অসংগঠিত রাজনৈতিক শক্তির সুযোগ নেয় সুযোগসন্ধানী পাকিস্তানপন্থীরা।

আমেরিকান সাংবাদিক কালাহানের একটি রিপোর্টকে কেন্দ্র করে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বাতিলের দাবি ওঠে। 'নিউ ইয়র্ক টাইমস'-এর সাংবাদিক কালাহানকে এক সাক্ষাৎকারে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক নাকি বলেছিলেন, তিনি পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক সাহেব বিবৃতি দিয়ে নিউ ইয়র্ক টাইমসের খবরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলেন। বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের কাছে হক সাহেবের বিবৃতি কোনো কাজে আসেনি। শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা বাতিল করে পূর্ব পাকিস্তানে ৯২-ক ধারা জারি করা হয়। ঢাকা এবং প্রদেশের অন্যান্য অঞ্চলে এলোপাতাড়ি গ্রেপ্তার শুরু হয়। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে বঙ্গবন্ধুসহ ৩০ জন পরিষদ সদস্য এবং এক হাজার ৬০০ নেতাকর্মীকে কারাবন্দি করা হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী জুলিও কুরির আমন্ত্রণে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে যোগদানের জন্য লন্ডনে ছিলেন। গভর্নর ইস্কান্দার মির্জা ঘোষণা করেন, 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী দেশে প্রত্যাবর্তনের চেষ্টা করলে দক্ষ হাবিলদারকে পাঠিয়ে তাঁকে গুলি করা হবে।' কালাহানেরা যুগে যুগে ছিলেন বাংলাদেশে। কখনো কালাহান, কখনো বাসন্তীর আফতাব আহমদ আবার কখনো বার্গম্যান। কালাহান, আফতাব, বার্গম্যান শুধু ব্যক্তি নয়, এরা পাকিস্তানিজমে বিশ্বাসী এবং বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রতিনিধি।

এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। কিসিঞ্জারের তলাবিহীন ঝুড়ি থেকে উন্নয়নের রোল মডেল। বৈশ্বয়িক করোনা মোকাবেলায় উন্নত বিশ্বের চেয়ে বাংলাদেশ খুব একটা পিছিয়ে নেই। দক্ষিণপন্থী কোনো অর্থনীতিবিদ আশঙ্কা করেছিলেন, করোনা ও দুর্ভিক্ষে বাংলাদেশের অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হবে। এপ্রিল থেকে মে মাসের মাঝামাঝি ১৪ লাখ মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কাও তাঁরা করেছিলেন। প্রবৃদ্ধি এক পার্সেন্টের নিচে হবে। আরো কত নেতিবাচক বাহারি বুলির সাহায্যে বাঙালিকে ভয় দেখানো হয়েছে। দক্ষিণপন্থীদের আশা ছিল মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতির মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে পারবে না। কিন্তু সুযোগসন্ধানীদের সুযোগ আসেনি। বাংলাদেশের মানুষ গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে দেশকে উত্তরণ ঘটিয়েছে।

রোহিঙ্গা সংকট, বৈশ্বিক করোনা পরিস্থিতি দক্ষতার সঙ্গে মোকাবেলা করে বাংলাদেশ এগিয়ে চলেছে দক্ষ নাবিকের সঠিক নির্দেশনায়। গবেষকরা দাবি করেছেন, বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধারা বজায় থাকলে ২০৩৫ সালে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ডেনমার্ক, হংকং, মিসর, নরওয়ে, আর্জেন্টিনা, নাইজেরিয়াকে পেছনে ফেলে ২৫তম বৃহৎ অর্থনৈতিক শক্তিতে পরিণত হবে লাল সবুজের পতাকা।

উন্নত মম শিরে বাংলাদেশের মানুষের আত্মবিশ্বাস বিশ্বকে অবাক করে দিয়েছে। কিন্তু শত্রু থেমে নেই। বৈশ্বিক মহামারি করোনার মতো লাল-সবুজের পতাকা খামচে ধরেছে দক্ষিণপন্থী ষড়যন্ত্রকারীরা। তাদের লক্ষ্য এক, বাংলাদেশ কেন এগিয়ে যাবে? শত্রুপক্ষের রসদ জোগানের লোকের অভাব নেই। সম্প্রতি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের বিতর্কিত কর্মকান্ড সরকারের বিপুল অর্জনকে কিছুটা হলেও ম্লান করে। বিতর্কিত পদাধিকার ব্যক্তিদের সম্পর্কে সরকার সিদ্ধান্ত নিতে কালক্ষেপণ করলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কোনোভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে না।

বাংলাদেশকে অস্থিতিশীল করার চেষ্টা বহুবার হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারী সুবিধাবাদীদের সম্পর্কে শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে হবে না। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের অগ্রগতিকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে হবে। সরকার এবং রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব এ ব্যাপারে অনেক বেশি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে দূরে থাকলে পিছিয়ে যায় বাংলাদেশ।

লেখক: সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়







ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সার্পোট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজ্যুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

All Service Provided by Attornys Admittied in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখে বাইডেনের রাজনৈতিক লক্ষ্য



গাজীউল হাসান খান

'আমেরিকা ফিরে এসেছে', অর্থাৎ নীতিগতভাবে যুক্তরাষ্ট্র আবার আগের অবস্থানে ফিরে এসেছে। অগণতান্ত্রিক, স্বেচ্ছাচারিতা ও বর্ণবৈষম্যমূলক রাজনৈতিক কর্মকান্ডের দিন শেষ। রাজনৈতিক ক্ষমতা ধরে রাখার লক্ষ্যে 'ষড়যন্ত্রের তত্ত্বাবলি' উদঘাটিত হচ্ছে। কারণ গণতন্ত্রের বিজয় সূচিত হয়েছে। এ কথাগুলো বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। সদ্য সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সমর্থিত বিদ্রোহীদের দ্বারা আক্রান্ত ক্যাপিটলে (সংসদ) শপথ গ্রহণ করার পরপরই জো বাইডেন বলেছেন, 'আমাদের হাতে সময় নেই। অতি দ্রুত করোনাভাইরাস মোকাবেলা করে আর্থ-সামাজিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে আবার আগের অবস্থানে ফিরিয়ে আনতে হবে।' সে লক্ষ্যে প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েই তিনি ২৫টি প্রশাসনিক অধ্যাদেশসহ বিভিন্ন নির্দেশ জারি করেছেন। ২০ জানুয়ারী আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ নেওয়ার আগেই জো বাইডেন করোনা মোকাবেলায় ১.৯ ট্রিলিয়ন ডলারের একটি প্যাকেজ তুলে ধরেছেন। তাতে বর্ধিত হারে বেকার ভাতা নির্ধারণ থেকে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়েছে। করোনায় এরই মধ্যে চার লাখ ৬১ হাজার মার্কিন নাগরিক মৃত্যুবরণ করেছে। ধসে গেছে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং উৎপাদনশীল খাত। তাতে লাখ লাখ মানুষ কর্মসংস্থান হারিয়েছে। তাদের সামনে এই মুহূর্তে কোনো আশার আলো নেই। করোনা বিধ্বস্ত এবং কর্মসংস্থানহীন এ ধরনের অগণিত মানুষের সামনে নির্ভরযোগ্য অবলম্বন তুলে ধরার জন্যই প্রেসিডেন্ট বাইডেন তাঁর প্রশাসনের প্রথম ১০০ দিনের জন্য একটি কর্মসূচি হাতে নিয়েছেন। বাইডেনের বিভিন্ন জরুরি কর্মসূচি নিয়েই এখন ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক ও বিরোধী রিপাবলিকান দলের ভেতরে-বাইরে আলোচনা চলছে।

বাইডেন প্রশাসনের প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে ১০০ মিলিয়ন করোনা টিকা দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী। এর পাশাপাশি নেওয়া হয়েছে অনেক আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা। আগামী মার্চের মাঝামাঝি শেষ হয়ে যাবে সপ্তাহে ৩০০ ডলার বেকার ভাতার মেয়াদ। আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাইডেন প্রশাসন বর্ধিত ভাতা প্রদানের পাশাপাশি সাধারণ শ্রমিকদের ঘণ্টাপ্রতি ১৫ ডলার মজুরি নির্ধারণ করেছে। বর্তমান অর্থনৈতিক ও শিল্প খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে নয়া প্রশাসন বিস্তারিত কর্মসূচি হাতে নিতে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন অবিলম্বে আনুষ্ঠানিকভাবে আবার 'প্যারিস জলবায়ু' চুক্তিতে ফিরে



যাওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন। সে কারণে পরিবেশের দ্রুত উন্নতির জন্য জীবাশ্ম জ্বালানির পরিবর্তে সবুজ জ্বালানি অর্থাৎ সূর্যরশ্মিনির্ভর প্রাকৃতিক জ্বালানি উৎপাদনের ব্যাপক কর্মসূচি হাতে নিতে যাচ্ছেন। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ধারণা, পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হতে পারলে ২০৩৫ সাল নাগাদ কার্বনমুক্ত জ্বালানি উৎপাদন সম্ভব হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে বাইডেন এরই মধ্যে একটি প্রশাসনিক অধ্যাদেশে স্বাক্ষর করেছেন। করোনা মোকাবেলায় টিকার বাইরেও প্রশাসনিক ভবনে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তা ছাড়া বাইডেন আশা প্রকাশ করেছেন যে তাঁর প্রশাসনের ১০০ দিনের মধ্যেই তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য স্কুলের দরজা খুলে দেবেন। করোনা মুক্তির পাশাপাশি ক্রমে ক্রমে সব শিক্ষা ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান খুলে যাবে। মুক্ত হবে জল, স্থল ও আকাশপথ। করোনার মতো যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আরেক অভিশাপ হচ্ছে বর্ণবৈষম্য। বর্তমানে বর্ণবিদ্বেষ কিংবা সাম্প্রদায়িক বিভেদের জন্য বিশ্বের এই 'এক নম্বর পরাশক্তির দেশটি' দ্বিধাবিভক্ত হয়ে রয়েছে। প্রেসিডেন্ট বাইডেনের মতে, এই বিভেদ দূর করে সাম্প্রদায়িক সাম্য সৃষ্টি করতে হবে। দূর করতে হবে সব বর্ণবৈষম্য ও অনাচার এবং প্রতিষ্ঠা করতে হবে সমান নাগরিক অধিকার। প্রেসিডেন্ট বাইডেন তাঁর প্রথাগত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ থেকে একটি কথা বারবার বলে যাচ্ছেন। আর তা হলো–গণতন্ত্রের বিজয় সূচিত হয়েছে। গত নির্বাচনে পরাজিত হয়েছে অগণতান্ত্রিক, বর্ণবাদী ও স্বৈরাচারী শক্তি। সে কারণে জো বাইডেনের প্রশাসনে অশ্বেতাঙ্গদেরও যোগ্যতা অনুযায়ী স্থান দেওয়া হচ্ছে নির্বিবাদে। অশ্বেতাঙ্গদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হচ্ছে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে। কৃষ্ণাঙ্গ, হিসপানিক, লাতিনো কিংবা মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বিগত ট্রাম্প প্রশাসনের সময় যে সমস্ত অগণতান্ত্রিক কিংবা বর্ণ, ধর্ম ও জাতি বিদ্বেষমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তার দ্রুত প্রতিকার করা হচ্ছে এখন। 'শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্ববাদ'-এর ধ্যান-ধারণা পরিহার করে মার্কিন সমাজে সমতা ও সহনশীলতার বীজ বপন করা হচ্ছে আবার নতুন উদ্যমে।

যুক্তরাষ্ট্রব্যাপী একটি গণতান্ত্রিক, পরমতসহিষ্ণু এবং সব দিক থেকে সহনশীল ও মানবিক গুণাবলিসম্পন্ন সমাজ তৈরির প্রচেষ্টা চলছে এখন। কিন্তু তাতে যে চরম দক্ষিণপন্থী কিংবা শ্বেতাঙ্গদের শ্রেষ্ঠত্ববাদে বিশ্বাসী উগ্রপন্থার মানুষের চক্রান্ত থেমে গিয়েছে, তা নয়। ৬ জানুয়ারি বিদায়ি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রভাব কিংবা আশকারায় যে অপশক্তি রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসির সংসদ ভবন (ক্যাপিটল) আক্রমণ করেছিল, তারা আপাতদৃষ্টিতে নীরব হলেও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েনি। বর্তমানে ফ্লোরিডায় বসবাসরত সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাজনৈতিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করছে উগ্রপন্থীদের সব কর্মকান্ড। ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনিক স্বেচ্ছাচারিতা, অগণতান্ত্রিক কর্মকান্ড এবং সর্বোপরি বর্ণবাদী উসকানির কারণে বিশ্বব্যাপী যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ক্যাপিটলের অভ্যন্তরে সংঘটিত দাঙ্গায় আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী একজন পুলিশ কর্মকর্তাসহ পাঁচজন প্রাণ হারিয়েছেন। ট্রাম্পের উসকানিমূলক কর্মকান্ডের জন্য প্রতিনিধি পরিষদে তাঁর বিরুদ্ধে অভিশংসনের প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। সে প্রক্রিয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে দ্বিতীয়বারের মতো একটি অভিশংসন প্রস্তাব উচ্চতর সিনেটে পাঠানো হয়েছে। এখন তা নিয়ে ফেব্রুয়ারীর শুরুতেই শুনানি আরম্ভ হওয়ার কথা রয়েছে।

বর্তমানে ক্ষমতাসীন ডেমোক্রেটিক ও বিরোধী রিপাবলিকান দল নিয়েই বর্তমান কংগ্রেস। কংগ্রেসের প্রতিনিধি পরিষদে (হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ) ডেমোক্র্যাটদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও উচ্চতর সিনেটে বর্তমানে ডেমোক্র্যাট এবং রিপাবলিকানরা সমানে সমান অর্থাৎ উভয়ের রয়েছে ৫০ জন করে নির্বাচিত সদস্য। সিনেটের সভাপতি হচ্ছেন পদাধিকার বলে নির্বাচিত ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। প্রয়োজনে তিনি তাঁর ডেমোক্রেটিক দলীয় প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিতে পারেন। তাতে ডেমোক্র্যাটদের (বাকি অংশ ১৫ পাতায়)

মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের কারণ

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika

জাহিনা রাশিদ

আগামী জুলাই মাসে মিয়ানমার সেনাপ্রধান মিন অং লাইংয়ের বয়স ৬৫ বছর পূর্ণ হবে। আর আইন অনুসারে তখন তার অবসরে যেতে হবে। আর সেটি ঘটার আগেই তিনি অভ্যুত্থান ঘটালেন। কারণ দীর্ঘ দিন ধরে তিনি মিয়ানমারের প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন আর পরিকল্পনা করে আসছিলেন। মিয়ানমারে সেনা অভ্যুত্থানের পেছনে মিয়ানমার সেনাপ্রধানের এ উচ্চাভিলাষকে অন্যতম একটি কারণ হিসেবে মনে করছেন অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের প্রফেসর মেলিসা ক্রাউচ। গত নভেম্বরের নির্বাচনে সেনা সমর্থিত দল ইউনিয়ন সলিডারিটি অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি-ইউএসডিপির ব্যাপক ভরাডুবির ফলে ব্যর্থ হয়ে যায় স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় মিন অং লাইংয়ের প্রেসিডেন্ট হওয়ার স্বপ্ন।

সেনাবাহিনী রচিত ২০০৮ সালের সংবিধান অনুযায়ী, সংসদের ২৫ ভাগ আসন বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেনা সদস্যদের জন্য। সে হিসাবে মিয়ানমার সংসদে সেনাসদস্যদের মোট সংরক্ষিত আসন সংখ্যা ১৬৬টি। মিন অং লাইংয়ের প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য সংরক্ষিত আসনের বাইরে ইউএসডিপির আরো ১৬৭টি আসনে জয়লাভের দরকার ছিল। কিন্তু সেনাবাহিনীর দলটি সংরক্ষিত আসনের বাইরে জয় পেয়েছে মাত্র ৩৩টি আসনে। সংরক্ষিত আসন ছাড়া ৪৯৮টি আসনের মধ্যে সু চির দল ন্যাশনাল লিগ ফর ডেমোক্র্যাসি-এনএলডি জয় পায় ৩৯৬ আসনে।

গত ১ ফেব্রুয়ারী সোমবার প্রথমবারের মতো নতুন সংসদ বসার মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে ক্ষমতা দখল করলেন সেনাপ্রধান মিন অং। আর তার প্রেসিডেন্ট হওয়ার ক্ষেত্রে এটি ছাড়া আর কোনো বিকল্প পথ ছিল না বলে মনে করেন মেলিসা ক্রাউচ। মিন অং লাইং মিয়ানমারের সেনাপ্রধানের দায়িত্ব পান ২০১১ সালে। এর আগে সেনাবাহিনীর বাইরে তার নাম তেমন কেউ জানত না। ১৯৬২ সাল থেকে টানা ৪৯ বছর সেনা শাসন শেষে ২০১১ সাল থেকে মিয়ানমারে বেসামরিক শাসনের পালা শুরু হয়।

২০১৫ সালের নির্বাচনে বহু দল অংশগ্রহণ করে এবং সু চির দল এনএলডি জয় লাভ করে। তখন থেকেই সেনাপ্রধান মিন অং নিজেকে প্রেসিডেন্ট পদের উপযুক্ত প্রার্থী হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ২০১৬ সালে তার অবসরে যাওয়ার কথা থাকলেও তিনি অবসরে যাননি। বরং বিচ্ছিন্ন একজন সৈনিক থেকে নিজেকে পাবলিক ফিগারে রূপ দেয়ার চেষ্টা করেন। এর জন্য তিনি বেছে নেন সোস্যাল মিডিয়া। তার জন্য খোলা হয় একটি ডেডিকেটেড ফেসবুক পেজ। সেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে তুলে ধরা হয় তার সব কার্যক্রম। সেনাপ্রধানের বিভিন্ন বৌদ্ধ মঠ সফর, তার সাথে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের



সাক্ষাতের সব ছবি ও খবর প্রচার করা হয় ফেসবুক পেজে। এমনকি সেনাবাহিনীর অফিসিয়াল অনেক বক্তব্য বিবৃতিও নিয়মিত প্রচার করা হয় এখানে। এটা হয়ে ওঠে সেনাবাহিনীর এক প্রকার অফিসিয়াল ফেসবুক পেজের মতো। (আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গণমাধ্যমে সেনাপ্রধান ও সেনাবাহিনীর বক্তব্য কোট করার ক্ষেত্রে সূত্র হিসেবে উল্লেখ করতে দেখা গেছে তার ফেসবুক পেজ।) তার একটি ফেসবুক পেজের অনুসারীর সংখ্যা এক কোটি ৩০ লাখ। আর সেনাবাহিনীর বিভিন্ন তথ্য প্রচারের ক্ষেত্রে এটি হলো প্রধান আউটলেট। বিশেষ করে ২০১৭ সালে রোহিঙ্গাদের ওপর নিধনযজ্ঞ পরিচালনার সময় এ ফেসবুক পেজ থেকে সেনাবাহিনীর পক্ষে প্রচারণা চালানো হয়। রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা, গণধর্ষণ আর জ্বালাও পোড়ায়ের মাধ্যমে সাড়ে সাত লাখ (বাস্তবে ১০ লাখের বেশি) রোহিঙ্গা প্রতিবেশী বাংলাদেশে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পরের বছর ফেসবুক কর্তৃপক্ষ সেনাবাহিনীর দু'টি ফেসবুক পেজ বন্ধ করে দেয়।

ইয়াঙ্গুন ভিত্তিক ফ্রন্টিয়ার মিয়ানমার নামক ম্যাগাজিনের একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়েছে, রোহিঙ্গা নিধনের কারণে মিন অং লাইং হলো পৃথিবীর একজন মোস্ট ওয়ান্টেড ম্যান।

জাস্টিস ফর মিয়ানমার নামক একটি ক্যাম্পেন গ্রুপ সোমবারের অভ্যুত্থান বিষয়ে বলেছে, এর পেছনে শুধু মিন অং লাইংয়ের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নয় বরং তার সম্পদও একটি কারণ। তিনি তার ব্যক্তিগত স্বার্থে তার পদের ক্ষমতাকে ব্যবহার করেছেন। সেনাপ্রধান থাকার সুবাদে মিন অং লাইংয়ের সন্তানেরা রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়িক স্বার্থ আদায় করেছে। সেনাপ্রধান হিসেবে মিয়ানমার ইকোনমিক করপোরেশন এবং মিয়ানমার ইকোনমিক হোল্ডিংস লিমিটেডের ওপর রয়েছে তার একচ্ছত্র প্রভাব। এ দু'টি প্রতিষ্ঠান জেমস, কপার, টেলিকম, বস্ত্রসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করে।

জাতিসংঘের তদন্তকারীরা এর আগে এ দুটি সংস্থার ওপর অবরোধ আরোপের আহ্বান জানায় বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি। কারণ এ ধরনের সংস্থা থেকে আসা বিপুল অর্থ মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন অপারেশন পরিচালনায় সহায়তা করছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক বার্মা ক্যাম্পেনের পরিচালক মার্ক ফারমানের মনে করেন, এটা শুধু সামরিক অভ্যুত্থান নয় বরং এর পেছনে রয়েছে সেনাপ্রধানের অবস্থান আর সম্পদ। অনেকের মতে সেনাবাহিনীর প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থও সোমবারের অভ্যুত্থানের পেছনে ভূমিকা পালন করেছে।

ইউনিভার্সিটি অব নটিংহাম-এর এশিয়া রিসার্স ইনস্টিউটের গবেষক ব্রিজেট ওয়েলশ মনে করেন সু চির দলের ভূমিধস জয়ের ফলে সেনাবাহিনী বেশ কোণঠাসা হয়ে পড়ে। তাদের বারগেনিং পাওয়ার দুর্বল হয়ে পড়েছে। সংসদে সেনাবাহিনীর জন্য ২৫ শতাংশ বা ১৬৬টি অনির্বাচিত সংরক্ষিত আসনের মাধ্যমে তারা সংবিধানের যে কোনো সংশোধনীর বিরুদ্ধে ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু নভেম্বরের নির্বাচনে সু চির দলের ব্যাপকভিত্তিক জয়ের কারণে তাদের সে ক্ষমতা নড়বড়ে হয়ে গেছে। এটা মিয়ানমারে আর্মির অবস্থান এবং কর্তৃত্বের প্রতি একটি বড় ধরনের হুমকি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

তবে অং সান সু চির দল এনএলডির এ ধরনের জয়ের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাপ্রধান কত দিন ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেন তা নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাদের মতে, নতুন প্রজন্ম এর বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে প্রতিবাদে সোচ্চার হবে। মিয়ানমারে এর আগে সেনাশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষের জীবন দেয়ার ঘটনা ঘটেছে।

৮ নভেম্বরের ভোটের ঠিক কয়েক দিন আগে থেকেই জনমনে আশঙ্কা ছড়িয়ে পড়ে নির্বাচনের ফলাফল না-ও মানতে পারেন ক্ষমতাধর সেনাপ্রধান মিন অং লাইং। তার কিছু বক্তব্যে এর ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ফলে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষা করে বিপুল জনতা ভোটের লাইনে দাঁড়িয়েছিল প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য। মিয়ানমারের রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার আশায়। উৎসাহী আর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ভোটাররা মিয়ানমারে সত্যিকারের গণতন্ত্র দেখতে চেয়েছিল; কিন্তু তাদের সে আকাঙ্খা সত্যি সত্যিই ধূলিসাৎ হয়ে গেছে সোমবারের সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে।

ভাষান্তর : মেহেদী হাসান

সূত্র : আলজাজিরা

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

আলজাজিরার প্রতিবেদন তৈরিতে টাকার খেলা

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক

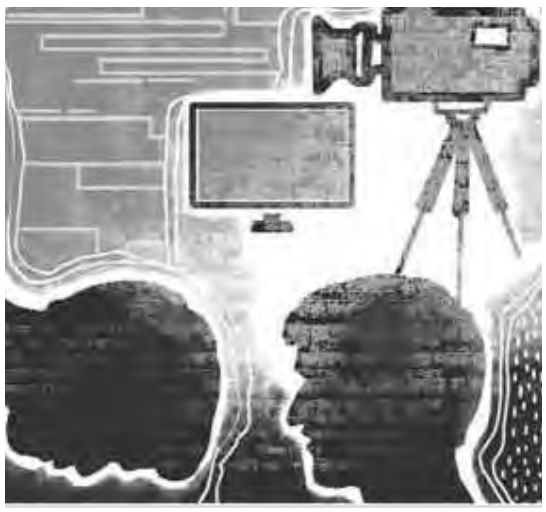
গত দুই দিনে কাতারভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল আলজাজিরায় বাংলাদেশের ওপর করা প্রতিবেদনগুলো দেখে মাথায় অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, এখানে কত টাকার খেলা চলছে? বিজ্ঞজনদের সুচিন্তিত ধারণা, এই প্রতিবেদনগুলো প্রচারের জন্য এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতির জন্য যে সময় তারা ব্যয় করেছে, তাতে টাকার অঙ্ক কয়েক মিলিয়ন ডলারের নিচে হতে পারে না। বাজারে যে কথাটি চাউর হয়ে গেছে, সেটি হলো, বিএনপি-জামায়াত এই টাকার ব্যবস্থা করেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য হলো, বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের গণতান্ত্রিক সরকারকে অসাংবিধানিকভাবে, বেআইনিভাবে ক্ষমতাচ্যুত করা। এ ব্যাপারে বিশ্বস্ত বন্ধু পেতে ষড়যন্ত্রকারীদের কোনোই অসুবিধা হয়নি। কেননা, ড. কামাল হোসেনের মেয়ে ব্যারিস্টার সারা হোসেনের স্বামী ডেভিড বার্গম্যান তো সদাই হাজির হুজুর।

নির্ভরযোগ্য খবর বলছে, এই ডেভিড বার্গম্যানই আলজাজিরার প্রতিবেদনগুলোর নীলনকশা তৈরি করেছেন এবং প্রতিবেদনগুলো যে কয়েকজনের চিন্তার ফসল, ডেভিড বার্গম্যান তাঁদেরই একজন। এসব কুচক্রী যে দীর্ঘ সময় ধরে এ প্রতিবেদনগুলো তৈরির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এই প্রতিবেদনগুলোর পেছনে যে ষড়যন্ত্র নিহিত রয়েছে তা উদঘাটনের জন্যই প্রয়োজন ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন, যাতে সবাই বুঝতে পারে এঁরা কারা? কী-ই বা তাঁদের অতীত, কী-ই বা তাঁদের উদ্দেশ্য।

ডেভিড বার্গম্যান ছিলেন যুক্তরাজ্যের অতি নগণ্য পর্যায়ের একজন সাংবাদিক। তিনি কয়েক বছর আগে হঠাৎ বিলেতে এক টেলিভিশন চ্যানেলে আমাদের দেশের ১৯৭১ সালের যুদ্ধাপরাধীদের ওপর প্রামাণ্যচিত্র করার সময় সেখানকার বাঙালি মহলের কাছে পরিচিত হন। এরপর ড. কামাল হোসেন তনয়া ব্যারিস্টার সারা হোসেনের স্বামী হিসেবে তিনি বাংলাদেশে আসার পরপরই জামায়াতি যুদ্ধাপরাধীদের টাকা গিলে ফেলে তাদের সুরেই গান গাইতে শুরু করেন। অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধীদের পক্ষে সাংবাদিকতা করতে শুরু করেন। শুধু তিনি একাই নন, তিনি তাঁর শ্বশুর ড. কামাল এবং তাঁর স্ত্রী সারা হোসেনকে এমনভাবে প্রভাবিত করেন যে ড. কামাল, যিনি ১৯৭৩ সালে যুদ্ধাপরাধীদের সাজা দেওয়ার জন্য আইন প্রণয়নের সময় বঙ্গবন্ধুর একজন মন্ত্রী ছিলেন, সেই ড. কামাল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায়ের সময় মুখে কুলুপ দিয়ে পরোক্ষভাবে তাদের পক্ষই অবলম্বন করেন।

ডেভিড বার্গম্যান জামায়াতিদের দ্বারা এতই প্রভাবিত হন যে আপিল বিভাগে যুদ্ধাপরাধী কাদের মোল্লার আপিল শুনানিকালে তিনি আদালতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে থাকাকালে আমি সেই মামলার একজন বিচারপতি হিসেবে তাঁকে আদালত থেকে বের করে দিতে বাধ্য হয়েছিলাম। ডেভিড বার্গম্যানের ষড়যন্ত্র চলতে থাকে জামায়াতিদের সঙ্গে। পরবর্তী সময়ে একপর্যায়ে তাঁর ভিসার মেয়াদ শেষ হলে তিনি লন্ডন ফিরে গিয়ে জামায়াতি নেতা ব্যারিস্টার রাজ্জাক, যিনি দেশে থাকাকালে যুদ্ধাপরাধীদের আইনজীবী হিসেবে কাজ করেছেন, তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে জোট সরকারকে অবৈধভাবে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য অশুভ তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকেন। লন্ডনে বসবাসরত এমন কিছু রাষ্ট্রদ্রোহী সাবেক সামরিক-বেসামরিক ব্যক্তির সঙ্গে, যাঁরা তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হলে বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন, এই ষড়যন্ত্রকারীদের সখ্য গড়ে ওঠে। বিলেতে তাঁরা আর্থিক দিক থেকে বেশ ভালো অবস্থায়ই আছেন, কাটাচ্ছেন বিলাসী জীবন।



আলজাজিরার প্রতিবেদনগুলো দেখে আমার মনে হয়েছে, 'জেমস বন্ড ০০৭' সিনেমা দেখছি, যার সব কিছুই কাল্পনিক। তাদের কোনো দাবির পক্ষেই কোনো তথ্য-উপাত্ত নেই। সবই মনগড়া। প্রতিবেদনগুলো বিশ্বাসযোগ্যতার মাপকাঠিতে শূন্যের কোঠায়। তারা আমাদের সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ সম্পর্কে যেসব হেঁয়ালিপূর্ণ কথা বলার চেষ্টা করেছে, সেগুলো একান্তই বালসুলভ। দেশের সেনাপ্রধানের ছেলের বিয়েতে মহামান্য রাষ্ট্রপতি যাবেন, এটা যদি কেউ অস্বাভাবিক মনে করেন, তাহলে তাঁর চিন্তা-চেতনা কতখানি সুস্থ, সেটি বিরাট প্রশ্ন বৈকি? আর মহামান্য রাষ্ট্রপতি বা কোনো ভিভিআইপি একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে গেলে সেখানে তাঁকে ঘিরে অনেকেই ছবি তুলে থাকে। কে বা কারা তাঁর সঙ্গে ছবি তুলেছে, সেটা যাচাই করা নিশ্চয়ই ভিভিআইপি ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়।

জেনারেল আজিজের ভাই-ই যে মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে ক্ষমা লাভ করেছেন, তা নতুন কিছু নয়। বহু বছর আগে জিয়াউর রহমান সাত খুনের জন্য সাজাপ্রাপ্ত শফিউল আলম প্রধানকে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর প্রথম ক্ষমা করেছিলেন। এরপর বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রপতি বহুজনকে ক্ষমা করেছেন। খালেদা জিয়া প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে খুনের জন্য দন্ডপ্রাপ্ত সুইডেনে পলাতক এক লোককে খালেদা জিয়া ও তৎকালীন আইনমন্ত্রী ব্যারিস্টার মওদুদ সাহেবের পরামর্শক্রমে বিএনপি-জামায়াত মনোনীত রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন সাহেব ক্ষমা করেছিলেন। সংবিধান রাষ্ট্রপতিকে এই বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে। এই জন্য যে তিনি সব কিছু বিবেচনার পর যদি মনে করেন বিচারে কোনো ত্রুটি থেকে থাকতে পারে, তাহলে ন্যায়ের স্বার্থেই মহামান্য রাষ্ট্রপতি ক্ষমা করতে পারেন। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই এই বিধান রয়েছে। জেনারেল আজিজের ভাই হারিস তাঁর ভাইয়ের নাম ভাঙিয়ে, তাঁর অবস্থানের সুযোগ নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন বলে যে কথা আলজাজিরায় বলা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত। এই দাবির পক্ষে তারা ন্যূনতম প্রমাণ দিতে পারেনি। তারা এক ব্যক্তিকে হাঙ্গেরির এক কর্মকর্তা বলে উপস্থাপন করেছে। অথচ ওই ব্যক্তি যে সত্যি সত্যিই হাঙ্গেরিয়ান কর্মকর্তা, তার পক্ষে সমর্থনসূচক কোনো প্রমাণ তারা দেখাতে পারেনি।

তুরস্কসহ বেশ কিছু দেশ আজ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার এবং উন্নয়নের চেষ্টা করলেও বাংলাদেশের অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ়। কোনো অবস্থায়ই ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক নয়। অথচ আলজাজিরা এই মর্মে ভুয়া কথা বললো যে বাংলাদেশ নাকি ইসরায়েল থেকে গোয়েন্দা যন্ত্রপাতি কিনছে। এ কথা যে সর্বৈব অসত্য তা আলজাজিরার প্রতিবেদনই প্রমাণ করে। কেননা তাদের তথ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছে, বাংলাদেশ গোয়েন্দা যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছে হাঙ্গেরি থেকে।

আলজাজিরার মিথ্যাচার নতুন কিছু নয়। মিথ্যা সংবাদ প্রচারের কারণে সৌদি আরব, মিসর, বাহরাইন, আরব আমিরাতসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কয়েকটি দেশ আলজাজিরার অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেছে। এই টেলিভিশন যে জঙ্গি মৌলবাদী সংস্থা ইসলামিক ব্রাদারহুডের সঙ্গে সম্পৃক্ত তা-ও কারো অজানা নয়। সুতরাং মৌলবাদ প্রচার করে বাংলাদেশসহ গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে অসাংবিধানিকভাবে সরকারের পতন ঘটানোর জন্য তারা সিদ্ধহস্ত এবং এই উদ্দেশ্যেই তাদের এ দুই দিনের অপপ্রয়াস। তাদের এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে জেনারেল সোহরাওয়ার্দীর সাম্প্রতিক কিছু বক্তব্য, বিদেশে থাকা পদচ্যুত রাষ্ট্রদ্রোহী কিছু সাবেক সেনা কর্মকর্তা যথা মেজর দেলোয়ার, কর্নেল শহিদুদ্দিন খান, যুক্তরাষ্ট্রে পালিয়ে যাওয়া সাংবাদিক কনক সরওয়ার, ইস্তাম্বুলে থাকা মাহমুদুর রহমান, সুইডেনে বসবাসরত তাসনিম খলিল গং কয়েক বছর ধরে যেসব মিথ্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে, আলজাজিরার অনুষ্ঠান তারই ধারাবাহিকতায় প্রচারিত হচ্ছে। যে ৪২ জন মুখচেনা ব্যক্তি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে উদ্ভট এবং আইন অসমর্থিত কথা বলছেন, সেটিও এই ষড়যন্ত্রেরই অংশ। তাঁদের মনে রাখা উচিত, বর্তমানে নির্বাচিত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকারের, দেশের উন্নয়নের জন্য সারা বিশ্বের রোল মডেল হওয়ার কারণে, অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা বিরাজমান, তাতে এই কুচক্রীদের ষড়যন্ত্র আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হতে বাধ্য।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে-বিদেশে যে ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁর প্রজ্ঞা, দেশপ্রেম ও গণতন্ত্রের প্রতি একনিষ্ঠতার কারণে, সেটা আলজাজিরার ষড়যন্ত্রকারীরা ক্ষুণ্ন করতে পারবে না।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত অপশক্তিই যে এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতা, এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। তারা এখনো চেষ্টা করছে আমাদের গৌরবের সেনাবাহিনীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির। কিন্তু তারা ভুলে যাচ্ছে, আমাদের দেশপ্রেমিক সেনা সদস্যরা এই ১৯৭১ সালের পরাজিত অপশক্তির কথায় বিভ্রান্ত হওয়ার নন।

দুই দিন ধরে সব মানুষের মনেই একটি প্রশ্ন, এত টাকা এই ষড়যন্ত্রকারীরা কোথা থেকে পাচ্ছে? সবার দাবি, তাদের অর্থের উৎস খুঁজে বের করা অপরিহার্য।

লেখক: আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

আল জাজিরার বাংলাদেশ বিরোধিতা

(৩১ পাতার পর)

মডেলের উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। একসময় যেসব দেশ বাংলাদেশকে তলাবিহীন ঝুড়ির অপবাদ দিত, তারাই এখন প্রশংসাবাণে ভাসিয়ে ফেলছে। বলছে, এই বাংলাদেশ আর সেই আগের বাংলাদেশ নয়। গত এক যুগে বঙ্গবন্ধুকন্যার নেতৃত্বে বদলে গেছে এর সব কিছুই। বিশ্বব্যাংক বলছে, অর্থনীতি ও আর্থ-সামাজিক বেশির ভাগ সূচকে বাংলাদেশ ছাড়িয়ে গেছে দক্ষিণ এশিয়াকে। নিম্ন আয়ের দেশগুলোকে ছাড়িয়েছে তো অনেক আগেই। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতিসংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) এলডিসি (স্বল্পোন্নত দেশ) থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে। স্বপ্ন দেখছে দ্রুত মধ্যম আয়ের দেশে জায়গা করে নেওয়ার। অতি সম্প্রতি ব্রিটেনের অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিকস অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ তাদের 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল ২০২১' নামের রিপোর্টে এই পূর্বাভাস দিয়েছে যে, বাংলাদেশ এখন যে ধরনের অর্থনৈতিক বিকাশের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তা অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ দেশটি হবে বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। যেসব দেশকে পেছনে ফেলে বাংলাদেশ ২৫তম অর্থনীতির দেশ হবে তার মধ্যে আছে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ডেনমার্ক, হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মিসর, নরওয়ে, আর্জেন্টিনা, ইসরায়েল, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, নাইজেরিয়া, বেলজিয়াম, সুইডেন, ইরান ও তাইওয়ান। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন বুকে ধারণ করে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বলছে, একটি জনবহুল ও নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ যেভাবে প্রবৃদ্ধির সঙ্গে দারিদ্র্য দূর এবং বৈষম্য কমানোকে সংযুক্ত করেছে, তা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রবৃদ্ধি অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন উদাহরণ দেওয়ার মতো একটি দেশ বলেও মন্তব্য করেছে আইএমএফ। সরকারও পিছিয়ে পড়া ও অতিদরিদ্রদের জন্য সামাজিক কর্মসূচি খাতে অব্যাহতভাবে বাজেট বাড়িয়ে চলেছে। যেমন বেড়েছে দেশের অর্থনীতির আকার, তেমনি বিস্তৃত হয়েছে বৈদেশিক বাণিজ্য। ভারতের পার্লামেন্টে গত ১ ফেব্রুয়ারি যে বার্ষিক বাজেট পেশ করা হয়েছে সেখানে প্রতিবছরের মতো বিগত আর্থিক বছরের সমীক্ষা রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। দুই খন্ডের রিপোর্টে বাংলাদেশের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে একটি অধ্যায় লেখা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ রপ্তানি থেকে যে রাজস্ব আয় করেছে সেটা ভারতের কাছে শিক্ষণীয়। রিপোর্টে বলা হয়েছে, বিগত দশক ধরেই বাংলাদেশ রপ্তানিনীতিতে ভারতকে পেছনে ফেলে দিয়েছে।

গণতন্ত্রের তিনটি দিক আছে–রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক। বাংলাদেশ সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্রে বিশ্বের অনেক দেশকে ছাড়িয়ে গেছে। সবার জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক কল্যাণ ও অংশীদারি নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশে রূপকথার অগ্রগতি হয়েছে। রাজনৈতিক গণতন্ত্রের ঘাটতির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যার সরকার উৎখাতে নানামুখী ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। আলজাজিরা সেই ষড়যন্ত্রকে বাস্তবায়ন করতে ষড়যন্ত্রীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। কয়েক দিন আগেও ভাসানচরে রোহিঙ্গা স্থানান্তর নিয়ে নেতিবাচক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, যা কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বে হস্তক্ষেপের শামিল। মুক্তচিন্তার গণতান্ত্রিক অধিকার হিসেবে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা আমাদের কাম্য; কিন্তু এমন স্বাধীনতা নয়, যা মিথ্যা ও বানোয়াট। সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা মানে মিথ্যাচারের লাইসেন্স নয়। সংবাদপত্র আধুনিক সভ্যতার আশীর্বাদ। এই আশীর্বাদকে মানুষ এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। সংবাদপত্রকে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে ব্যবহার করা হলে কালের আবর্তনে তা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে। আলজাজিরা এই সত্য অনুধাবন করে, সত্য ও সুন্দরের পক্ষে বস্তুনিষ্ঠতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সংবাদ পরিবেশন করবে–এটাই কাম্য।

লেখক: অধ্যাপক, আইন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

বহুমুখী চ্যালেঞ্জের মুখে বাইডেনের রাজনৈতিক লক্ষ্য

(১৪ পাতার পর)

সংখ্যা দাঁড়ায় ৫১-এ। কিন্তু ট্রাম্পের অভিশংসনের জন্য সিনেটে দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হবে। দ্বিদলীয় সমঝোতার ওপর নির্ভর করে চলে যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসের রাজনীতি। সেখানে যে কেউ যেকোনো প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিতে পারেন। তাতে দলীয়ভাবে কোনো বাধা নেই। কিন্তু ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিশংসনের বেলায় শেষ পর্যন্ত কী হবে তা এখনো বলা যাচ্ছে না। বিরোধী রিপাবলিকান দলের বেশ কিছু নির্বাচিত সদস্য রয়েছেন উভয় হাউসে, যাঁরা ট্রাম্পের শাস্তি চান। তাঁরা রিপাবলিকান দলকে স্বৈরাচারমুক্ত করতে চান। ট্রাম্পের অভিশংসনের মধ্য দিয়ে তাঁদের দলে একটি শুদ্ধি অভিযান পরিচালিত হতে পারে বলে রিপাবলিকানরা বিশ্বাস করেন। ট্রাম্পের অভিশংসনের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটদানের ক্ষেত্রে রিপাবলিকানদের মধ্যে যথেষ্ট দ্বিধাদ্বন্দ্বও দেখা যায়। কেউ কেউ মনে করেন, নিজ দলীয় প্রেসিডেন্টের অভিশংসন প্রস্তাবে সমর্থন দিলে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে রিপাবলিকানদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হতে পারে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, তাতে গণতন্ত্র ও শুদ্ধাচারী রাজনীতির ধারক ও বাহক হিসেবে রিপাবলিকান দলের প্রতি সাধারণ জনগণের আস্থা অনেক বাড়তেও পারে। এতে প্রথাগত রাজনীতির বাইরে থেকে আসা ট্রাম্পের মতো মানুষের দলে অন্তর্ভুক্তি ভবিষ্যতে কঠিন হবে। ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনে পরাজিত হয়ে বিদায় নিলেও তিনি মনে করেন, রিপাবলিকান দলের নেতৃত্ব এখনো তাঁর হাতে রয়েছে। এ ব্যাপারে সিনেটে রিপাবলিকান দলের সাবেক সংখ্যাগরিষ্ঠ নেতা মিচ ম্যাককনেল নীরব রয়েছেন। বর্তমানে সিনেটে সংখ্যালঘু নেতা হিসেবে এখনো ট্রাম্পের অভিশংসন নিয়ে তিনি কোনো কথা বলছেন না।

ক্ষমতাসীন ডেমোক্র্যাটরা ২০২২ সালের শেষের দিকে অনুষ্ঠেয় মধ্যবর্তী নির্বাচনে সিনেটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাতে পারেন। সে আশঙ্কায় ক্ষমতাসীন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন এই দুই বছরের মধ্যে তাঁর কাঙ্ক্ষিত সব আইন পাস করিয়ে নিতে চান। সে কারণে তিনি রিপাবলিকান দলীয় নেতাদের সঙ্গে এখন সদ্ভাব বজায় রাখার সব চেষ্টা অব্যাহত রাখছেন। তবে বাকিটা নির্ভর করছে ডেমোক্রেটিক দলের হাউস স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির ওপর। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে তাঁর বৃহত্তর রাজনৈতিক সমঝোতার ওপরও অনেকটা নির্ভর করছে। ন্যান্সি পেলোসি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে দীর্ঘদিনের এক কৌশলী রাজনীতিক। দ্বিতীয় দফায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, মজুরি নির্ধারণ, বাণিজ্যব্যবস্থা সময়োপযোগী করা এবং আন্তর্জাতিক অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে স্পিকার পেলোসির দলীয় রাজনীতির প্রেক্ষাপট ভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণভাবে কাজ করবে বলে ডেমোক্রেটিক পার্টির বাম বা প্রগতিশীল ধারার বিশ্বাস। এ অবস্থায় নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বারবার শুধু একটি কথাই সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন যে তাঁর হাতে সময় অত্যন্ত কম। এই অল্প সময়ের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি, অর্থনীতি, বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সময়োপযোগী পরিবর্তন বা সংস্কার সাধন করতে হবে। সে উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তাঁর জীবনের ৭৮ বছর বয়সে তিনি আবার রাজনীতিতে ফিরে এসেছেন। সে ক্ষেত্রে বহিরাগমন সমস্যার সমাধান থেকে শুরু করে প্যারিস জলবায়ু চুক্তির বাস্তবায়ন, ১৫ জাতি স্বাক্ষরিত ইরান পারমাণবিক চুক্তিতে ফিরে যাওয়া কিংবা পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর সংস্কার এবং বহুমুখী বাণিজ্যের পুনর্বিন্যাস সাধন করার বিষয়গুলো বাইডেনের সামনে এক বিরাট চালেঞ্জ হিসেবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। বয়সের দিক থেকে বিবেচনা করলে জো বাইডেন দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন করবেন কি না তা নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব রয়েছে। সে প্রেক্ষাপটে ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কর্মসূচিও পর্দার অন্তরালে একটি ভূমিকা অবশ্যই পালন করবে বলে অনেকের ধারণা।

বিশ্বের অন্যতম প্রধান পরাশক্তি হিসেবে বিশ্ববাণিজ্য, কূটনীতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, এমনকি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠায়ও যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। সে কারণেই যুক্তরাষ্ট্রকে নিয়ে বিশ্ববাসীর এতটা সংশয়, এতটা চিন্তা-ভাবনা। যুক্তরাষ্ট্র যেমন বিশ্বের প্রধান সামরিক শক্তি, তেমনি গণতন্ত্র, মুক্তবিশ্ব কিংবা মুক্ত অর্থনীতিরও প্রবক্তা। ট্রাম্প প্রশাসনের চার বছরে যুক্তরাষ্ট্রের সার্বিক ব্যবস্থার ওপর দিয়ে একটা বিধ্বংসী ঝড় বয়ে গেছে। সে ঝড়ে তছনছ হয়ে গেছে অনেক কিছুই, যা বর্তমান অগ্রসর বিশ্ব আশা করেনি। এখন সবার আগে যুক্তরাষ্ট্রকেই তার হারানো অবস্থান ও ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে হবে।

লেখক: শব্দসৈনিক, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাবেক প্রধান সম্পাদক এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ দূতাবাসে নিযুক্ত সাবেক মিনিস্টার

AFFORDABLE SENIOR CARE OF NEW YORK LLC

Licensed Home Health Care Agency

আমরা বাংলায় কথা বলি

আমাদের অফিস লোকেশন ব্রুকলিনের বাংলাদেশী অধ্যুষিত চার্চ ম্যাকডোনাল্ড এলাকায়

CDPAP

- বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
- আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।
- রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে।





CDPAP প্রোগ্রামের আওতায় HHA /প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার বৃদ্ধ, অসুস্থ বা শারিরীকভাবে অক্ষম মা-বাবা, শ্বশুর-শ্বাশুড়ি, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীদের স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে আয় করতে পারেন।

✓ প্রশিক্ষণ ও **HHA** সার্টিফিকেট থাকলে আপনি
আমাদের মাধ্যমে যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে পারেন।

✓ আপনি কি **HHA** অথবা **PCA** হিসেবে চাকুরী খুঁজছেন?
তাহলে আপনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে সুযোগ সুবিধাসহ আকর্ষণীয় বেতনে চাকুরী করতে পারেন।

CDPAP *প্রোগ্রামের জন্য কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নেই।*

রোগীর জন্য নিজ গৃহে সেবা পেতে অথবা রোগীকে সেবা দানের বিস্তারিত তথ্য জানতে বাংলায় কথা বলুন।

CDPAP Specialist: Tarin: 347-362-1525, OFF: 718-851-0325

Brooklyn OFFICE

338 East 5th Street, Brooklyn, NY 11218
(Church Ave & East 5 street)
Tarin: 718-851-0325

Jackson Heights OFFICE

37-15, 73rd Street, Jackson Heights Suite # 208
(Bangladesh Plaza)
Solaiman: 302-513-3837

Email: info@ASCofNY.com
www.affordableseniorcarenewyork.com/cdpap.html

Affordable Senior Care of New York, LLC is a Licensed Home Health Care Agency
by the New York State Department of Health

Office Hour : Mon.-Friday (9am-5pm)

ছাত্রলীগে শূন্য পদে বিতর্কিতরা

জিয়াউদ্দিন রাজু: দীর্ঘ ১৬ মাস অপেক্ষার পর পূরণ হলো বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির ৬৮ শূন্যপদ। ৩০১ সদস্যের কমিটির মধ্যে ঝুলে থাকা পদগুলো অনেক নাটকীয়তা শেষে গত ৩১ জনুয়ারী রোববার পূরণ করা হয়। কিন্তু অভিযোগ রয়েছে, শূন্যপদগুলো পূরণ করতে গিয়ে বিতর্কিত নেতাদের স্থান দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় কমিটিতে। এদের মধ্যে কয়েকজনের বয়স উত্তীর্ণ, বিবাহিত, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত, মামলার আসামি, চাঁদাবাজ, মাদকসেবী, সভাপতির মোটরসাইকেল চালিয়ে নেতা হওয়াসহ ছাত্রদল থেকে আগত বলে অভিযোগ রয়েছে।

বিভিন্ন অভিযোগে ২০১৯ সালের ২১ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া কয়েকজন নেতা জানান, নতুন করে যাদের পদায়ন করা হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকের বয়স বেশি, বিবাহিত, ছাত্রদল ও শিবিরের সঙ্গে জড়িত। যে অভিযোগে তাদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে, এর চেয়ে গুরুতর অভিযোগ আছে সদস্য পদপ্রাপ্ত নেতাদের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া কেন্দ্রীয় কমিটির ৩৩ নেতাকে কোনো কিছু না জানিয়ে, তাদের পদ থেকে সরিয়ে নতুনদের পদায়ন করা হয়েছে। এ নিয়ে অনুসন্ধান ও ছাত্রলীগের একাধিক নেতার সঙ্গে কথা হয়েছে।

দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে শূন্যপদ পূরণ নিয়ে বিভিন্ন অজুহাতে ১৬ মাস কাটিয়ে দেন ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। কারণ হিসেবে ছাত্রলীগের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শূন্যপদগুলোতে অধিকতর যোগ্যরা যেন স্থান পায় এবং বিতর্কিতরা যাতে ফের পদে না আসে, এ বিষয়গুলো ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে, তাই এসব পদ পূরণে বিলম্ব হচ্ছে। এত সময় নিয়ে পর্যবেক্ষণ, তদন্তের পরও বিতর্কিতরা ফের কীভাবে স্থান পেয়েছে এসব বিষয়ে জানতে চাইলে ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। বারবার ব্যক্তিগত মোবাইল ফোনে কল করে সাড়া পাওয়া যায়নি। এমনকি মেসেজ দিয়েও তাদের সঙ্গে এ নিয়ে আলাপ করা যায়নি।

কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সঙ্গে ছাত্রলীগের সমন্বয় করছেন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবদুর রহমান। বিতর্কিত নেতাদের ছাত্রলীগের পদায়নের বিষয়ে কথা হয় আওয়ামী লীগের সভাপতিমন্ডলীর এই সদস্য বলেন, 'যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে তাদের বিষয়ে আমরা এখনো সঠিক জানি না। তাই এখন তাদের বিষয়ে মন্তব্য করা কঠিন। তবে যাদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ প্রমণ পাওয়া যাবে, তাদের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিম বলেন, 'এগুলো আসলে সংগঠনকে বিতর্কিত করতে কিছু সংস্থা কাজ চালিয়ে যায়। যাদের নামে অভিযোগ দেওয়া হচ্ছে, এগুলোর কোনো প্রমাণ আছে? যদি প্রবলেম থাকে তাহলে সংগঠনের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' পদপ্রাপ্ত নেতাদের মামলার বিষয়ে তিনি বলেন, 'মামলা থাকতেই পারে, এটা তো দোষের কিছু না। রাজনীতি করলে মামলা হতে পারে। এখানে বিষয়টা হলো, সে অপরাধ করেছি কি না?'

ছাত্রলীগের গঠনতন্ত্রের ৫-এর 'ক' উপধারায় বলা হয়েছে, অনূর্ধ্ব ২৮ বছর বয়সি বাংলাদেশের যেকোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত যেকোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বা ছাত্রী বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রাথমিক সদস্য হতে পারেন। অথচ নতুন পদপ্রাপ্ত ইন্দ্রনীল দেব শর্মা রনির সেই বয়স পেরিয়ে গেছে ৫ বছর আগে। সদ্য ঘোষিত কমিটিতে ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক পদ পেয়েছেন তিনি। এসএসসির মার্কশিটে রনির জন্মতারিখ দেওয়া রয়েছে ২২ জুন ১৯৮৭ সাল। সেই হিসেবে তার বর্তমান বয়স ৩৩ বছর ৭ মাস। জানা যায়, শোভন-রাব্বানী ছাত্রলীগের দায়িত্বে থাকা সময়ে ইন্দ্রনীল দেবকে দপ্তর সম্পাদক করতে চেয়ে ছিল, কিন্তু তার বয়স বেশি হওয়ায় তখন তাকে পদ দেওয়া হয়নি। কিন্তু বর্তমান কমিটিতে পেয়ে গেছেন পদ।



এমনই আরেকজন কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগের সহসভাপতি হয়েছেন দেবাশীষ সিদ্ধার্থ। তার বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিকীর স্বাক্ষর জাল করে ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজে দুই ছাত্র ভর্তি করাতে গিয়ে ধরা পড়ার অভিযোগ আছে। সেসময় তিনি ঢাবি শাখা ছাত্রলীগের ছাত্র ও স্কুলবিষয়ক সম্পাদক ছিলেন। পরে তাকে ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তার বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় মামলাও রয়েছে। এক মামলায় তিনি প্রায় ৬ মাস জেলও খেটেছেন অথচ তাকে ফের ছাত্রলীগের সহ সভাপতি করা হয়েছে।

শূন্যপদে কেন্দ্রীয় কমিটিতে সহ সভাপতি হয়েছেন রাকিবুল হাসান নোবেল। তার বিরুদ্ধে সরাসরি ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে। শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি ছাত্রদল করতেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর তিনি দল পরিবর্তন করে ছাত্রলীগ শুরু করেন। ছাত্রদলের নেতাদের সঙ্গে তার বহু ছবি রয়েছে ছাত্রলীগের নেতাদের কাছে।

এদিকে ছাত্রলীগের শীর্ষ নেতাদের গাড়ির 'ড্রাইভার' হিসেবে পরিচিত লাভ করেন আমানুল্লাহ আমান। কেন্দ্রীয় গ্রন্থনা ও প্রকাশনা বিষয়ক উপসম্পাদক হয়েছেন তিনি। অভিযোগ আছে, ছাত্রলীগের কোনো কর্মসূচিতে দেখা না গেলেও একসময়ে ছাত্রলীগ সভাপতি আল নাহিয়ান জয়ের ব্যক্তিগত মোটরসাইকেল চালকের ভূমিকায় তাকে বরাবরই দেখা গেছে। শুধু তাই নয়, ছাত্রলীগের সভাপতি জয়ের বিভিন্ন ব্যক্তিগত কাজেও সরব ছিলেন আমন। সেই সুবাদেই তাকে নতুন করে পদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ছাত্রলীগের মধ্যে। এর আগে তিনি ছাত্রলীগ থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত গোলাম রাব্বানীর মোটরসাইকেল চালক হিসেবেও ছিলেন বলে জানা যায়।

সমালোচিত ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগ নেতা শুভ্রদেব হালদার বাপ্পীকে কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতির পদ দেওয়া হয়েছে। তার নামে আছে চাঁদাবাজির মামলা। সংগঠন নির্ধারিত বয়স পেরিয়ে বৈবাহিক জীবনে এক সন্তানের জনক তিনি। একসময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পোশাকে ডাকাতি-ছিনতাই করা সংঘবদ্ধ চক্রের মূল হোতা ঢাকা কলেজ ছাত্রলীগের এই যুগ্ম আহ্বায়ক। যাত্রাবাড়ী থানায় দিন-দুপুরে ছিনতাই করা একটি মামলার তদন্ত করতে গিয়ে এমন তথ্য পায় পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিআইবি)। বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে আসায় সমালোচিত হন তিনি।

এবার কেন্দ্রীয় কমিটির উপ প্রচার সম্পাদক হয়েছেন ফেরদৌস মাহমুদ পলাশ। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ২০১৮ সালের ৫ জানুয়ারী জাতীয় নির্বাচনের আগে ছাত্রদলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন তিনি। সে সংক্রান্ত অনেক প্রমাণ রয়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের কাছে। এসব অভিযোগে শোভন-রাব্বানী দায়িত্বে থাকা সময়ে তাকে পদ দেয়নি। কিন্তু জয়-লেখক কমিটিতে তিনি ঠিকই পদ পেয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ছাত্রলীগ নেতা আল আমীন রহমান একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ে বাম ছাত্রসংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাকে দেওয়া হয়েছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক সম্পাদক।

কেন্দ্রীয় কমিটিতে সহ সভাপতির পদ পেয়েছেন আরিফ হোসেন রিফাতের পরিবার আওয়ামী লীগ বিরোধী বলে অভিযোগ আছে। তার আপন চাচা জামালপুর জেলা সদর যুবদলের সভাপতি। একইভাবে উপ-আইন সম্পাদক করা হয়েছে শাহেদ খানকে। ব্যক্তিগত জীবনে বিবাহিত শাহেদের বিরুদ্ধেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কবি জসীমউদ্দীন হলের ক্যান্টিনে চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহাম্মদ মুহসীন হলের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান সানীর বিরুদ্ধে মাদক সেবন ও বিক্রেতার অভিযোগ আছে।

নতুন পদপ্রাপ্ত নেতাদের অনেকেই বিবাহিত। এদের মধ্যে উপগণশিক্ষা সম্পাদক ওয়াহিদ খান রাজ ও সহসভাপতি শাহরিয়ার সিদ্দিঈ শিশিম বিবাহিত। সহসভাপতি মহিন উদ্দিনের বয়স বেশি, সহসভাপতি মিজানুর রহমান পিকুকের বিরুদ্ধে শাহবাগ থানায় চাঁদাবাজি ও মাদক মামলা রয়েছে। সহ সভাপতি সাগর হোসেন সোহাগের বিরুদ্ধে মাদক সেবনের অভিযোগ রয়েছে। উপস্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পাদক রাজেশ বৈশ্য ঢাকা মেডিকেল কলেজের মেডিকেল অফিসার।

এদিকে বর্তমান কমিটিতে অনেকেই বিবাহিত, চাকরিজীবী, বিভিন্ন মামলার আসামি। তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের সংগঠনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। বিবাহিত নেতাদের মধ্যে রয়েছেন সহসভাপতি ইসরাত কাশফিয়া ইরা, জিয়ান আল রশিদ, সুরঞ্জন ঘোষ, কৃষি শিক্ষা সম্পাদক মাকসুদুর রহমান মিঠু, উপছাত্র বৃত্তি সম্পাদক ইউসুফ উদ্দিন খান, উপ-স্কুল ছাত্র সম্পাদক রোকনুজ্জামান রোকন।

উপমানব সম্পদ সম্পাদক হিরণ ভূঁইয়া ঢাকা কলেজ থেকে বহিষ্কৃত ও অস্ত্র মামলার আসামি। আরেক উপমানব সম্পদ সম্পাদক বেলাল হোসেন মুন্না বিবাহিত ও ব্যবসায়ী। সহসভাপতি আরিফুল ইসলাম আরিফ বয়স উত্তীর্ণ, সহসভাপতি খালিদ হাসান নয়ন মেডিকেল প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। সাংগঠনিক সম্পাদক মামুন বিন সাত্তার বিবাহিত, উপ গ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক নাজমুস সাকিব বিবাহিত এবং সরকারি চাকরিজীবী, উপগ্রন্থনা ও প্রকাশনা সম্পাদক সৌরভ নাথের (আসল নাম সৌরভ সাহা) বিরুদ্ধে চাঁজাবাজির মামলা রয়েছে। উপ পাঠাগার সম্পাদক আতিকুল ইসলাম ছাত্রদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ছাত্রদলের সঙ্গে তার ছবিও রয়েছে কমিটির নেতাদের কাছে।

নিরাপত্তা ও বিশ্বস্ততার প্রতীক

SEC CI

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)
LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE BANKING DEPARTMENT OF THE STATE OF NEW YORK, NEW JERSEY, GEORGIA, MARYLAND & MICHIGAN

সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রবাসে আপনার সবচেয়ে পুরনো ও বিশ্বস্ত বন্ধু

ঘরে বসে এখন Apps এর মাধ্যমে দেশে টাকা পাঠানো যাবে। এই জন্য আই ফোন এবং এনড্রয়েড ফোনে প্লে ষ্টোরে গিয়ে ডাউনলোড করতে হবে Sonali Exchange এর Apps টি

- যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান
- সর্বোচ্চ বিনিময় হার ও সর্বনিম্ন ফি।
- সরকারী নিরাপত্তায় আপনার প্রেরিত অর্থ সম্পূর্ণ নিরাপদ ও আয়কর মুক্ত।
- বাংলাদেশের সর্বত্র ক্যাশ পিক-আপ।
- যে কোন ব্যাংক একাউন্টে টাকা পৌঁছে যায় অতি দ্রুত।
- ঘরে বা অফিসে বসেও অনলাইনের মাধ্যমে রেমিটেন্স করা যায়। লগ ইন করুন: www.sonaliexchange.com

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

ASTORIA 718-777-7001	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002	BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150	MANHATTAN 212-808-0790	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-505-8670	PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

Immigrant Elder Home Care LLC

হোম কেয়ার



ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন

$২১ প্রতি ঘন্টা

নিউইয়র্ক ষ্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের সিডিপেপ/হোম কেয়ার প্রোগ্রামের মাধ্যমে আপনি ঘরে বসেই আপনার পিতা-মাতা শ্বশুড়-শ্বাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সেবা দিয়ে প্রতি সপ্তাহে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

আজই যোগাযোগ করুন:

গিয়াস আহমেদ, চেয়ারম্যান / সিইও /৯১৭-৭৪৪-৭৩০৮

Corporate Office	Long Island Office	Bronx Office	Ozone Park Office	Buffalo Office
37-05 74st, 2nd Fl	1 Blacksmith Lane	2148 Starling Ave.	175 B Forbell Street	642 Walden Avenue
Jackson Heights, NY 11372	Dix Hill, NY 11731	Bronx, NY 10462	Brooklyn, NY 11208	Buffalo, NY 14211
917-744-7308, 718-457-0813	718-406-5549	917-744-7308, 718-457-0813	Tel: 917-744-7308	Tel: 347-837-1162

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কালচারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MIFPO
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর
বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ
অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম
এবং
একমাত্র
বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

Homeopathy & Herbal
হোমিওপ্যাথিক এন্ড হারবাল
ডাঃ এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA) Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

মহিলাদের:* অনিয়মিত ঋতুস্রাব * স্তনের টিউমার * চুল পড়া * শ্বেতপ্রদর বা লিউকোরিহিয়া * ডিম্বাশয়ের টিউমার (Ovarian Cyst) * Endometriosis, * জরায়ুর টিউমার (Uterus Tumors), * বন্ধ্যাত্ব * ঋতুস্রাবে বিলম্ব ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন ষ্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।
37-15 73rd Street, Jackson heights, NY 11372.
Cell: 917-285-4804, Ph: 718-898-0939
www.vhvshop.com
Business Hours: Monday-Friday: 12:00PM-8:00PM Saturday-Sunday: 12PM-5PM
স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স
গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

হিলসাইডে বাংলাদেশী ডাক্তার

ডাঃ মোঃ কাওসার রশীদ

Diplomate American Board of Internal Medicine

❊ ফিজিক্যাল এক্সাম ❊ স্কুল ও কলেজের জন্য টীকা ❊ টিএলসি এক্সাম ❊ হজ্ব ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য টীকা ❊ ডায়াবেটিস ❊ উচ্চ রক্তচাপ ❊ থাইরয়েড ❊ এজমা ❊ বাতের ব্যথা ❊ চর্মরোগ ❊ যৌনরোগ এবং অন্যান্য সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের ক্লিনিকে সুলভ মূল্যে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, স্পাইরোমেট্রি, প্রেগন্যান্সি, টিবি টেস্ট, কান ফুটো করা হয়।

We accept all major insuranPes including Medicare, Medicaid, Metro Plus, Health Plus, GHI, PHS, AETNA, OXFORD, HIP BC & BS, 1199, Union Plan এবং অন্যান্য যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের জন্য হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়।

আমরা ১৮ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য Child Health Plus ইন্স্যুরেন্স করতে সাহায্য করে থাকি।

সোম থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত, শনিবার ঃ সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত।

168-32 Highland Ave. Jamaica, NY. F ট্রেনে 169th St. (South Side)
Tel: 718-657-8325, 718-657-7300
মেডিক্যাল অফিসে আসার পূর্বে এপয়েন্টমেন্ট করে নিন।

LAW OFFICES

OF
ANDREW MOULINOS
(Licensed Attorney)

মজিবুর রহমান

লাইসেন্সপ্রাপ্ত লিগ্যাল কনসালট্যান্স

718-545-2600, 917-834-9269

*Bankruptcy, Divorce
*Major Accident Cases
*Business, Incorporation
*Investment
*Estate, Litigation
*Landlord & Tenant Commercial
*Real Estate Closing
*Trade Disputes

Trade disputes and Investments involving Bangladeshi legal matters

যোগাযোগ : মুজিবুর রহমান ৯১৭-৮৩৪-৯২৬৯

23-52 31st. Street. Astoria. NY 11105

জ্যামাইকা ও গ্রীন পয়েন্টে বাংলাদেশী ডেন্টিস্ট



আমরা মেডিকেইড, মেট্রোপ্লাস, ফিডালিস কেয়ার, হেলথ্ ফার্স্ট, সিগ্না, এ্যাটনা, মেটলাইফ, গার্ডিয়ান, সেলিডেন্ট ও অন্যান্য Insurance এবং Union Plan গ্রহণ করে থাকি।

ডাঃ মাহফুজুল হাসান ডি.ডি.এস

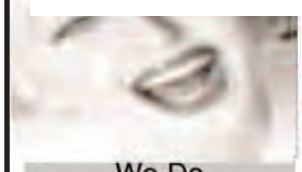
DR. MAFUJUL HASAN D.D.S.

জ্যামাইকা অফিস
170-09, Hillside Ave,
Jamaica, NY-11432
Ph: 718-291-2710

গ্রীনপয়েন্ট অফিস
40-41, Green Point Ave,
Sunnyside, NY- 11104
Ph: 718-392-2858

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

ENTAL



আমার পরিবারের সবার জন্য দাঁতের চিকিৎসার জন্য এস্টোরিয়ায় রয়েছে আমাদের ডেন্টাল অফিস। আমরা সর্বাধুনিক চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার করি। মেডিকেইড গ্রহণ করা হয়।

We Do
Implant & Veneers

ডাঃ মোহাম্মদ নাঈম
ডাঃ ফেরদৌস হুসনে

অংঃড়ৎরধ খড়পধঃরড়হ
২৮-৫৭ ঝঃবরহধি ঝঃৎববঃ,
অংঃড়ৎরধ, ঘণ
ঘ ঃৎধরহ ঃড় ৩০ আব. ঝঃধঃরড়হ
ঞবষ: ৭১৮-২৬৭-০৫০০

Elmhurst Location
81-46 Baxter Ave.
Elmhurst, NY
#7 train to 82st. Station.
Tel: 718-478-1710

ARMAN CHOWDHURY, CPA

ARMAN CPA

- INDIVIDUAL INCOME TAX RETURN
- BUSINESS TAX RETURN
- NON-PROFIT TAX RETURN
- ACCOUNTING & BOOKKEEPING
- RETIREMENT AND INVESTMENT PLANNING
- TAX RESOLUTION SPECIALIST
- ISLAMIC HOME FINANCING

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

AUTHORIZED e-file PROVIDER

7 DAYS OPEN

718-475-5686

http://ArmanCPA.com



87-54 168TH STREET, SUITE 201, JAMAICA, NY 11432
Email: armancpa@gmail.com | www.armancpa.com
TO 169 STREET

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স সার্ভিসেস
KARNAFULLY TAX SERVICES INC

We are Licensed by the IRS

CPA & Enrolled Agent

এর মাধ্যমে ট্যাক্স ফাইল করুন

ইনকাম ট্যাক্স

- Individual Tax Return (All States)
- Self Employed (taxi driver and vendor), /and Sole Proprietorship.
- Small Business
- Corporate Tax Return
- Partnership Tax Return
- Current Year / Prior Years' & Amended Tax Returns
- Individual Tax ID Numbers (ITIN)

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

Direct Deposit

একাউন্টিং

- Payroll, W-2's, Pay Checks,
- Pay subs, Sales Tax, Quaterly & Year-end filings

NEW BUSINESS SETUP

- Corporation
- Small business (S-corp)
- Partnership
- LLC/SMLLC

ইমিগ্রেশন

- Petition for Alien relatives
- Apply for citizenship or Passport
- Affidavit of Support
- Condition Removal on Green Card
- Reentry Permit
- Adjustment of Status

Representation taxpayers IRS & State tax audit.

আমাদের ফার্মে রয়েছে অভিজ্ঞ
CPA & Enrolled Agent

Special Price for W2 File



Member of AICPA

Mohammed Hasem, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

NOTARY PUBLIC

IRS ENROLLED AGENT

Office Hours:
Monday - Saterday
10:00am - 8pm

Tax Preparation
fee pay by Cradit card

Ph: 718-205-6040, 718-205-6010, Fax : 718-424-0313
karnafullytax@yahoo.com, www.karnafullytax.com
37-20 74th Street. 2nd Floor. Jackson Heights

কারাবন্দীর নারীসঙ্গ: কাশিমপুরের জেল সুপারসহ ১১ জন বরখাস্ত

ঢাকা ডেস্ক: গাজীপুরের কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার-১ এর সিনিয়র জেল সুপার, জেলার ও ডেপুটি জেলারসহ ১১ জনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। এ ছাড়া আরও সাতজনের বিরুদ্ধে বিভাগীয় নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হল-মার্কের কারাবন্দী মহাব্যবস্থাপক তুষার আহমদ বিধি লঙ্ঘন করে এক নারীর সঙ্গে সময় কাটানোর ঘটনায় এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে



এ সংক্রান্ত চিঠি কারা অধিদপ্তরে পাঠানো হয়েছে। সিনিয়র জেল সুপার রত্না রায়, জেলার নূর মোহাম্মদ মৃধা এবং ডেপুটি জেলার গোলাম সাকলায়েনকে বরখাস্ত করা হয়েছে। বরখাস্ত অন্যদের মধ্যে ছয়জন কারারক্ষী, একজন সহকারী প্রধান কারারক্ষী ও সার্জেন্ট ইনস্ট্রাক্টর রয়েছেন বলে জানা গেছে।

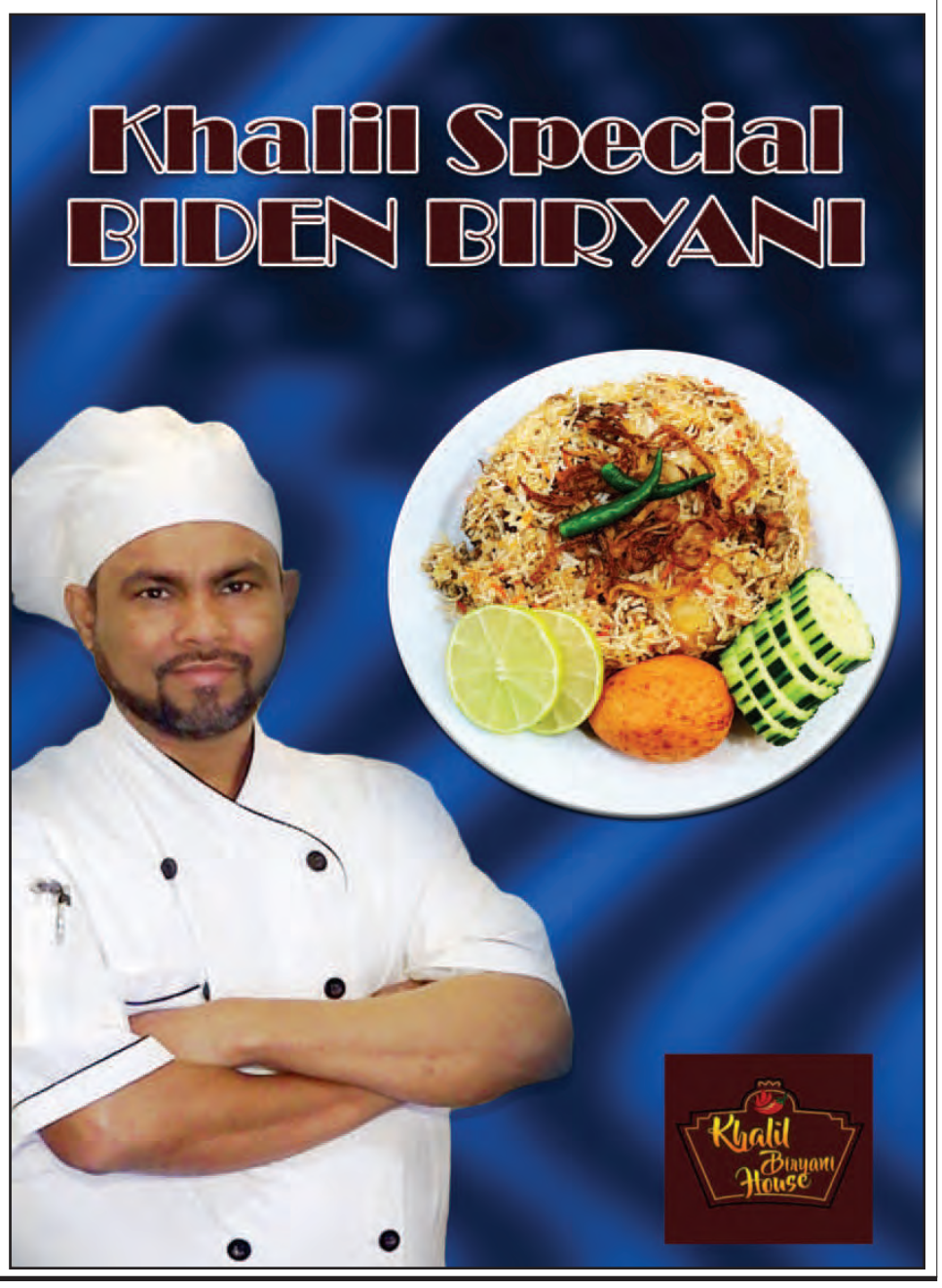
এ ঘটনায় কারা অধিদপ্তরের গঠিত তদন্ত কমিটি বুধবার (৩ ফেব্রুয়ারী) স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়েরর সুরক্ষা বিভাগের সচিবের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়। তদন্ত কমিটির প্রধান অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক কর্নেল আবরার হোসেন বলেন, ৪৯ পৃষ্ঠার একটি তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে। যেখানে ১৮ কর্মকর্তা ও কারারক্ষীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী দায়ীদের বিরুদ্ধে বুধবার ব্যবস্থা নেওয়া হলো।

জানা গেছে, প্রতিবেদনে তদন্ত কমিটি মোট ২৫টি সুপারিশ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সাময়িক বরখাস্ত করা, চাকরিবিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা, বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ, কেন্দ্রীয় কারাগারের বদলে জেলা কারাগারে পদায়ন করা প্রভৃতি। তদন্ত কমিটি আরও অনেক অনিয়ম খুঁজে পেয়েছে। এ ছাড়া সারাদেশের কারাগারগুলোয় সিসি ক্যামেরা বসানো এবং তা তদারক করার সুপারিশ করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ৬ জানুয়ারী দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আসমা নামের ওই নারী কারাগারের ভেতর ঢোকেন। বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে বেরিয়ে যান। সিসি ক্যামেরায় পুরো সময়টা ধরা পড়েনি। এর মধ্যে নানা রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। একটি অ্যাম্বুলেন্সে চড়ে তিনি কারাফটকে আসার পর ডেপুটি জেলার গোলাম সাকলায়েন ও সিনিয়র জেল সুপার রত্না রায় ওই নারীকে অন্য কর্মচারীদের সামনেই গ্রহণ করেন। এর জন্য মোটা অঙ্কের টাকা লেনদেন হয়েছে বলে জানা গেছে। ওই নারী তুষার আহমেদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সময় কাটান।









নির্বাচন করুন.

পরিষেবা দিন.

নেতৃত্ব দিন.

নিউ ইয়র্ক সিটির এডুকেশন কাউন্সিলে একটি আসনের জন্য আবেদন করুন

schools.nyc.gov/elections2021

NYC Department of Education | NYC EDUCATION COUNCILS



SPECIAL FARE

Fly to Dhaka With Emirates Via Dubai

From

New York | Chicago
Washington | Houston
Boston | Los Angeles

718-200-2655

718-406-9745

World Tours and Travel

MD. Shamsuddin, MBA CEO

37-12 75th Street, 2nd Floor, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372

RiverSpring Health Plans touches the lives of more than 15,000 New Yorkers.

ElderServe Health, Inc, doing business as RiverSpring Health Plans, contracts with both the Centers for Medicare and Medicaid Services and the New York State Department of Health to offer you personalized care coordination and help you remain in your own home and live as independently as possible.

RiverSpring Health Plans offers a care management concierge service that provides our members, their families and caregivers with truly personalized support. **We are the family that families reach out to in times of need**. RiverSpring Health Plans touches the lives of more than 15,000 New Yorkers, bringing care and compassion into the homes of our members 24 hours a day, 7 days a week.

RiverSpring Health Plans operates RiverSpring MAP (HMO-D-SNP), a dual Medicare and Medicaid plan that offers affordable prescription drug coverage, access to the best doctors and hospitals, in addition to a $155 a month over the counter benefit, and more. With RiverSpring MAP, our members will have a "one-stop shop" and receive covered Medicare and Medicaid benefits through a single plan and a trusted care team.

Call 1-800-362-2266 (TTY: 711) from 8am-8pm Eastern Time, 7 days a week and a RiverSpring MAP benefits professional will be happy to answer questions about the services available to you. RiverSpring Health Plans has several plan options and we can help you choose the right one for you.

RiverSpring MAP is an (HMO D-SNP) plan with Medicare and Medicaid contracts. Enrollment in RiverSpring MAP depends on contract renewal.

ElderServe Health, Inc. complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex.

You can get this information for free in other languages. Call 1-800-362-2266 and TTY/TDD: 711 during 8 a.m. – 8 p.m. Eastern Time, 7 days a week. The call is free.

RiverSpring Health Plans



পিতা জুয়েল চৌধুরীর সাথে পুত্র জিমাম

সিলেটে জিমামের দাফন সম্পন্ন

(শেষের পাতার পর)

আর এই ভাড়ী বস্তুই বহন করলেন নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির অতি পরিচিত মুখ, বিশিষ্ট সমাজকর্মী ও সংগঠক, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সিলেটবাসীদের সর্ববৃহৎ সামাজিক সংগঠন জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সাধারণ সম্পাদক জেড চৌধুরী জুয়েল। তিনি নিজ কাধে একমাত্র পুত্র জিমাম মোহাম্মদ চৌধুরীর মরদেহ দাফন করলেন সিলেটে। নিউইয়র্কে থেকে শুক্রবার (৫ ফেব্রুয়ারী) জিমামের মরদেহ ঢাকায় পৌছার পর হেলিকপ্টার যোগে সিলেটে নেয়া হয় এবং সেখানে তৃতীয় দফা জানাজা শেষে হযরত শাহজালাল (রা:) মাজর সংলগ্ন কবর স্থানে তার মরদেহ দাফন করা হয় বলে সিলেট থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে। খবর ইউএনএ'র।

জিমামের বয়স হয়েছিলো ২১ বছর। গত ৩০ জানুয়ারী শনিবার কুইন্সের হিলসাইড এভিনিউ সংলগ্ন তাদের বাসায় সুদর্শন, টসবগে এই তরুণ জিমাম-কে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজেউন)। ঘুমের মধ্যেই হৃদযন্তের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে সে শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করে বলে জানা গেছে। জিমাম নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটিতে কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র ছিলেন। জিয়ামের অকাল ও আকস্মিক মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। উল্লেখ্য, জুয়েল চৌধুরী নিউইয়র্কের আহলুল বাইত মিশন মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টারের সভাপতি এবং সিলেট সদর সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি ছাড়াও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সাথে জড়িত।

এদিকে ৩১ জানুয়ারী রোববার বাদ এশা উপসাইডস্থ আহলুল বাইত মিশন মসজিদ এন্ড ইসলামিক সেন্টারে জিমাম-এর প্রথম নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সর্বস্তরের বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী বিশেষ করে সিলেটবাসী অংশ নেন। পরবর্তীতে সোমবার ব্রুক্সে দ্বিতীয় দফা জানাজা শেষে ঐদিন রাতে আমিরাত এয়ারলাইন্সের একটি ফ্লাইটে জিমামের মরদেহ ঢাকার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়। ঢাকায় পিতা জুয়েল চৌধুরী নিজেই পুত্র জিমামের মরদেহ গ্রহণ করেন। এরপর হেলিকপ্টারে মরদেহ সিলেটে নিয়ে যাওয়া হয়। সিলেটে জিমামের মৃত লাশ দেখে হৃদয় বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়। আত্নীয়-স্বজন ছাড়াও বিপুল সংখ্যক লোক জিমাম-কে শেষ বারের মতো এক নজর দেখতে ভীর জমান।

জানা যায়, জুয়েল চৌধুরী স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সপরিবারে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশে গিয়েছেন। গত ২৭ জানুয়ারী, বুধবার জিমাম নিউইয়র্কে ফিরে আসেন। পারিবারিক বন্ধু পরিবার তাকে জেএফকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে নিয়ে আসেন। ওই পরিবারের সাথেই বুধবার রাতে ছিলেন জিমাম। পরদিন ২৮ জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জামাইকাস্থ হিলসাইড এভিনিউর বাসায় নামিয়ে দেয়া হয় তাকে। ২৯ জানুয়ারী শুক্রবার দিনভর জিমামের সাথে নিউইয়র্কে কারো যোগাযোগ করার খবর জানা যায়নি। ৩০ জানুয়ারী শনিবার দুপুরে জিমামের বন্ধু বাসায় এসে ডাকাডাকি করে তার কোন সাড়া পাচ্ছিলেন না। পরে একই বাসার নীচের তলায় থাকা লোকজনের সাহায্যে জিমামের ঘরে প্রবেশ করেন তারা। বিকেল ৪টার দিকে জিমামের নিশ্চল শরীরে দেখে দ্রুত ৯১১ এ কল দেয়া হয়। পুলিশ এসে জিমামের মৃতদেহ উদ্ধার করে। পরে তার মরদেহ মেডিকেল পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। জিমাম হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা গেছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারনা করা হয়।

এদিকে বাংলাদেশে সিলেট শহরে নিজের বাসায় অবস্থানরত জিমামের বাবা জুয়েল চৌধুরী ও মা লুবানা চৌধুরীকে একমাত্র ছেলের মৃত্যুর কথা জানানো হয়। পুত্রের আকস্মিক মৃত্যুও খবর শুনে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন পিতা-মাতা। পারিবারিক সিদ্ধান্তে সব আনুষ্ঠানিকতার পর নিউইয়র্কে জানাজা শেষে জিমামের মরদেহ দেশে পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়।

সিলেট থেকে জেড চৌধুরী জুয়েল মিডিয়াকে বলেন, গত ৩১ ডিসেম্বর মা-বাবা এবং দুই বোনের সাথে জিমাম সিলেট গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ঘনিষ্ঠ এক অসুস্থ বন্ধুর অস্ত্রোপচারের সময় হাসপাতালে থাকার কথা বলে দুই দিন আগে নিউইয়র্কে ফিরে আসেন জিমাম। দুই সপ্তাহ পরই পুনরায় সিলেটে মা-বাবার কাছে ফেরার কথা ছিল বলে জিমামের বাবা। তিনি বলেন, তার ছেলে ঘুমের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন বলে লাশ উদ্ধারের সময় আসা প্যারামেডিক্সরা জানিয়েছেন। টেলিফোনে বন্ধুরা সাড়া না পেয়ে বাসার সামনে এসে বেসমেন্টের লোকজনের কাছে জিমামের ব্যাপারে জানতে চেয়েছিলো। পরে দরজায় কড়া নেড়েও সাড়া না পেয়ে পুলিশে ফোন করা হয়েছিল। তিনি আরও জানান, জিমামের লাশ মেডিকেল এক্সামিনারের



ছাড়পত্র পাবার পরই নিউইয়র্কে উডসাইডে আহলে বায়াত মসজিদে জানাযার পর বাংলাদেশ কন্স্যুলেটের ছাড়পত্রে ঢাকা হয়ে সিলেটে আনার পর হযরত শাহ জালাল (রা:) এর মাজার সংলগ্ন পারিবারিক গোরস্থানে জিমামের মরদেহ দাফন করা হবে।

শোক প্রকাশ: জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সাবেক সাধারণ সম্পাদক জেড চৌধুরী জুয়েলের পুত্র জিমাম-এর অকাল মৃত্যুতে সংগঠনের সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান চৌধুরী শেফাজ, বাংলাদেশ সোসাইটির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহীম হাওলাদার ও সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি বদরুল হোসেন খান, বাংলাদেশ সোসাইটি ও জালালালবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান সেলিম, যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি আজিমুল রহমান বুরহান ও মস্তফা কামাল, বাংলাদেশী আমেরিকান কালচারাল এসোসিয়েশন-এর সভাপতি আহবাব চৌধুরী খোকন ও সাধারণ সম্পাদক সারওয়ার চৌধুরী, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির উপদেষ্টা ছদরুন নূর, সভাপতি মোহাম্মদ ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আল আমীন রাসেল, যুক্তরাষ্ট্র যুবলীগ নেতা জামাল হোসাইন ও মোহাম্মদ সেবুল মিয়া প্রমুখ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করে মরহুম জিমামের বিদেহী আত্নার মাগফেরাত কামনা করেছেন।

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের দোয়া

(শেষের পাতার পর)

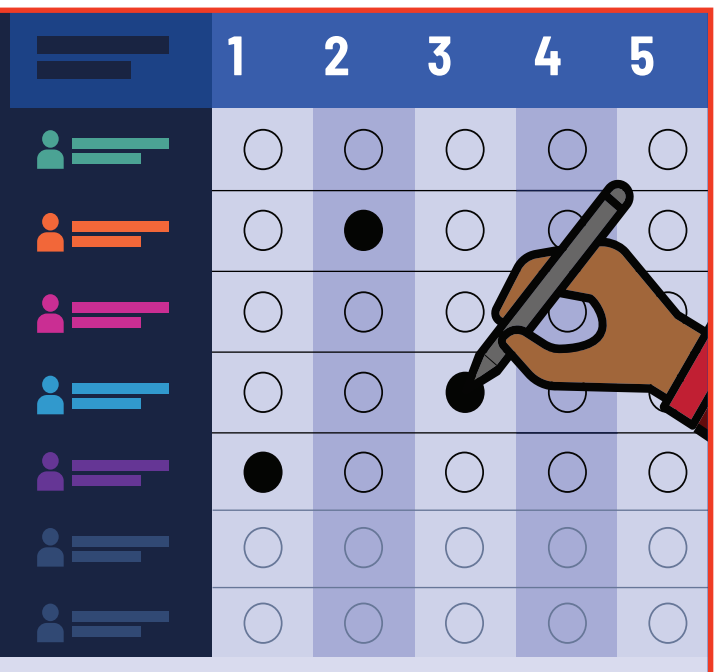
এক ভার্চুয়াল আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশে ও প্রবাসের বিপুল সংখ্যক শুভাকাংখীসহ মরহুমের পরিবারের সদস্যরা অংশ নেন। এসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মালেক খান (লায়েক) এর সভাপতিত্বে এবং সাধারন সম্পাদক ডি.এম রনেলের পরিচালনায় শুরুতেই সংগঠনের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান হয়।

অনুষ্ঠানে এসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, বিশিষ্ট সমাজ সেবক জেড চৌধুরী জুয়েলের একমাত্র পুত্র জিমাম মোহাম্মদ চৌধুরীর অকাল মৃত্যুতে সংগঠনের পক্ষ থেকে গভীর শোক ও রুহের মাগফেরাত কামনা করা হয়। দোয়া পর্ব পরিচালনা করেন আব্দুল হাফিজ আবদার। পরে জিমাম চৌধুরী-কে নিয়ে স্মৃতিচারণ ও আলোচনায় অংশ নেন সিলেট থেকে জিমামের চাচা জহুর চৌধুরী, পারিবারিক বন্ধু হুমায়ুন চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সভাপতি মইনুল হক চৌধুরী হেলাল, সংগঠনের সাবেক উপদেষ্ঠা অধ্যাপক ডা. জিয়া উদ্দীন আহমদ, কাউন্সিলার এম.ডি শাবুল, সংগঠনের ট্রাস্টি আব্দুল মোমিত (ফুয়াদ), সাবেক উপদেষ্টা মনজুর আহমেদ চৌধুরী, আনোয়ার বখত, শাহাদত মজুমদার, ইয়ামিন চৌধুরী, ফেঞ্চুগঞ্জ অরগেনাইজেশনের সভাপতি জুনেদ চৌধুরী, বিশিষ্ঠ সমাজসেবক দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, বীর মুক্তিযাদ্ধা মুকিত চৌধুরী, সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা সুফিয়ান খান, উপদেষ্টা এম.সি কামাল, আলতাফ চৌধুরী, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের সাবেক সহ সভাপতি সাইফুল সিদ্দিক, সাবেক সভাপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ মাহবুব, সাবেক সাধারণ সম্পাদক তোফায়েল চৌধুরী, নাসিম চৌধুরী, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট গোলাম রব্বানি চৌধুরী, শাহীন আজমল, নাদীর খান, বজলু চৌধুরী, এম.এ শামীম চৌধুরী, এজাজ আলম, হিমেল চৌধুরী সোহেল, সাইকুল ইসলাম, জ্যাক আহমদ, কাওসার আহমদ প্রমুখ। এছাড়াও সংগঠনের নেতৃবৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাহনেওয়াজ চৌধুরী, মুকুল হক, মেরাজ ফাহমী, আব্দুল ওয়াদুদ, টিটো আহমেদ, মিনহাজ চৌধুরী, ফয়সল আহমদ ও দিলরুবা খানম (মুন্নী)। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দিন

নিউ ইয়র্ক শহরে পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দিন

পছন্দের ক্রমানুসারে সর্বাধিক ৫ জন প্রার্থীকে ভোট দিন



২০২১ সালে, নিউ ইয়র্ক শহরের সকল প্রাথমিক এবং বিশেষ নির্বাচনগুলোতে পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেয়ার প্রক্রিয়া ব্যবহার করা হবে

আগামীতে অনুষ্ঠিতব্য বিশেষ নির্বাচন

▶ ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ - ৩১ সিটি কাউন্সিল ডিসট্রিক্ট, কুইন্স

অগ্রিম ভোট গ্রহণ করা হবে – ১৩ ফেব্রুয়ারি থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত

পছন্দের ক্রমানুসারে ভোটদানের প্রক্রিয়া

আপনি পছন্দের ক্রমানুসারে **সর্বাধিক ৫ জন প্রার্থীকে** ভোট দিতে পারবেন।

▶ আপনার প্রথম পছন্দের প্রার্থীকে বাছাই করুন এবং ভোট দেয়ার জন্য ১ম পছন্দ লেখা কলামে তাঁর নামের পাশের বৃত্তটি ভরাট করুন

▶ আপনার পছন্দের দ্বিতীয় প্রার্থী থাকলে, ভোট দিতে ২য় পছন্দ লেখা কলামে তাঁর নামের পাশের বৃত্তটি ভরাট করুন

▶ এই ভাবে আপনি সর্বাধিক ৫ জন প্রার্থীকে পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দিতে পারবেন

- আপনি চাইলে কেবল মাত্র একজন প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বাকী কলামগুলো খালি রাখতে পারবেন
- আপনি প্রতিটি কলামে কেবলমাত্র একজন প্রার্থীকে ভোট দিতে পারবেন
- আপনি একজন প্রার্থীকে একবারের বেশী ভোট দিতে পারবেন না

আপনার ভোট কেন্দ্র, অগ্রিম ভোটদানের সময়সূচী এবং পছন্দের ক্রমানুসারে ভোট দেওয়া সম্পর্কে জানতে আমাদের ওয়েব সাইট **VOTE.NYC** দেখুন অথবা **1-866-VOTE-NYC** নম্বরে কল করুন।

NYC RANKED CHOICE VOTING

VOTE NYC

Board of Elections City of New York

সাহিত্য সাময়িকী

সেলফোন বাজে
মতিন বৈরাগী

ভেঞ্চির ভাবনার পাখিরা উড়ছে আকাশে,
ডানার কাঁপন
নিচে পড়ে আছে ব্যবচ্ছেদের শব, চোখতার খোলা
সফরজার ঘোড়ার তোলপাড় তুমুল খুরে উড়ছে বদ্বীপের মাটি
যারা ব্যাঙ তারা সব হয়ে গেছে সিজারের সিংহ
পাতালচিরে উঠে আসবে স্মৃতির পম্পাই
চারদিকে থৈ থৈ এক শূন্যতা দীর্ঘ দীর্ঘ কেশদাম
আটকে আছে পস্তারনক সময়ের ফাঁদে

উমেদারী প্যারাস্যুট, নিখুঁত অবতরণ জগৎ লিলায়
পেয়ে যায় ফ্লাইয়িংমেশিন
উড়বার উড়িবার সিসিলি থেকে মালাক্কা
কিংবা হরমুজ হয়ে কালো আফ্রিকা
জয় জয় জয়কার ধ্বনি
প্রবল মুর্তি ছত্রধর হাসে
আরব সাগরের জল যদি হয়ে যায় দেবী গঙ্গা
ব্যবচ্ছেদিত শব জলে ভাসবে

গুমখুন হলে পর
আকাশের দেবী উড়ে আসবে নতুন সংবাদ
যিশু আসছে পুনর্বার
আর সেরা শিল্প থেকে বেরিয়ে সুলতান
এঁকে দেবে প্রবল পুরুষ

সেল ফোন বাজে-

কবির থাকেনা কোন বালক বয়স
[সদ্য প্রয়াত কবি কামাল আহসান মৃত্যুর কিছুদিন আগে পাঠিয়েছিলেন কবিতাটি। কবিকে স্মরণে রেখে কবিতাটি প্রকাশ করা হলো। বি.স]
কামাল আহসান

মিলিত বোধের ঘ্রাণে কাঁপে যদি বালকের ভোর
পরানের পাখি তোরে দেবো তুলে বুকের আদর।

স্রোতের করুনা জাগে বৈশাখের বীর মোহনায়
চিতার থাবার মতো রাগে নদী- তোড়ে ঘরানায়।

ভূ-লোকে বালক ছিলাম চৈত্রের দুপুরের সাথে-
বালিকাঘ্রাণের বায়ু আদিরূপ ছুঁয়েছিলো রাতে।

সাপুরে-বাসর ঘরে জাগি একা বোধের রাখাল
বেহুলা-চাহনি মাতে আশা-সুরে- লখাই বহাল।

বালক বেলার শীতে দিন শেষে পেয়েছি ফাগুন
যার ভোরে হাসে রাত, ঝরাফুলে সুখের আগুন।

পালকের ভুলডানা জীবনকে দিবসে ফাঁসায়
রাজনীতির তেমন কালঘুমে আবেগরে খায়।

কালের গোপন টানে কবিরাই থাকেনা 'বালক'
মায়ের ঠোঁটের শ্লোকে গড়ে নেয় পক্কের ঝলক।

অতঃপর শৃঙ্খল অবমুক্তির পর
কাজী আর্তীক

এখনো, এক আজব বাতাস গরল বইছে যেনো
যার ছোঁয়ায় বাষ্প হয়ে উবে যাচ্ছে সব নদী ও সাগর
আকাশের মেঘ থেকে আগুনের হল্কা-বৃষ্টি নামছে অঝোর
অসহায় ঝরে পড়ছে অবিরাম সব পাতার সবুজ
আর কান্ডগুলো হয়ে যাচ্ছে যেমন- দগ্ধ কাঠের কংকাল।

অন্যদিকে- কাল কেউটে ফণায় বসেছিলো যে মতিভ্রম দানব
যার গরল স্পর্শে প্রায় খসে পড়েছিলো পৃথিবীর খোলনলচে সব,
অবশেষে সে এখোন পলায়নপর, খোয়া গেছে তাঁর বিষদাঁত,

অতঃপর শৃঙ্খল অবমুক্তির পর যে সময়-
খুব সহজ নয় উত্তরণ দ্রুততর প্রসন্ন প্রহরে,
পুড়ে যাওয়া ত্বক যেমন বহুদিন অমসৃণ থেকেই যায়
থেকে যায় সময়ের বুকে এসব বিভ্রম ক্ষতচিহ্ন বহুযুগ ধরে।

আদরের সাদা ঘাস
মৃধা আলাউদ্দিন

গতকাল গভীর রাতে পূর্ব পশ্চিমের প্রকট
প্রজ্বলিত রোদের রাজর্ষি থেকে আমি দেখে
নিলাম কিভাবে বৃষ্টি হয়; ঝড় আসে
চেখে নিলাম কিছুটা পলিময় বিদ্যুৎ পরিশীলিত প্রজ্ঞার
পরাগের পারদ। আদরের সাদা ঘাস। কৈতর।
খুলে গেল নবোঢ়া নদী, অন্ধতম প্রদেশের
গহীন দুয়ার; অন্দরের গলিঘুঁচি অন্ধকূপ।

এবং এখানে একদিন গাছেরা ফিরে পায়
বাতাস; সিঁড়ি সারাদিন রঙ-রৌদ্দুর
সরে যায় কালো মেঘ, চির্ণিত চা; প্রতারক
পামসু যেনো মিলোসেভিচ, শ্যারন, বাজপেয়ী
বুশেরা খুঁড়ে খায় ঘূর্ণিত ঘাম, পচা রৌদ্দুর
বেঈমান বাদশা তুরুপের তাস।

আর আমি, আমরা চলে যাই যথেষ্ট আষফল
আকাংখার আকরিক মেশানো বিশুদ্ধ বনে আগুনের
পাখনায়...। যেনো অর্জুন-আপেল, রৌদ্দুরে
রাতদিন; শিরনি ও শরবত মরশুম থেকে।

অ-নিয়ম
জেবুন্নেছা জোৎস্না

জীবনের ইকুইলিব্রয়ামে একদা
যে শরীর খেলে অম্ল-ক্ষারের রসায়ন;
আপন ছায়ার গোরে অন্ধকারে,
ব্যবচ্ছেদে শেষে হবে যে উত্থানের পতন।

দেখেছে তারা বুনো-মোষ, বালি-হাঁস,
মেঘেদের উড়ো রাত! মসজিদ-মন্দিরে
জয় শ্রীরাম, নারায়ে তাকবীরেড়
বেঁধেছে ওরা ঘন্টি গলায় ক্ষেপাটে ঐরাবরাত!

নিয়ম ভেঙ্গে গড়েছে তারা বড়ো অনিয়ম-
আমাদের বিশ্বাসে তাই নষ্ট সংক্রমণ!
নষ্ট শপথ, নষ্ট চেতনা; নষ্ট অহংবোধ-
নষ্ট প্রেরণা, নষ্ট রাজপথ, নষ্ট সিংহাসন!

আমার অনেক গল্প ছিল হয়নি তাইতো বলা!
পেটে ক্ষুধায়, শীতে কাঁপায়, রক্ত-মাংস
অতল ব্যথায়, জং'য়ে জমেছে আর্বজনা!

পরস্পরকে জেনে যাওয়ার ভয়
ফারুক ফয়সল

আমি তাকে থেকে যেতে বললাম আরও কিছুটা সময়
আমার আতিশয্যে ঢেলে জল, জানাল সে সংযম মানতে হয়।
আমার গলায় তখন আটকে যাওয়া কফ, নিজেকেই ছোট লাগে
'আমি কি তবে কেউ নই', মিথ্যা দম্ভে আহত পৌরুষ জাগে।

মুখ ফিরিয়ে মুখোমুখি, আমার হাঁস ফ্যাসফেসে গলার বিপরীতে
স্থির নিস্কম্প, রাতের জলসা শেষের নিভে যাওয়া প্রদীপ চোখে
ধীর স্বর প্রক্ষেপণে, জড়তাহীন জানায় আমি তার গন্তব্যের গতি,
আমার চোখ জ্বলে, নাকের পাটা ফুলে যায়, 'তবে কি বিশ্বাসে ঘাটতি'?

দূরাগত স্বর যেতে যেতে কয়, "পৌরুষের আঘাতে নয়, প্রেমে জয় করতে হয়
বাসি বকুলের মলিন সুবাস কণ্ঠে বলে," অবিশ্বাস নয়, তবে মনে বড় ভয়"!
শেষের সে দিন শেষ কৌতূহল, লোক লজ্জার ভয়, জানাজানির ভয় কি তার?
ফিরে যাওয়া মানুষটি বলেছিল, "ভয় পরস্পরকে জেনে যাবার, শ্রদ্ধা হারাবার"।

আমার কবিতা
মালেক ইমতিয়াজ

আমি বর্ণমালার রাঙা অক্ষরে কবিতা লিখি।
আমার কবিতা বায়ান্ন এবং একাত্তরের দিনলিপি।

ফিলিস্তিনি শিশু ও নারীদের আর্ত চিৎকার পৃথিবীর কানে কানে
পৌঁছে দিতে আমি কবিতা লিখি।
ইরাকে রক্তের হোলি খেলায় যারা মেতেছিল, তাদের জিঘাংসার কথা
আমি কবিতায় বলে দিতে চাই।
মিয়ানমার ও কাশ্মীরের সেইসব অনুপম বালিকাদের ইজ্জত যারা
কেড়ে নিয়েছিল, কিংবা
এমসি কলেজে দলবেঁধে যারা লাল দাগ লাগিয়েছিল সবুজ ঘাসের বুকে।
তাদের ভীভৎস চেহারার বর্ণনা লিখি আমি কবিতায়।

যে ঈর্ষাকাতর কবি বিভাজন ছড়ায়, সে সুন্দরের ফসল ফলাবে কিভাবে?
যে লোভী লেখক, বুদ্ধিজীবি, সাংবাদিক আঁধারে বিক্রি হয় তুচ্ছ মূল্যে,
চরিত্রহীন রাজনীতির মিথ্যাচারে অতিষ্ঠ জনগণ তাদের কথা অনায়াসে
বলি আমার কবিতায়
গুম, হত্যার শিকার মানুষগুলো কে কোথায়?
হয়তো বেওয়ারিশ লাশ হয়ে শুয়ে আছে কোথাও-
আমি তাদের কথাই লিপিবদ্ধ করি কবিতায়।

জলদস্যু, বনদস্যুর ভয় কেটে গেছে সেই কবে।
তবে আধুনিক দস্যুদের মুখোশ উন্মোচন করে দিতে চাই,
আমার কবিতার প্রতিটি রাঙা অক্ষরে।

অয়োময়
গাফফার মাহমুদ

রূপের গ্লামার্স বাড়াতে
রোজ মাখো তিব্বত স্নো

চুলে মাখো সুগন্ধি তেল

পাড়ার ছেলেরা ডাকেড়-
'ও অ্যালোভেরা মেয়ে'

অয়োময় সাদৃশ্য দেহাভ্যন্তর!

আপনার শক্ত টুপি...
বা নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ ছাড়া আপনি কাজ করতে পারবেন না

কাজের জায়গায় থাকার জন্য 1 মার্চ 2021 তারিখের আগে আপনার 40 ঘণ্টার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ করুন।

2017 সালের স্থানীয় আইন 196 এর শর্ত অনুযায়ী, প্রধান নির্মাণ সাইটগুলিতে কর্মীদের 40-ঘণ্টার নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ 1 মার্চ 2021 তারিখের মধ্যে অবশ্যই শেষ করতে হবে।

আপনি বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
আরো তথ্যের জন্য আমাদেরকে ভিজিট করুন
NYC.GOV/NYCSAFETY

NYC Buildings

সাপ্তাহিক ২৫ বছরে
বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

ইতিহাসের বিস্মৃত নায়ক শামসুল হক

এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া

ভুলে যাওয়া আমাদের চরিত্রেরই একটি অংশ। আর এই অংশ হিসেবে আমরা অনেকেই ইচ্ছা করে ভুলে যাই ইতিহাসের অনেক নায়ককে। যারা ইতিহাস রচনা করেন তাদের বেশির ভাগই যেন শাসকগোষ্ঠীকে সন্তুষ্ট করতেই ইতিহাস রচনা করেন। ফলে ইতিহাসের অনেক নায়কই চলে যান ইতিহাসের অন্তরালে। আমাদের রাজনীতির ইতিহাসে প্রায় বিস্মৃত এমনই একজন হলেন শামসুল হক; যিনি ছিলেন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'-এর প্রতিষ্ঠাতা বা প্রথম সাধারণ সম্পাদক। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগই ১৯৫৫ সালে 'আওয়ামী লীগ'-এ রূপান্তরিত হয়। যার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী। আর যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। আওয়ামী লীগের এই প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক হয়েও রাজনীতির ইতিহাসের আড়ালেই রয়ে গেছে শামসুল হকের নাম।

১৯৪৭ পরবর্তী রাজনীতিতে অত্যন্ত জনপ্রিয় রাজনৈতিক সংগঠক ছিলেন শামসুল হক। বিশেষ করে দেশভাগ-উত্তর পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, অসাম্প্রদায়িক চেতনার রাজনৈতিক অভিযাত্রা এবং পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ সরকারবিরোধী রাজনীতিতে তিনি ছিলেন প্রথম সারির নেতা। ছিলেন পাকিস্তান গণপরিষদের সংসদীয় কমিটির সদস্য। যার জন্ম হয়েছিল টাঙ্গাইল জেলার দেলদুয়ার উপজেলার এক নিভৃত গ্রাম মাইঠানে ১৯১৮ সালে ১ ফেব্রুয়ারি মামাবাড়িতে। তার পৈতৃক বাড়ি একই উপজেলার টেউরিয়া গ্রামে।

১৯৪৪ সালের ৯ এপ্রিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অন্যতম নেতা পন্ডিত আবুল হাশিম প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ কর্মী শিবিরের অন্যতম সংগঠক ছিলেন শামসুল হক। এই কর্মী শিবির থেকেই পরবর্তীতে ছাত্রলীগ ও আওয়ামী মুসলিম লীগ (পরে আওয়ামী লীগ) জন্মলাভ করে। তার নেতৃত্বেই এই কর্মী শিবির ১৯৪৫-৪৬ সালে পূর্ব বাংলায় মুসলিম লীগকে জনসাধারণের গণসংগঠনে পরিণত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তান সৃষ্টিতে শামসুল হকের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তৎকালীন নেতৃত্ব অর্থাৎ খাজা নাজিমুদ্দিন, নুরুল আমীন ও ইউসুফ আলি চৌধুরী (ওরফে মোহন মিঞা) গংরা মুসলিম লীগকে তাদের পকেট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেন। এর প্রতিবিধানের লক্ষ্যে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে ১৫০ নং মোগলটুলির অফিসে শামসুল হক, কামরুদ্দীন আহমদ, শেখ মুজিবুর রহমান নানা চেষ্টা অব্যাহত রাখলেও কোনো ফলাফল হয়নি। ফলে তারা নতুন সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন হতে ২৪ জুন ঢাকা রোজ গার্ডেনে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে মুসলিম লীগ কর্মী সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগের বিরোধী রাজনৈতিক দল আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হয়। মওলানা ভাসানী ছিলেন এই দলের সভাপতি। শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক, শেখ



মুজিবুর রহমান যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' নামটি থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেয়া হয়।

১৯৪৯ সালের মার্চ মাসে টাঙ্গাইলের দক্ষিণ মুসলিম কেন্দ্র থেকে মওলানা ভাসানীর সদস্যপদ বাতিল ঘোষণা এবং উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়। এই উপনির্বাচনে মুসলিম লীগ প্রার্থী ছিলেন করটিয়ার জমিদার খুররম খান পন্নী। শামসুল হক তার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করেন। এই নির্বাচনে শামসুল হকের পক্ষে নির্বাচনী অভিযান পরিচালনায় ছিলেন কামরুদ্দীন আহমদ, শওকত আলী, আজিজ আহমদ, শামসুদ্দোহা, মুহম্মদ আলমাস, মুহাম্মদ আউয়াল, হযরত আলী প্রমুখ। এদের বেশির ভাগই ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা। এ নির্বাচনেই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ প্রথম মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ভোট দেয়।

এ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে লিখেছেন– '১৯৪৯ সালের মার্চ মাসের শেষের দিকে অথবা এপ্রিল মাসের প্রথম দিকে টাঙ্গাইলে উপনির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। আমরা ঠিক করলাম, শামসুল হক সাহেবকে অনুরোধ করব মুসলিম লীগের প্রার্থীর বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়তে। শামসুল হক সাহেব শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন, কিন্তু টাকা পাওয়া যাবে কোথায়? হক সাহেবেরও টাকা নেই, আর আমাদেরও টাকা নেই। তবু যেই কথা সেই কাজ। শামসুল হক সাহেব টাঙ্গাইলে চলে গেলেন, আমরা যে যা পারি জোগাড় করতে চেষ্টা করলাম। কয়েক শ' টাকার বেশি জোগাড় করা সম্ভব হয়ে উঠল না। ছাত্র ও কর্মীরা ঘড়ি, কলম বিক্রি করেও কিছু টাকা দিয়েছিল।'

১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ ছাত্ররা সারা প্রদেশে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেয়। ছাত্রদের সেই আন্দোলনে যেসব নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সে দিন গ্রেফতার হন তাদের মাঝে ছিলেন শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ অন্যতম। এই দিনের সংঘর্ষের প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ছাত্রদের সাথে চুক্তি করেন। চুক্তিপত্রটি স্বাক্ষরিত হওয়ার আগে সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে শামসুল হকসহ বন্দী ছাত্রনেতাদের চুক্তিপত্রটি দেখিয়ে তাদের সম্মতি নিয়ে আসেন।

১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি ঢাকার নবাবপুরে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় কর্মপরিষদের বৈঠকে ২১ ফেব্রুয়ারির ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ব্যাপারে নেতিবাচক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাজনৈতিক নেতারা ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ছিলেন না। ২১ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক আমতলায় ছাত্রদের সভার শুরুতে শামসুল হক সেখানে উপস্থিত হন। তিনি ছাত্রদের বোঝাতে চেষ্টা করেন, ওই মুহূর্তে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে যাওয়ার পরিণতি, যা ভবিষ্যৎ আন্দোলন ও অন্যান্য কাজের জন্য সুফল বয়ে আনবে না, আনতে পারে না। তাকে সমর্থন দেন খালেক নেওয়াজ খান, কাজী গোলাম মাহবুব ও সলিমুল্লাহ হলের কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ছাত্র। কিন্তু ছাত্ররা শামসুল হকের কথা শোনেনি। এরপর গাজীউল হকের সভাপতিত্বে শুরু হয় আমতলার সভা। শামসুল হক তখনো চেষ্টা করেন; কিন্তু ছাত্ররা সবাই ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে থাকায় শামসুল হকের কথা সে দিন কেউ শোনেনি। ২১ ফেব্রুয়ারির পর সরকার মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, আবুল হাশিম, মনোরঞ্জন ধর, শামসুল হকসহ কয়েকজনকে জননিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করেছিল।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের অভিযোগে শামসুল হক গ্রেফতার হন এবং কারাবরণ করেন। কারাগারে সরকারের অত্যাচারে ১৯৫৩ সালে মারাত্মক অসুস্থ শরীর ও মানসিক ব্যাধি নিয়ে কারামুক্তি লাভ করেন। আর সে সময়ই তাকে দল থেকেও বহিষ্কার করা হয়েছিল। তার পরের ইতিহাস খুবই করুণ ও বেদনাদায়ক। ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত মানসিক ভারসাম্যহীন শামসুল হককে পথে পথে ঘুরতে দেখেছেন অনেকেই। নতুন দল গঠনের জন্য পরিচিত অনেকের কাছে চাঁদাও চেয়েছিলেন তিনি। তার পর হঠাৎ তিনি নিখোঁজ হন। এই নেতার নিখোঁজ নিয়ে জাতীয় রাজনীতিতে রহস্যের সৃষ্টি হয়।

দীর্ঘ ১০ বছর ধরে বিনা চিকিৎসায় তিনি পথে পথে ঘুরেছেন। ১৯৬৪ সালে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যান শামসুল হক। পথে পথে ঘুরে রোগ শোকে ভুগতে ভুগতে জীবন নিঃশেষ হয়ে যায় তার। নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে তাকে নিয়ে তৈরি হয় রহস্য। তিনি বেঁচে আছেন না মারা গেছেন, তা জানতেন না তার পরিবার এবং দলের লোকজনও। ফলে তাকে নিয়ে দলে বা পারিবারিক পর্যায়ে কোনো শোক বা স্মরণসভা হতে দেখেনি কেউ।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইয়ের শুরুর দিকে প্রায়ই উল্লিখিত হয়েছে এ মহৎ রাজনীতিপ্রাণ মানুষটির নাম। অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে বঙ্গবন্ধু বারবার স্মরণ করেছেন শামসুল হককে। বায়ান্নর উত্তাল সময়ে রাজবন্দী হিসেবে দীর্ঘ সময় তাকে কাটাতে হয়েছে জেলের অভ্যন্তরে। সেই সময় শামসুল হকের অনুপস্থিতি অনুভব করেছেন বঙ্গবন্ধু। লেখায় শামসুল হককে নিয়ে প্রতি মুহূর্তের উদ্বেগের কথা উল্লেখ করেছেন বঙ্গবন্ধু।

তার মৃত্যুর প্রায় ৪২ বছর পর ২০০৭ সালে শামসুল হক গবেষণা পরিষদ টাঙ্গাইলের কালিহাতী উপজেলার কদিম হামজানিতে তার কবর আবিষ্কার করে। ডা: আনসার আলী তালুকদার নামের একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ২০০৭ সালে টাঙ্গাইল শহরের ব্যাপারীপাড়ায় মেয়ের বাসায় বেড়াতে গিয়ে উদঘাটন করেন শামসুল হকের মৃত্যুরহস্য। তার বরাতেই জানা যায়, সেখানে এক বাড়িতে রঙিন একটি ক্যালেন্ডারে শামসুল হকের ছবি দেখতে পান তিনি। ক্যালেন্ডারে শামসুল হকের ছবির পাশে বাংলা হরফে লেখা ছিল 'আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক ও ভাষা আন্দোলনের রূপকার'। ছবিটি দেখে ডা: আনসার আলীর ৪২ বছর আগের কথা মনে পড়ে যায়। ডা: আনসার আলী তালুকদার নিজেও তৎকালীন মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী ছিলেন। রাজনীতি করার সুবাদে তিনি আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শামসুল হককে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন ও জানতেন। বিভিন্ন সভা-সমাবেশে শামসুল হকের ভাষণও শুনেছেন। এরপর তিনি বিষয়টি নিয়ে এলাকার প্রবীণ লোকদের সাথে কথা বলেন। তারা সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি জানালে ৪২ বছর পর শামসুল হকের মৃত্যু সম্পর্কে জানতে পারে দেশের জনগণ।

শামসুল হক গবেষণা পরিষদের মাধ্যমেই দেশবাসী জানতে পারে, ১৯৬৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে জোকারচর গ্রামের মহিউদ্দিন আনসারী নামের এক নামকরা কংগ্রেস নেতা কলকাতা থেকে সিরাজগঞ্জ হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। ফেরার পথে কোনো এক স্থানে মানসিক ভারসাম্যহীন ও ভয়াবহ অসুস্থ অবস্থায় শামসুল হককে দেখতে পেয়ে তিনি বাড়িতে নিয়ে আসেন। সে সময় গ্রামের হাতেগোনা কয়েকজন সচেতন ও শিক্ষিত লোক ছাড়া শামসুল হককে কেউ চিনতেন না। অসুস্থ শামসুল হক মহিউদ্দিন আনসারীর বাড়িতে সাত দিন থাকার পর জ্বরে ভুগে ১৯৬৫ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। স্থানীয় হোমিও চিকিৎসক শুকলাল দাস শামসুল হকের চিকিৎসা করেন। তিনি যে দিন মারা যান সে দিন ছিল শনিবার ওই এলাকার হাটবার। হাটে গইজা খলিফার দোকান থেকে ডা: আনসার আলী ও কংগ্রেস নেতা মহিউদ্দিন আনসারীর মেজো ছেলে রইসউদ্দিন আনসারী কাফনের কাপড় কিনে আনেন। মহিউদ্দিন আনসারীর বাড়ির সামনের ছোট মাঠে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর শামসুল হককে কদিম হামজানি কবরস্থানে দাফন করা হয়।

ডা: আনসার আলী মনে করেন, মহিউদ্দিন আনসারী ছিলেন নামকরা একজন কংগ্রেস নেতা। অন্য দিকে শামসুল হক ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী রাজনীতি করলেও তাদের মধ্যে দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব ছিল। একজন কংগ্রেস নেতার বাড়িতে শামসুল হক মারা যাওয়ার ঘটনাটি নিয়ে রাজনৈতিক কলহ ও দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হতে পারে এমন আশঙ্কা করেই শামসুল হকের মৃত্যুর ঘটনা গোপন রাখা হয়। এরপর একসময় বিষয়টি সবাই ভুলে যায়।

বাংলাদেশের মানুষের স্মৃতি থেকে প্রায় হারিয়ে যাওয়া এই রাজনীতিবিদের কথা পাওয়া যায় আবু জাফর শামসুদ্দীনের 'আত্মস্মৃতি : সংগ্রাম ও জয়' বইতে। আবু জাফর শামসুদ্দীন লিখেছেন, '১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে তাকে (শামসুল হককে) আটক করা হয়। তখন তিনি বিবাহিত, একটি কন্যাসন্তানের বাবা। স্ত্রী নরসিংদী জেলার সেকান্দার মাস্টার সাহেবের মেয়ে আফিয়া খাতুন এমএ কলেজের লেকচারার। জেলখানায় শামসুল হকের মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। নিজ পরিবারের প্রতি তার মনে সন্দেহ দানা বাঁধে। আফিয়া খাতুন তাকে ত্যাগ করেন। আফিয়া এখন পাকিস্তানে মিসেস আফিয়া দিল। শামসুল হক সম্পূর্ণ বিকৃত মস্তিষ্ক অবস্থায় জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসেন। আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক শামসুল হকের চিকিৎসায় আওয়ামী মুসলিম লীগ কোনো উদ্যোগ নিয়েছিল বলেও মনে পড়ে না। শামসুল হক ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেন; কখনো বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে উপস্থিত হয়ে টাকা ধার চাইতেন, কেউ সমাদর করলে আহার করতেন। টাঙ্গাইলের ওয়াটারলু বিজয়ী শামসুল হকের মৃত্যু কোথায় কী অবস্থায় হলো তার কোনো বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে দেখিনি। শোকসভাও করেনি কোনো রাজনৈতিক দল বা অন্যরা। অথচ এই শামসুল হক একদিন ছিলেন বাংলার তরুণ মুসলিম ছাত্রসমাজের প্রিয় নেতা ১৯৫২ সালেও ভাষাসংগ্রামী এবং আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক।'

শামসুল হকের কথা এখনো অনেকেই জানেন না। যে দল তিনি গড়েছিলেন, যে দলে তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, ওই দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগও তাকে ভুলতে বসেছিল। ঘটা করে কেউ শামসুল হকের জন্মদিন বা মৃত্যুদিনও পালন করে না। শামসুল হকের প্রথম জীবনে যতই বর্ণাঢ্য ও আলোকোজ্জ্বল হোক না কেন, শামসুল হকের শেষ জীবন ছিল কষ্টের ও মর্মান্তিক। এমন একদিন অবশ্যই আসবে যখন কেউ না কেউ এগিয়ে আসবেন আবেগ-কল্পনা-পূর্বনির্ধারিত ধারণা-দলীয় বা গোষ্ঠীগত দৃষ্টিভঙ্গি ও আচ্ছন্নতা নেতা বা দলের প্রতি অন্ধভক্তিবাদ-আত্মমহিমার মোহ ইত্যাদির ঊর্ধ্বে উঠে নিরঙ্কুশ সত্যের আলোকে প্রামাণ্য ইতিহাস লিখতে। নিশ্চিত যে ইতিহাস আবার পর্যালোচিত হবে। যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেয়া হবে। শামসুল হকের ১০৩তম জন্মবার্ষিকীতে গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে এটিই প্রত্যাশা করি। হ

লেখক : রাজনীতিক ও কলাম লেখক
মহাসচিব, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-বাংলাদেশ ন্যাপ ও আহ্বায়ক, জাতীয় কৃষক-শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন



খালেদা জিয়াকে নিয়ে দায়সারা বিএনপি

(প্রথম পাতার পর)

মতামতের তোয়াক্কা না করে মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অনেকটা কাগুজে কর্মসূচিতেই ছিল দলটি। তৃণমূলের ক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা বলছেন, ৫০২ সদস্যের কেন্দ্রীয় 'ঢাউস' কমিটির নেতারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। বেগম জিয়াকে নিয়ে ভাবনা নেই তাদের। আবার আইনি লড়াইয়েও সফলতার মুখ দেখেননি দল সমর্থিত আইনজীবীরা। বেগম জিয়ার ঘনিষ্ঠজনেরা বলছেন, তাঁর জামিন নিয়ে দলের আইনজীবীদের ভূমিকায়ও বিভিন্ন সময় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অভিযোগ আছে, বেগম জিয়ার জামিনের চেয়ে আদালতপাড়ায় নিজেদের শোডাউনকেই বেশি গুরুত্ব দেন দলের আইনজীবীরা।

অসুখে-বিসুখে গুলশান এভিনিউর 'ফিরোজা'য় এখন একান্তেই সময় কাটছে বয়োবৃদ্ধ বেগম খালেদা জিয়ার। রাজনীতির বাইরে থাকা বিএনপিপ্রধানের সময় কাটে পত্রপত্রিকা ও টিভির খবরাখবর দেখে। সময়-সুযোগে লন্ডনে থাকা পুত্র তারেক রহমান, দুই পুত্রবধূ ও নাতনিদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি কেবল চিকিৎসকরাই যেতে পারছেন ফিরোজায়। অতি জরুরি প্রয়োজনে দলের দু-এক জন নেতাকে মাঝেমধ্যে তিনি ডেকে পাঠান।

২০১৮ সালের ৮ ফেব্রুয়ারী জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় পাঁচ বছরের সাজায় কারাজীবন শুরু করেন খালেদা জিয়া। পরে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায়ও তাঁর সাজার রায় হয়। তাঁর বিরুদ্ধে আরও ৩৪টি মামলা রয়েছে। ২৫ মাসের বেশি সময় কারাবন্দী থাকার পর চলতি বছরের ২৫ মার্চ খালেদা জিয়া করোনাকালে পরিবারের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে 'মানবিক বিবেচনায়' সরকারের নির্বাহী আদেশে শর্ত সাপেক্ষে ছয় মাসের জন্য মুক্তি পান। এরপর আরও এক দফা তাঁর জামিনের মেয়াদ বাড়ানো হয়। জামিনে মুক্তির পর থেকে তিনি ফিরোজায় রয়েছেন। বিএনপি বলছে, গুলশানে ভাড়া বাসায় থাকলেও কার্যত গৃহবন্দী বেগম খালেদা জিয়া। তাঁকে বিধিনিষেধের আওতায় রাখা হয়েছে। তবে বেগম জিয়ার মুক্তি ইস্যুতে রাজপথে ধ্বংসাত্মক কোনো আন্দোলন কর্মসূচি দিতে তিনি নিজেই বারণ করেছেন। তাই তাঁর মুক্তি দাবিতে রাজপথের শান্তিপূর্ণ সভা-সমাবেশ কর্মসূচি চলছে। আগামীকাল সোমবার তাঁর কারাগারে যাওয়ার তিন বছর পূর্তি। ঢাকা মহানগরীসহ দেশে সব জেলা ও মহানগরে কাল প্রতিবাদ সমাবেশ কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়েছে।

বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বলেন, 'দেশ ও জাতির জন্য দুর্ভাগ্য যে আজ তিন বছর ধরে গণতন্ত্রের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া কারাবন্দী। তাঁর মুক্তির জন্য আমরা আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি রাজপথের কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু দেশে আইনের শাসন ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকায় তাঁর কারামুক্তিতে বিলম্ব হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'রাজপথের আন্দোলন কর্মসূচির মাধ্যমেই আমাদের দাবি আদায় করে ছাড়ব।'

বিএনপিসূত্রে জানা যায়, খালেদা জিয়ার মুক্তি ইস্যুতে আপাতত রাজপথের কঠোর কোনো কর্মসূচিতে যাচ্ছে না দলটি। করোনায় দীর্ঘদিন সাংগঠনিক কর্মকান্ড স্থগিত থাকার পর দল গোছানোয় বিএনপির এখন মনোযোগ। অঙ্গসংগঠনের পাশাপাশি মূল দল বিএনপি ও মহানগর পর্যায়ের কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। করোনা পরিস্থিতির আরও উন্নতি হলে এপ্রিলের মধ্যে ছোট পরিসরে বিএনপির কেন্দ্রীয় কাউন্সিল হতে পারে। এরপর দল কঠোর কর্মসূচির দিকে যাবে। এর আগে সরকারবিরোধী ছোট-বড় দল নিয়ে বৃহত্তর মোর্চা তৈরির চেষ্টা করা হবে। এরপর সরকারবিরোধী বৃহত্তর কর্মসূচিতে যাওয়ার চিন্তা। বেগম জিয়ার মুক্তির পাশাপাশি নতুন নির্বাচনের দাবি নিয়ে রাজপথে সরব থাকবে বিএনপি। তবে মাঝেমধ্যেই ইস্যুভিত্তিক সভা-সমাবেশ, মানববন্ধন কর্মসূচি চলবে। এরই অংশ হিসেবে আগামীকাল সারা দেশে সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবিতে চট্টগ্রাম মহানগরে ১৩ ফেব্রুয়ারি, বরিশালে ১৮ ফেব্রুয়ারি, খুলনায় ২৭ ফেব্রুয়ারি, রাজশাহীতে ১ মার্চ, ঢাকা মহানগরী উত্তরে ৩ মার্চ আর দক্ষিণে ৪ মার্চ সমাবেশ কর্মসূচিও দেওয়া হয়েছে।

বিএনপির শীর্ষ নেতাদের অভিযোগ, সরকারের বিভিন্ন সংস্থা উপজেলা, জেলা ও মহানগর পর্যায়ের নেতাদের তালিকা সংগ্রহ করছে। এ নিয়ে তারা প্রত্যেক নেতার প্রোফাইল তৈরি করছে। সারা দেশে একযোগে এ কাজ চলছে। ৩ ফেব্রুয়ারি এ কাজ শুরু হয়েছে, ২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। বিএনপি নেতা-কর্মীদের ভয়ভীতি দেখানোর পাশাপাশি যাতে আন্দোলন করতে রাজপথমুখী সরব না হন সে জন্যই সরকার বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে এ কাজ করছে।বিএনপির সিনিয়র এক নেতা জানান, বেগম খালেদা জিয়া, তারেক রহমান, দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর থেকে শুরু করে স্থায়ী কমিটিসহ তৃণমূলের প্রায় ৩৫ লাখ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে কয়েক লাখ মামলা রয়েছে। হাজার হাজার নেতা-কর্মী জেলে। অসংখ্য নেতা-কর্মী গুম-খুন। এখন নানা সংস্থা দিয়ে তালিকা সংগ্রহের নামে ভয়ভীতি দেখানো হবে 'ব্যাঙের সর্দির' মতো। এসব করে কোনো লাভ হবে না। বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান বরকতউল্লা বুলু বলেন, 'গণতন্ত্রের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি দাবিতে রাজপথের আন্দোলন কর্মসূচির কোনো বিকল্প নেই। ফ্যাসিবাদি এ সরকারকে হঠাতে এখন আমরা দল গোছানোর কার্যক্রম শুরু করেছি। পাশাপাশি জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থে সরকারবিরোধী সব দল-মতের ঐক্য চাই। অন্য কোনো পথ নয়, গণতান্ত্রিকভাবেই এ সরকারের পরিবর্তন চাই। জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত করাই আমাদের লক্ষ্য।'

বিএনপির কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বলেন, 'তৃণমূল নেতা-কর্মীদের বক্তব্য হলো আন্দোলন ছাড়া বেগম জিয়ার মুক্তি মিলবে না। করোনার কারণে এত দিন কোনো কর্মসূচি ছিল না। আমরা যদি বেগম জিয়ার মুক্তি চাই, আমাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনতে চাই সে জন্য আন্দোলনই আমাদের একমাত্র পথ। নরম কথা বা নরম কর্মসূচি দিয়ে দাবি আদায় করা যাবে না।'

এদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য কিছু দিন আগেও খালেদা জিয়াকে লন্ডনে পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়। বর্তমানে সে উদ্যোগ স্থগিত আছে বলে জানা যায়। অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টের জন্য সরকার ও পরিবারের সমঝোতার মাধ্যমে বেগম জিয়াকে লন্ডনে পাঠানোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। কূটনৈতিক মহলও এ নিয়ে উদ্যোগী হয়। সরকার অনুমতি দিলে ব্রিটিশ হাইকমিশন বেগম জিয়ার চিকিৎসার জন্য ভিসা দেওয়ার ঘোষণা দেয়। এ প্রসঙ্গে ব্রিটিশ হাইকমিশনার রবার্ট ডিকসন বলেছিলেন, সরকার অনুমতি দিলে খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য তারা ব্রিটেন যেতে ভিসা দেবেন। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ জন্য ব্রিটিশ সরকার ও হাইকমিশনারকে ধন্যবাদও জানান। কিন্তু হঠাৎই এ প্রক্রিয়া থেমে যায়। এখন বিএনপি ও পরিবারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, টিকা এলেও করোনাভাইরাস সংক্রমণ এখনো কমেনি। লন্ডন ও বাংলাদেশের অবস্থার এখনো আশানুরূপ উন্নতি হয়নি। এ জন্য বেগম জিয়া নিজেও লন্ডনে যেতে আগ্রহী নন। অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকেও কোনো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না বলে জানা গেছে। উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে পাঠানো প্রসঙ্গে খালেদা জিয়ার বোন সেলিনা ইসলাম বাংলাদেশ প্রতিদিনকে বলেন, 'সেখানে কীভাবে পাঠাব? সেখানেও তো করোনার অবস্থা ভয়াবহ। দুই দেশের করোনা পরিস্থিতি ভালো হলেই দেশের বাইরে উন্নত চিকিৎসার জন্য পাঠানো যায় কিনা চিন্তা করা হবে।'

বেগম জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক দলের সিনিয়র সদস্য, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেন বলেন, 'ম্যাডামের (খালেদা জিয়া) শারীরিক অবস্থা আগের মতোই। ডায়াবেটিস এখনো ওঠানামা করে। আগে জয়েন্টে জয়েন্টে যে ব্যথা ছিল সেগুলো এখনো আছে। এখনো তিনি আগের মতো হেঁটাচলা করতে পারেন না।'



আফ্রিকার করোনান বিরুদ্ধে

(প্রথম পাতার পর)

দিয়েছেন। উইটওয়াটারস্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয় ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জরিপে দেখা গেছে, দক্ষিণ আফ্রিকার ধরনের বিরুদ্ধে এই টিকার কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গেছে।

আলজাজিরা, গার্ডিয়ান, ফিন্যানসিয়াল টাইমস তাদের খবরে বলছে, করোনাভাইরাসের বিভিন্ন ধরনের মধ্যে বিজ্ঞানী ও জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের জন্য সবচেয়ে উদ্বেগের কারণ হলো কথিত ব্রিটিশ, দক্ষিণ আফ্রিকা ও ব্রাজিলীয় ধরন।

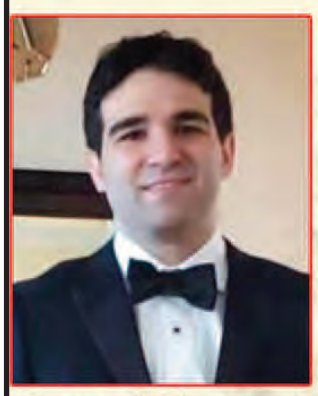
প্রাণঘাতী করোনার অন্যান্য ধরনের চেয়ে এগুলো বেশি সংক্রামক। ছোট আকারের প্রথম ও দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষার প্রাথমিক উপাত্ত বলছে, দক্ষিণ আফ্রিকার বি.১.৩৫১ ধরনের কারণে প্রাথমিকভাবে হালকা রোগের বিরুদ্ধে অক্সফোর্ডের করোনার টিকা কার্যকারিতা সীমিত ছিল।

খবরে বলা হয়েছে, পরীক্ষায় অংশ নেয়া দুই হাজার অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেউ-ই হাসপাতালে ভর্তি হননি কিংবা মারা যাননি। কিন্তু মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে এই টিকার প্রভাব যথাযথভাবে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হওয়া যায়নি।

অস্ট্রাজেনেকা বলছে, মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে এই টিকা কার্যকর হবে বলে তাদের বিশ্বাস। মারাত্মক রোগের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দিচ্ছে, এমন অন্যান্য করোনা টিকার মতোই আমাদের টিকার নিষ্ক্রীয়করণ অ্যান্টিবডির কার্যক্রম।

১২ ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

এখন থেকেই ট্যাক্স ফাইলিংএর প্রস্তুতি নিন।

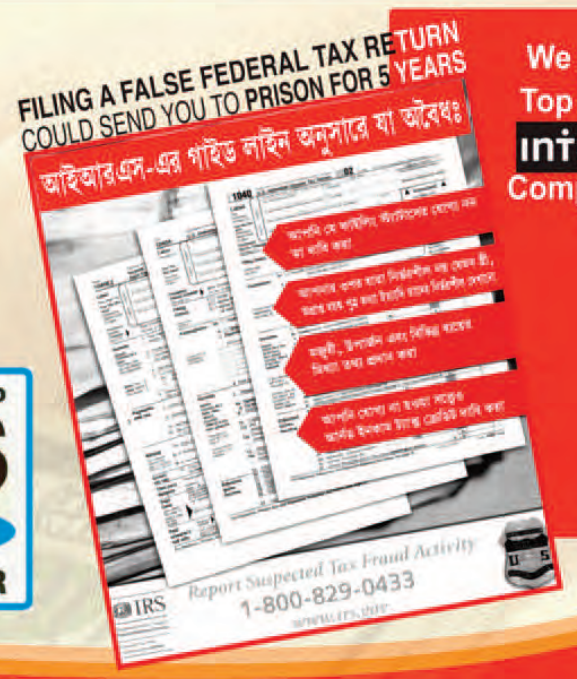


Steven M. Levy CPA

আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



We are Top 500 Intuit Company

Southeast USA Income Tax Services

জ্যাকসন হাইটস:
74-09 37th Avenue, Suite# 206
Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207
Cell: 917-566-1612

জ্যামাইকাঃ
168-16 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
Phone:718-487-4507
Cell:646-464- 5944

ব্রংক্স:
1445 Unionport Road, Bronx, NY.
পার্কচেস্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
Phone: 347-621-0378
718-427-5919

e-mail: usa.bd54@gmail.com

দীঘির কড়া জবাব

বিনোদন ডেস্ক: চলচ্চিত্রে শিশুশিল্পী হিসেবেই তুমুল জনপ্রিয় ছিলেন প্রার্থনা ফারদিন দীঘি। তিনবার পেয়েছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার। এরইমধ্যে সেই ছোট দীঘি নায়িকা হিসেবেও যাত্রা করেছেন। শুরুটা হয় শাপলা মিডিয়ার ব্যানারে শামীম আহমেদ রনির পরিচালনায় 'টুঙ্গিপাড়ার মিয়া ভাই' চলচ্চিত্রের মাধ্যমে। একই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের ব্যানারে আরো পাঁচটি সিনেমার কথা ছিল দীঘির। তবে সেই সিনেমাগুলো থেকে বাদ পড়েছেন তিনি, সিনেমাপাড়ায় এমন খবরই চাউর হয়েছে। এ ব্যাপারে দীঘির সঙ্গে কথা হলে তিনি কড়া জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেন, শাপলা মিডিয়ার একটা সিনেমাতেই আমি চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলাম। শুটিংও করেছি। বাকি যে সিনেমাগুলোর কথা বলা হচ্ছে সেগুলো মৌখিকভাবে কথা হয়েছে। কাগজে-কলমে যার কোনো ভিত্তি নেই। চুক্তি না হলে সিনেমা থেকে বাদ পড়লাম কীভাবে, জানি না আমি! যাই হোক



এ ব্যাপারে চিন্তা করার সময় পাচ্ছি না। এখন বঙ্গবন্ধুর বায়োপিকের মধ্যে ডুবে আছি। সপ্তাহ খানের বেশি সময় ধরে মুম্বইতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বায়োপিক 'বঙ্গবন্ধু'র শুটিং করছেন দীঘি। এ চলচ্চিত্রে বঙ্গবন্ধুর স্ত্রী বেগম ফজিলাতুন্নেছা রেণু অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মায়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন অভিনেত্রী। চলচ্চিত্রটিতে তাকে কৈশোরের 'রেণু'র ভূমিকায় দেখা যাবে। দীঘি জানালেন, 'বঙ্গবন্ধু'-র কাজে কোনো ছাড় দিচ্ছেন না। পুরো মনোযোগ দিয়ে কাজ করছেন এবং অভিজ্ঞতার ঝুলিতে প্রতিনিয়তই নতুন কিছু যুক্ত হচ্ছে। এতো বড় ক্যানভাসের একটি সিনেমায় কাজ করাটা সত্যিই সৌভাগ্যের বিষয়। সিনেমাটি তার ক্যারিয়ারের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে বলেও উল্লেখ করেন দীঘি। গত ২২ জানুয়ারী মুম্বই গিয়েছেন দীঘি। ২ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত সেখানে চিত্রায়ণ চলবে তার। তারপর ফিরবেন দেশে, মার্চের শেষে আবার যাবেন মুম্বই। এরপরই শেষ হবে বায়োপিকে দীঘির অংশে কাজ। উল্লেখ্য, 'চাচ্চু', 'দাদী মা', 'পাঁচ টাকার প্রেম'র মতো হিট ছবিতে অভিনয় করে চলচ্চিত্রে দর্শকদের মন জয় করে ছোটকালেই তারকা বনে যান দীঘি। সে সময় টানা ৩৬টি চলচ্চিত্রে তিনি অভিনয় করেন।

এবার ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে কঙ্গনা



বিনোদন ডেস্ক: এবার ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে অভিনয় করবেন কঙ্গনা রানাওয়াত। জয়ললিতার বায়োপিকের পর ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে অভিনয় করতে দেখা যাবে কঙ্গনাকে। নিজের সোশ্যাল হ্যান্ডেলে ইতিমধ্যেই বিষয়টি নিয়ে ইঙ্গিত দেন কঙ্গনা। যেখানে তিনি জানান, ইন্দিরা গান্ধীর কোনো বায়োপিক তৈরি করা হচ্ছে না। এটি একটি রাজনৈতিক ছবি। যেখানে তিনি ইন্দিরা গান্ধীর চরিত্রে অভিনয় করবেন তিনি। কঙ্গনা টুইট করে ইতিমধ্যেই ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে তার পরবর্তী সিনেমার লুক প্রকাশ করেছেন। ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে যে ছবি তৈরি করা হচ্ছে, তার চিত্রনাট্যের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। এই ছবিতে কঙ্গনার পাশপাশি আরও বেশ কয়েকজন অভিনেতা রয়েছেন। ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে যে রাজনৈতিক ছবি তৈরি করা হচ্ছে, তা নিয়ে তিনি উচ্ছসিত বলে জানান কঙ্গনা। সূত্র: জিনিউজ

ভারত নয়, প্রিয়াঙ্কা অস্কার পেলে কৃতিত্ব জোনাস পরিবারের!



বিনোদন ডেস্ক: অস্কারের সঙ্গে বলিউড নায়িকা প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার যোগাযোগ বেশ কয়েক বছরে! অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডস-এর ২০১৮ সালের ৯০তম আসরে সঞ্চালনার ভূমিকায় ছিলেন এই নায়িকা। পরে ২০১৬ সাল থেকেই লাগাতার তাকে দেখা যাচ্ছে অস্কারের রেড কার্পেটে আর আফটার পার্টিতে। আসন্ন আসরে যদি সেই মঞ্চেই একটা পুরস্কার প্রিয়াঙ্কার হাতে ওঠে...। এ নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে অরবিন্দ আদিগারের দ্য হোয়াইট টাইগার ছবিটি মুক্তির পর।

জানা গেছে, চলতি বছরের অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডের নমিনেশন পেতে চলেছে ছবিটি। সেই সূত্রেই উঠে এসেছে প্রিয়াঙ্কার অস্কার পাওয়ার খবর। কিন্তু যদি সত্যিই তা ঘটে যায়, সেক্ষেত্রে ব্যাপারটাকে ভারতের গর্ব হিসেবে বিবেচনা করা যাবে না। বরং, দেখতে হবে জোনাস পরিবারের কৃতিত্ব হিসেবে। নায়িকার স্বামী নিক জোনাসই নাকি এমন দাবি করেছেন। সম্প্রতি প্রিয়াঙ্কা নিজেই সে কথা সবাইকে জানিয়েছেন। বলা হয়েছে, প্রিয়াঙ্কা সম্প্রতি উপস্থিত ছিলেন জাস্ট জেয়ার্ডের পডকাস্ট শো ভ্যারাইটিজ অ্যাওয়ার্ডস সার্কিটে। সেখানে কথায় কথায় তিনি জানিয়েছেন যে অনুরাগীদের মতো তার স্বামীও এই সম্ভাবনা নিয়ে দারুণ উত্তেজিত! তিনি বলেছেন, প্রিয়াঙ্কাই হবেন জোনাস পরিবারের সেই প্রথম সদস্য যার হাতে অস্কার দেখা যেতে পারে! আর এখান থেকেই ফের শুরু হয়ে গিয়েছে সেই পুরনো বিতর্ক!



সংস্কৃতি অঙ্গণের ৬ ব্যক্তিত্ব একুশে পদক পাচ্ছেন

বিনোদন ডেস্ক: এ বছর শিল্প ও সংস্কৃতিতে অবদান রাখায় একুশে পদক পাচ্ছেন ৬ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব। গত ৪ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব অসীম কুমার দে স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে নাম ঘোষণা করা হয়। ৬ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন, সংগীতে পাপিয়া সারোয়ার, অভিনয়ে রাইসুল ইসলাম আসাদ ও সুজাতা, অভিনয়-নির্দেশনায় আহমেদ ইকবাল হায়দার, নির্মাণে সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী এবং আবৃত্তিতে ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

এক প্রতিক্রিয়ায় রাইসুল ইসলাম আসাদ বলেন, 'নি:সন্দেহে ভীষণ ভালো লাগছে। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বিশাল ব্যাপার। বর্তমান সরকার মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সরকার। মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে যারা মনেপ্রাণে সম্পৃক্ত তাদের 'জাতির জনক' বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যথযাথ সম্মান দিয়ে আসার চেষ্টা করছেন। এটাও ভালো লাগার বিষয়। রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাচ্ছি, তাতে আমার এবং আমার পরিবারে আনন্দ বইছে। একুশে পদকপ্রাপ্তিতে আমি ভীষণ খুশি।'

সুজাতা আজিম: তন্দ্রা মজুমদার, এখন লোকে 'সুজাতা আজিম' নামেই চেনে। তিনি কুষ্টিয়ার থানাপাড়া জমিদার বাড়ির মেয়ে। রূপালি পর্দার প্রথম 'রূপবান' তিনি। ১৯৬৫ সালের রূপবান চলচ্চিত্রে অভিনয়ের জন্য তিনি পরিচিত। আছে আরও অনেক স্মরণীয় চরিত্র। সংসারও করেছেন এক নায়কের সঙ্গে। অভিনেতা আজিমের সঙ্গে ১৯৬৭ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ১৯৭৮ সালের পর প্রায় একযুগ অভিনয় থেকে দূরে থাকলেও বর্তমানে তিনি টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন।

রাইসুল ইসলাম আসাদ: আসাদুজ্জামান মোহাম্মদ রাইসুল ইসলাম। যিনি রাইসুল ইসলাম আসাদ নামে পরিচিত। ১৯৫২ সালের ১৫ জুন তার জন্ম। তিনি বেতার, মঞ্চ, টেলিভিশন এবং চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। তিনি চার বার শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৭২ সালে আসাদ প্রথম মঞ্চ নাটকে অভিনয় করেন, 'আমি রাজা হব না' এবং 'সর্পবিষয়ক' নামের দুইটি নাটকে। তার প্রথম চলচ্চিত্র ১৯৭৩ সালে মুক্তি পাওয়া 'আবার তোরা মানুষ হ'। আসাদ নাটক পরিচালনাও করছেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন আসাদ ঢাকায় গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

পাপিয়া সারোয়ার: পাপিয়া সারোয়ার একজন বাংলাদেশী সঙ্গীত শিল্পী। তিনি রবীন্দ্রসঙ্গীতের একজন প্রকাশক। ২০১৩ সালে তিনি বাংলা একাডেমি থেকে রবীন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। ২০১৫ সালের বাংলা একাডেমি ফেলোশিপ লাভ করেন। তিনি ১৯৬৬ সালে ছায়ানটে ওয়াহিদুল হক, সনজীদা খাতুন এবং জাহেদুর রহিমের কাছে এবং পরবর্তিতে বুলবুল ললিতকলা একাডেমিতে সঙ্গীত দীক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯৬ সালে 'গীতসুধা' নামে একটি গানের দল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আহমেদ ইকবাল হায়দার: স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের বিকাশে যে কয়জন মানুষের অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে তাদের মধ্যে আহমেদ ইকবাল হায়দার অন্যতম। বাংলাদেশের নাট্য আন্দোলনের অন্যতম এই পুরোধা ব্যক্তিত্ব চট্টগ্রামের 'তির্যক' নাট্যদলের দলপ্রধান।

সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী: একজন বাংলাদেশী চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক এবং কাহিনীকার সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী। তিনি ১৯৮০ সালের চলচ্চিত্র ঘুড্ডি এর কাহিনী লিখে বাংলাদেশ জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার শ্রেষ্ঠ সংলাপ রচয়িতার পুরস্কার লাভ করেন।

ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়: একাধারে বাংলা উচ্চারণ বিশেষজ্ঞ, আবৃত্তি শিল্পী, নাট্যাভিনেতা ও লেখক। তথ্য মন্ত্রণালয়ের জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক ড. ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বর্তমানে স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের একজন শিক্ষক।

মোল্লার কাছ থেকে ঝালমুড়ি কিনে খেতেন রাজ্জাক-শাবানা-মান্না-শাবনূর



রাজ্জাক, শাবানা, মান্না ও শাবনূর। ছবি : সংগৃহীত

বিনোদন ডেস্ক: ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থায় (এফডিসি) ঝালমুড়ি বিক্রি করে আসছেন মোল্লা। রাজ্জাক, শাবানা, আলমগীর, মান্না, সালমান শাহ, শাবনূর থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের এমন কোন তারকা নেই যে তার হাতের ঝালমুড়ি খাননি। কিন্তু ৪৯ বছর পর এই এফডিসি ছেড়ে গ্রামে চলে যাচ্ছেন মোল্লা। কারণ, বর্তমানে তিনি অসুস্থ, হাত-পা আগের মতো সচল নেই। এক হাত অবশ। অন্য হাত দিয়েই সাড়তে হয় কাজ। মোল্লা জানান, 'সেই ১৯৭২ সাল থেকে আমি এখানে ঝালমুড়ি বিক্রি করি। রাজ্জাক, শাবানা, আলমগীর, মান্না, সালমান শাহ, শাবনূরসহ দেশের এমন কোনো তারকা নেই যে আমার মুড়ি খান নি। পাশাপাশি এফডিসির মসজিদে ইমাম হিসেবেও কাজ করেছি। এখন বয়স হয়েছে। ঠিকমতো কাজ করতে পারি না। আগে বিক্রি করতাম ৩ কেজি মুড়ি আর এখন বিক্রি করি ১ কেজি মুড়ি। এই টাকা দিয়ে আমার ভাতের পয়সাই হয় না। তাই গ্রামের বাড়ি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সেখানে গিয়ে দোকান করার চিন্তা করেছি। এজন্য তো টাকার দরকার। আমার বাড়ি যাওয়ার কথা শুনে ছেলেরা এই আয়োজন করেছে। চলচ্চিত্র প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পীসহ চলচ্চিত্র কলাকুশলী আমাকে সহযোগিতা করছে।'

তার কথায়, 'এফডিসিতেই কেটে গেছে প্রায় ৪৯ বছর। দীর্ঘদিন ধরে এখানে থাকায় অনেক মায়া জন্মেছে। এই মায়া ছেড়ে আমি যেতে যাই নি। প্রথম অবস্থায় অনেক খারাপ লাগবে। কিন্তু এফডিসিকে আমি আমার নিজের ঘরবাড়ি মনে করি। যখন খারাপ লাগবে তখন আবার চলে আসবো।'

জীবন সায়াহ্নে এসে বাড়ি ফিরতে চান মোল্লা। বাড়ি ফিরে জীবন ধারণের জন্য দরকার তো টাকার। কিন্তু একজন ঝালমুড়ি বিক্রেতার সেই সামর্থ্যই বা কোথায়? এজন্য তাকে সসম্মানে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তার জন্য আয়োজন করা হয় 'মোল্লা যাবে বাড়ি, মোল্লা মুড়ি উৎসব'। এফডিসির সুপরিচিত এই ঝালমুড়ি বিক্রেতার গ্রামের বাড়ি কুমিল্লা জেলার মনোহারগঞ্জ থানার মির্জাপুর গ্রামে। তিন ছেলে ও তিন মেয়ের জনক তিনি। ছেলে-মেয়েরা তারা তাদের সংসার নিয়ে আলাদা। ছোট ছেলেটা এখনো পড়া-লেখা করছে।

মোল্লাকে সু-সম্মানে গ্রামে ফেরত পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। তার জন্য আয়োজন করা হয় 'মোল্লা যাবে বাড়ি, মোল্লা মুড়ি উৎসব'। ২৯ জানুয়ারী শুক্রবার শুরু হয়ে 'মোল্লা মুড়ি উৎসব' চলে ৩১ জানুয়ারী রোববার পর্যন্ত। প্রতিদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত তারকা ও এফডিসির কলাকুশলীরা মোল্লাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করছেন। এখান থেকে যে টাকা উঠেছে তা নিয়েই গ্রামে ফিরে যাবেন মোল্লা। এই উৎসব আয়োজনে ছিলেন মাজহার বাবু, আহম্মেদ তেপান্তর, রাহাত সাইফুল, এ.এইচ.মুরাদ, আসিফ আলম, রঞ্জু সরকার, রুহুল আমিন ভূঁইয়া প্রমুখ।

আয়োজকরা জানান, আমরা চেষ্টা করছি সম্মানের সহিত মোল্লা ভাইকে বাড়িতে ফেরত পাঠাতে। তাই এই আয়োজন।

ফাহিম সালেহের একাউন্টে ৬০ লাখ ডলার

(প্রথম পাতার পর

)ম্যানহাটনে নৃশংস হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছিলেন ফাহিম। তাঁর এ একাল মৃত্যু শুধু যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসই নয় দেশে বিদেশে ছড়িয়ে থাকা স্বদেশীদের শোক গ্রস্ত করেছে। ক্ষুব্ধ করেছে। বাংলাদেশের রাইড শেয়ারিং অ্যাপ পাঠাওয়ের সহ প্রতিষ্ঠাতা ফাহিম সালেহ ৬০ লাখ ডলারের নগদ অর্থ রেখে গেছেন। উন্নয়নশীল দেশের ইলন মাস্ক হিসেবে পরিচিত মাত্র ৩৩ বছর বয়সী ফাহিম সালেহ গত বছরের জুলাই মাসে নিউইয়র্কের হাউস্টন স্ট্রিটের অ্যাপার্টমেন্টে খুন হয়েছিলেন। তাঁর হত্যাকারী হিসেবে গ্রেফতার হওয়া টাইরেস ডেঁভো হ্যাসপিল নামের যুবকটির বিচার এখনো চলছে আদলতে।

মৃত্যুর আগে ফাহিম সালেহ কোন 'উইল' (আইনগত উত্তরাধিকারপত্র) রেখে যাননি। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন আইন রয়েছে। নিউইয়র্কের ম্যানহাটন সারোগেট আদালতে তার এক বোন রিফায়েত সালেহ ফাহিম সালেহ'র সম্পত্তির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আবেদন করেছেন। এ আবেদনের সূত্র ধরে জানা গেছে, মৃত্যুর সময় ফাহিম ৬০ লাখ ডলার রেখে গেছেন।

গত বছর ১৪ জুলাই বিকেলে নিউইয়র্ক নগরের ম্যানহাটানে নিজ অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ফাহিম সালেহর খন্ড বিখন্ড মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। শুরুতে এই হত্যাকান্ডকে চরম পেশাদার কোনো খুনির কাজ বলে ধারণা করা হয়। ঘটনার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে ঘাতককে গ্রেপ্তার করে নিউইয়র্ক পুলিশ। ফাহিম সালেহর সাবেক ব্যক্তিগত নির্বাহী, মাত্র ২১ বছরের টাইরেস ডেঁভো হ্যাসপিলকে পুলিশ ১৭ জুলাই সকালে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেফতারের পর ঘাতক হ্যাসপিল রহস্যজনক আচরণ করেছে। নিজেকে মানসিক বিভ্রান্ত হিসেবে দেখানোর চেষ্টা করেছে। আদালত থেকে হ্যাসপিলকে মনও চিকিৎসার জন্য হাসপাতালেও পাঠানো হয়েছে।

ফাহিম অবিবাহিত ছিলেন। ম্যানহাটনের অ্যাপার্টম্যান্টের জন্য তাঁর ১৮ লাখ ডলারের ব্যাংক ঋণের তথ্য রয়েছে আদালতে করা রিফায়েত সালেহর আবেদনে। নিউইয়র্কের রাজ্য আইন অনুযায়ী সালেহ বিবাহিত না থাকা এবং কোন উইল না থাকায় তাঁর সমুদয় অর্থের আইনগত উত্তরাধিকার মা রায়হানা সালেহ এবং বাবা সালেহ উদ্দিন আহমেদের।

পরিবারের পক্ষ থেকে রিফায়েত সালেহ আদালতে দেয়া নথিতে দ্রুততার সাথে ফাহিম সাল্বের রেখে যাওয়া অর্থের জন্য প্রশাসক নিয়োগের আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর রেখে যাওয়া ব্যবসার কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার জন্য এর প্রয়োজন বলে আবেদনে বলা হয়েছে।

আদালতের আবেদনে বলা হয়েছে, বাবা মা এবং বোনেরা ফাহিম সালেহর ব্যবসা এবং তাঁর উচ্চাকাংখা এগিয়ে নিতে ইচ্ছুক। নিষ্টুরতার সাথে ফাহিম সালেহর চূড়ান্ত সাফল্যের আগেই তাঁকে স্তব্ধ করে দেয়া হয়েছে বলে আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিচারক ফাহম সালেহর অর্থ থেকে থেকে ৪০ লাখ ডলার অর্থ উত্তোলন অনুমোদন দিয়েছেন আবেদনকারীকে। এব্যাপারে নিউইয়র্ক পোস্ট সহ একাধিক সংবাদ মাধ্যম পরিবারের সাথে যোগাযোগ করলে তাঁরা কোন সংবাদমাধ্যমে এ নিয়ে কোন মন্তব্য না করার কথা জানিয়েছেন।

ফাহিম সালেহর হত্যাকান্ডের পর তাঁর বোন এক আবেগঘন ভিডিও বার্তায় স্মরণ করেছিলেন, হত্যাকান্ডের দিন ১৩ জুলাই ফাহিম সালেহ কেমন করে তিন মাইল দৌড়ে ম্যান-হাটানের অ্যাপার্টমেন্টে ফিরেছিলেন। এরপরই তিনি হত্যাকান্ডের শিকার হোন। রবী সালেহ বলেছিলেন, '১৪ জুলাই সকাল ১০টা ৪৭ মিনিটে যখন আমার ফোন বেজে ওঠে, তখনো আমি ছিলাম বিছানায়।'

এই ফোনটি ছিল আত্মীয়ের, যিনি এক ভয়াবহ দুঃসংবাদ দেওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। ফোনে তিনি যখন বলেন যে একটি দুঃসংবাদ আছে, তখনো বোনের পক্ষে বোঝা সম্ভব ছিল না যে ঠিক কী শুনতে যাচ্ছেন তিনি। ভেবেছিলেন, তাঁর মা-বাবা বা পরিবারের কারও হয়তো কোভিড-১৯ হয়েছে। এই ভেবেই তিনি শঙ্কিত হন। কিন্তু যখন শোনেন যে দুঃস-ংবাদটি তাঁর ভাই ফাহিম সালেহ সম্পর্কিত, তখন তিনি স্তম্ভিত হয়ে যান। বলেছিলেন 'ফাহিম আর আমাদের মধ্যে নেই' এই কথাটা তাঁর কাছে কোনো অর্থই তৈরি করছিল না।

গত ১১ ডিসেম্বর ছিল ফাহিম সালেহর জন্মদিন। সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়া নাম অকাল প্রয়াত সন্তন ফাহিম সালেহ'র স্মৃতি নিয়ে সালেহ উদ্দিন আহমেদ লিখেছেন। তাঁর লেখায় 'পাঠাও' প্রতিষ্টার শুরুর গল্প বলতে গিয়ে বিমর্ষ হয়েছেন সালেহ উদ্দিন আহমেদ।

বাবা পুত্রকে নিয়ে লিখেছেন, 'ফাহিমের ৩৪তম জন্মদিন! কাকে জানাব জন্মদিনের শুভেচ্ছা! কাকে গিফট পাঠাব? কাকে জাড়িয়ে ধরব? কাকে সঙ্গে নিয়ে ম্যানহাটনে গিয়ে ডিনার করব? কোনো কিছুরই কোনো উত্তর নেই। আমি শুধু চোখ দুটো শূন্যে মেলে চেয়ে থাকি!

এদিকে ফাহিম হত্যাকান্ডের ঘটনায় গ্রেপ্তার হওয়া টাইরেস ডেঁভো হ্যাসপিলকে জামিন দেয়া হয়নি। নিউইয়র্কের নির্জন কারাগারে অবস্থান করা হ্যাসপিল নিজেকে নির্দোষ দাবি করে আসছেন। ১৮ জুলাই হ্যাসপিলের আইনজীবী স্যাম রবার্টস এক বিবৃতিতে বলেছিলেন, 'আমরা সত্য ঘটনার খুবই প্রারম্ভিক অবস্থায়। এ মামলা দীর্ঘ এবং জটিল হবে।' টাইরেস ডেঁভো হ্যাসপিলের আইনজীবী জনসাধারণকে এ নিয়ে মন খোলা রাখার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ মামলা একজনের গ্রেপ্তার ও অভিযোগের চেয়ে আরও বিস্তৃত বলে টাইরেস ডেঁভো হ্যাসপিলের আইনজীবী অ্যাটর্নি রবার্টস তাঁর বিবৃতিতে উল্লেখ করেছিলেন। করোনা ভাইরাস, লকডাউন সহ নানা কারনে নিউইয়র্কের আদালতগুলোর কার্যক্রম এখনও স্বাভাবিক হয়নি।

ফাহিম সালেহর হত্যায় জড়িত ২১ বছরের তরুণ হ্যাসপিল সম্পর্কে বিস্তারিত আর কোন নতুন তথ্য পুলিশ জানায়নি। প্রসিকিউশন এই হত্যাকান্ডের মোটিভ সম্পর্কে অর্থের লেনদেন এবং ব্যক্তিগত বিরোধের কথা জানিয়েছিলো। ধার নেয়া ৯০ হাজার ডলার ফেরত না দেয়ার জন্য হ্যাসপিল হত্যাকান্ডে প্ররোচিত হয়েছিলো বলেই পুলিশের প্রাথমিক তদন্তের পর জানিয়েছিলো। শুরুতে দ্বিতীয় মাত্রা (সেকেন্ড ডিগ্রী)' র হত্যাকান্ডের অভিযোগ আনা হলেও হত্যাকান্ডের জন্য দাঁয়ের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়ায় হ্যাসপিলের বিরুদ্ধে প্রথম মাত্রা (ফার্স্ট ডিগ্রী),র অভিযোগ আনা হয়।

মিরসর

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডাঃ কাজী জাফরি সাত্তার
ডাঃ এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস (ইউনিক ডেন্টাল)
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
HOW TO REACH US
718-760-5500
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস
অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান
LAW OFFICES OF
SURDEZ & PEREZ, P.C.
We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে
পরামর্শের জন্য ফি লাগে না
Free Consultation
কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি
আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
• গাড়ী দুর্ঘটনা • বার্ণ ইনজুরি
• বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল • নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
• ব্রেইন ইনজুরি • পিছলে পড়ে গেলে
• এলিভেটর একসিডেন্ট • লেড পয়জনিং
• স্কুল লায়াবিলিটি • কুকুর কামড়ালে
• খেলার মাঠে দুর্ঘটনা • ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা
আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা
যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com
32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103
www.surdezperezlaw.com

জ্যাকসন হাইট্স কাজী অফিস
সম্পূর্ণ নিরিবিলি পরিবেশে নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্টার্ড কাজীর মাধ্যমে শরিয়ত সম্মতভাবে বিবাহ সম্পন্ন সহ নিউইয়র্ক সিটি'র 'ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ঃ ৭১৮-৬১৮-৪০৯৩
৪১-২২ ৭৫ স্ট্রিট, ১ম তলা, এলমহার্স্ট, নিউইয়র্ক ১১৩৭৩

গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

মুসলিম কাজী অফিস
ISLAMIC MARRIAGE SOLEMNIZER (NYC/S. REGISTERED)
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো ও নিউইয়র্ক সিটির 'ল' অনুযায়ী ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।
মাওলানা ক্বারী মোহাম্মদ রহমতউল্লাহ মজিদী
এম, এম, বিএস-সি (অনার্স) এম,এস-সি (ভূগোল)
খতিব : ম্যানহাটন ডাউনটাউন ক্যানাল স্ট্রীট জুমা মসজিদ
ইমাম : বায়তুল ইসলাম মসজিদ এন্ড কমিউনিটি সেন্টার, ব্রঙ্কস
ম্যারেজ রেজিস্ট্রার : নিউইয়র্ক স্টেট, ইউএসএ।
পরিচালক : এম, সেতারা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল লিঃ (বাংলাদেশ)। বাংলাদেশ থেকে হজ্ব ও ওমরার বুকিং চলছে।
গ্রুপ ভিত্তিক/বাসায় গিয়ে 'বিশুদ্ধ কোরআন শিক্ষা' দেওয়া হয়।
যোগাযোগঃ ৬৮-১৫, ৩৮ এভিনিউ, ২য় তলা, উডসাইড, নিউইয়র্ক ১১৩৭৭ (৭- ট্রেন, ৬৯ সাবওয়ে-এর অর্থডক উত্তরে)
ফোনঃ 347-612-7397, 718-565-8219

INSURANCE
New/ Renewal
❖ AUTO, HOME, BUSINESS, BLACK CAR, GREEN CAB
❖ FOOD-FRUITS VENDOR, LIABILITY
❖ COMMERCIAL VAN, STORE LIABILITY.
❖ CONSTRUCTION, WORKERS COMP. & DISABILITY.

BEST PRICE AND SATISFACTION GUARANTEED
TDS Insurance Brokerage Corp.
Tel : 718-483-9310, Fax : 718-483-9311
BROOKLYN OFFICE
118 Beverley Rd. Brooklyn, NY 11218

তুর্কি সিরিজ দেখে আমেরিকান নারীর ইসলাম গ্রহণ

(প্রথম পাতার পর)

নারী। জনপ্রিয় টিভি সিরিজ রেসুররেক্শন: আরতুগ্রুল দেখে ওই নারী ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে বলে জানিয়েছে দেশটির সংবাদ সংস্থা আনাদলু এজেন্সি। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর উইসকনসিনের বাসিন্দা ওই নারীর নাম রাখা হয় খাদিজা। তিনি নেটফ্লিক্সে প্রথম এই সিরিজ দেখেন। তিনি বলেন, ওই সিরিজটি যখন চোখে পড়লো তখন দেখা শুরু করলাম। ওই সিরিজের কয়েকটি পর্ব দেখার পর ইসলামের প্রতি আমার আগ্রহ তৈরি হলো।

সিরিজটি সম্পর্কে তিনি বলেছেন, 'এটি এমন একটি ইতিহাস যা সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না।' মহিউ-দ্দিন ইবনে আরাবির সংলাপগুলো তাঁর জীবনের একটি নতুন অর্থ দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। তাঁর (মহিউদ্দিনের) কথাগুলো তাঁকে অনেক ভাবিয়েছে। তাঁকে মাঝে মাঝে কাঁদিয়েছেও।

এই সিরিজের প্রতিটি পর্ব তিনি চারবার করে দেখেছেন। তিনি আবারও দেখা শুরু করেছেন। তিনি জানান, সিরিজটি ইসলামের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির ওপর দারুণ প্রভাব ফেলেছিল। তিনি বলেন, আমি নতুন ইতিহাস শিখতে পছন্দ করি। এটি দেখে আমার চোখ খুলে গেছে- আমি ধর্ম সম্পর্কে যা জানি সে বিষয়ে। আমি এই বিষয়ে আরো জানতে চেষ্টা করি। তিনি জানান, ইতিহাস নিয়ে জানার কৌতূহলই মূলত তাকে এই সিরিজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে। এই সিরিজ দেখার পরে তিনি ইসলাম সম্পর্কে জানতে শুরু করেন।

ইসলাম গ্রহণের আগে ওই নারী ছিলেন একজন



ব্যাপটিস্ট ক্যাথলিক (খৃস্টান)। ইসলাম নিয়ে তাঁর সমস্ত প্রশ্নগুলো পরিষ্কার হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত তিনি ইসলামের প্রতি আরো আগ্রহী হয়ে উঠেন। ইসলাম সম্পর্কে আরো জানার জন্য কুরআনের ইংরেজি ভার্সন পড়ার বিষয়টি উল্লেখ করে তিনি মুসলিম হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। পরে এই প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যাও করেন। একপর্যায়ে তিনি আশেপাশের মসজিদ খোঁজা শুরু করেন। তিনি একটি খুঁজেও পান। সেখানে প্রবেশ করে তিনি তাঁর ব্যাপারে বলেন। তাকে দেখে মুসলিমরা বিস্মিত হন। তিনি বলেন, আমি ঠিক সেদিনই মুসলিম হয়েছি।

ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেওয়ার পর তার বন্ধুরা ব্যাপক প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে বলে জানান খাদিজা। তাঁরা (তার বন্ধুরা) মনে করতেন খাদিজার মগজ ধোলাই করা হয়েছে। তিনি বলেন, এরপর আমি আর কারো সঙ্গে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেনি। আমি তাদের বিশ্বাসে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করিনি। তাদেরও আমার বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ করার কোনো যুক্তিক কারণ নেই।

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ

ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০
ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
Brooklyn
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
Jackson Heights
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112
আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

উইকেন্ড মাক্তাব ও আফটার স্কুল
আল্লাহ্‌র অশেষ মেহেরবাণীতে নিউইয়র্কের সাউথ জ্যামাইকায় আপনার সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষার জন্য আল-মানসুর কালরচারাল সেন্টারে সুব্যবস্থা হয়েছে, তাই পাবলিক স্কুলগামী ৯৮ভাগ মুসলিম শিক্ষার্থীকে আফটার স্কুল ও উইকেন্ড মাক্তাবের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জাগতিক শিক্ষার পাশাপাশি অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় শিক্ষালাভের সুযোগ করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।
ফুলটাইম হিফ্‌জুল কোরআন ক্লাস
ইহা একটি পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস সম্বলিত ৫ বছরের কোর্স যেখানে কায়দা-কোর্‌আন শিক্ষার পাশাপাশি দোয়া, আক্বীদা, আখ্‌লাক, ফিক্‌হ ও হাদীস এবং ইসলামিক ইতিহাস শিক্ষা দেয়া হয়।
সামার ক্লাস
সামার ভ্যাকেশনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সম্পূর্ণ একটি সিলেবাস।
সপ্তাহে ৪ দিন, জুলাই ০২-আগস্ট ৩০।
সকাল ১০:৩০ - দুপুর ১:৩০
বৈশিষ্ট্য সমূহঃ
বিজ্ঞ আলেমদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত
অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী
সিলেবাস ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
শিক্ষাদানের ভাষা ইংরেজী
সেমিষ্টার ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থা
ছেলে মেয়েদের আলাদা সুব্যবস্থা
ভর্তি চলছে!
সম্মানিত সচেতন অভিভাবক! আপনার সন্তানের ধর্মীয় অনুভূতি জাগরণে আপনাকেই নিতে হবে সঠিক সিদ্ধান্ত, আর তা বাস্তবায়ন ও সার্বিক সহযোগিতায় আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।
পরিচালক ঃ শায়েখ মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ্
প্রাক্তন ইমাম, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট কারেকশনাল সার্ভিস।
Al-Mansoor Cultural Center
Learning • Reflecting • Celebrating
ভর্তি চলছে
Tel: 718-475-0904
646-545-1943
646-545-7924
107-57 154 Streeet, Jamaica, NY 11433



আমেরিকান সেনাপ্রধানের সঙ্গে জেনারেল আজিজ আহমেদের সাক্ষাৎ

(শেষের পাতার পর)

বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা পরিদর্শন করেন। উল্লেখযোগ্য সামরিক স্থাপনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ইউএস আর্মি সাইবার কমান্ড, ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড সিকিউরিটি কমান্ড, ট্রেনিং এন্ড ডকট্রিন কমান্ড, ম্যানুভার সেন্টার অব এক্সিলেন্স, জরজিয়া, এবং জয়েন্ট রেডিনেস ট্রেনিং সেন্টার, লুসিয়ানা।

সফরকালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি, অফিস অব দ্যা সেক্রেটারি অব ডিফেন্স ফর পলিসি- সাউথ এন্ড সাউথইস্ট এশিয়া এবং ডিফেন্স সিকিউরিটি কো-অপারেশন এজেন্সির প্রতিনিধির সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সাক্ষাৎকালে, যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতামূলক বিভিন্ন বিষয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে যুক্তরাষ্ট্র বরাবরের মতো বাংলাদেশের পাশে থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান আশা প্রকাশ করেন। বিশেষভাবে, বঙ্গবন্ধু হত্যার মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি রাশেদ চৌধুরীকে দ্রুত বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর ব্যাপারে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সর্বাত্মক সহযোগিতা কামনা করেন। গত ২ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার আমেরিকান সেনাপ্রধান জেনারেল ম্যাকনভিল এর পক্ষ হতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদকে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়।

পরে দুই দেশের সেনাপ্রধানের মধ্যে সৌজন্য সাক্ষাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতামূলক বিভিন্ন বিষয় ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান দুই দেশের মধ্যে মিলিটারি এক্সপার্ট এক্সচেঞ্জ, জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীদের মোতায়েন এবং কাউন্টার টেরোরিজম ও সাইবার ওয়ারফেয়ার বিষয়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আমেরিকান সেনাবাহিনীর সহযোগিতার বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। ভবিষ্যতে আমেরিকান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সামরিক প্রশিক্ষণে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণ বাড়বে বলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান আশা প্রকাশ করেন।

মতবিনিময় অনুষ্ঠানে সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ

আরেক খবরে প্রকাশ, যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনী প্রধানের আমন্ত্রণে দেশটিতে সফরে রয়েছেন বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ। গত ২৯ জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে ঢাকা থেকে রওনা দেন তিনি।

আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদফতর (আইএসপিআর) জানায়, সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ যুক্তরাষ্ট্র সফরকালে অফিস অফ দ্য সেক্রেটারি অফ ডিফেন্স ফর পলিসি সাউথ ও সাউথইস্ট এশিয়া'তে আঞ্চলিক প্রতিরক্ষা এবং দুই দেশের পারস্পরিক সামরিক সহযোগিতা বিষয়ক আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন।

এছাড়াও তিনি আমেরিকান সেনাবাহিনীর বিভিন্ন সামরিক স্থাপনা ও প্রশিক্ষণ সুবিধা পরিদর্শন করছেন। আমেরিকান সেনাপ্রধানের সঙ্গেও সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং আলোচনায় অংশগ্রহণ করছেন। সাক্ষা॥কালে তিনি দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যকার সম্পর্ক আরও জোরদার এবং পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছেন।





যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানকালে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের মিলিটারি অ্যাডভাইজার এবং আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলদের সঙ্গেও মতবিনিময় করছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশী সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা এবং নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে এ সফর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষে সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ আগামী ১২ ফেব্রুয়ারী দেশে ফিরবেন। খবর আইএসপিআর'র।

১৪৪ বছরের টেস্ট ইতিহাস

(শেষের পাতার পর)

মাটিতে। প্রথম ইনিংসে ৪০ রান করে নিজেকে চিনিয়েছিলেন। আর দ্বিতীয় ইনিংসে যা করলেন, সেটা ১৪৪ বছরের টেস্ট ইতিহাসে আর কেউ করতে পারেনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ তথা বিশ্ব ক্রিকেটের ইতিহাসে মায়ার্সের এই অতিমানবীয় ইনিংসটি সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে।

চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামে বাংলাদেশকে রোববার (৭ ফেব্রুয়ারী) ৩ উইকেটে হারিয়েছে উইন্ডিজ। অপরাজিত ২০৯* রানের ইনিংস খেলে দলকে জিতিয়ে মাঠ ছেড়েছেন কাইল মেয়ার্স। এই অনন্য কীর্তিতে তিনি হয়ে গেছেন টেস্ট ক্রিকেটের ১৪৪ বছরের ইতিহাসে অভিষেকে চতুর্থ ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরি তুলে নেওয়া প্রথম ব্যাটসম্যান। তার ৩১০ বলের ইনিংসে ছিল ২০টি চার এবং ৭টি ছক্কা। টেস্ট ম্যাচটাকে তিনি অনেকটা টি-টোয়েন্টি বানিয়ে ফেলেছিলেন। পঞ্চম দিনের ভয়ংকর উইকেটে তিনি ব্যাট চালিয়েছেন তরবারির মতো।

স্পিনবান্ধব উইকেটে অন্য ব্যাটসম্যানরা যেখানে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করেছেন, বাজে বলও সমীহ করে খেলেছেন, মায়ার্স সেখানে হাত খুলে এবং মন খুলে খেলেছেন। জয়সূচক রানও এসেছে তার ব্যাট থেকে। একটু খারাপ বল পেলেই সেগুলোকে পাঠিয়েছেন সীমানার বাইরে। আবার ভালো বলকে সম্মান করে রক্ষণাত্মক হয়ে গেছেন। এই কৌশল শতভাগ কাজে লাগাতে পারায় মেয়ার্স আজ নায়ক। আর বাংলাদেশের ক্রিকেটে দগদগে ঘা হয়ে রইল এই চট্টগ্রাম টেস্ট।

Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!

এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.

37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ

সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الاتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সফল এটর্নী

Accident Cases, Medical Malpractice & Legal Malpractice



Sheikh Salim
Attorney at Law

এটর্নী আপনার বাসায় যাবেন, ইভিনিং এবং উইকএন্ডে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

- কন্সট্রাকশন দুর্ঘটনা
- স্ক্যাফোল্ড বা মই থেকে পড়ে দুর্ঘটনা
- লেড বিষ সম্বন্ধীয়
- বার্থ রিলেটেড ইনজুরি
- ভুল চিকিৎসা
- মটর গাড়ি দুর্ঘটনা
- কাজের সময় দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়া, হোঁচট খাওয়া
- ত্রুটিপূর্ণ পণ্য ক্রয়
- অ্যাসবেস্টস থেকে ক্ষতি
- মিনিমাম ওয়েজ বা ওভারটাইম না পাওয়া
- যে কোন ধরনের ইমিগ্রেশন কেস

এছাড়াও ১০০% নিশ্চয়তা সহকারে এসাইলাম কেস পরিচালনা করি

Sheikh Geroulakis & Ladyzhensky, PLLC

Attorneys at Law
225 Broadway, Suite 630, Manhattan, NY 10007
Phone: 212-564-1619 / 347-873-5428

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Really Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ

- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে **(Loan Modification)** ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে **(Foreclosure)** ফ্রি সহায়তা
- আরইও **(REO)** বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর **(Taxlien)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের **(Short Sale)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ **(Mix Use)** বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

---

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



Mohammad Pier
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
Cell: 917-678-8532

Income Tax
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

Immigration Services
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e file

Real Estate
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

মেঘনা ট্রাভেলস

ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের
একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

OUR SERVICES
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



ওমরা ও হজ্জের যাবতীয়
ব্যবস্থা করে থাকি

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com



KAKATUA AGENCY
Authorised IRS e-file Provider

কাকাতুয়া এজেন্সী

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

OUR SERVICES ARE:
Income Tax
Accounting Service
Immigration Form Fill Out
Travel
Insurance

NEW ADDRESS
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিন্দু ভালাত
ফারহানা আমিয়ান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

এস্টোরিয়ার প্রাণকেন্দ্রে বাংলাদেশী ফার্মেসী

আমিন ফার্মেসী

সর্বদা ১০% Off

আমরা মেডিকেইড (বেনিফিট), সিবিএস এন্ড
কেয়ারমার্ক, মেডিকেয়ার, বি এবং ডি, সহ
সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করি।

MONSUR CHOWDHURY
Pharm D.R.Ph.
Supervising Pharmacist

29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611
Fax: (718) 786-6613

ট্যাক্স রিটার্ন নিয়ে ঝামেলা এড়াতে চান?

তাহলে আজই অভিজ্ঞ সিপিএ প্রতিষ্ঠানের পরামর্শ নিন
আমরা আপনাদের সর্বোচ্চ সেবায় নিয়োজিত



EAKUB A KHAN CPA PC

Certified public accountant in Queens, New York
7535 31st Ave #206a, East Elmhurst, NY 11370

Hours:
Open · Closes 6PM
Phone: (718) 424-6300

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায়
সাফল্যের ২৩ বছর উদযাপন করছে

Empire Accounting & Tax Co.



আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)

- আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
- আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
- পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
- পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
- আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।

ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি

- সিটিজেনশীপ
- ফ্যামিলি পিটিশন
- NVC Case প্রসেসিং
- স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট
- এফিডেভিট অব সাপোর্ট
- এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
- Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি

37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm

President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States
Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া



যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123

ই-মেইল :
শধফবৎরশরনৎরধ@মসধরষ.পড়স

ঠিকানা :
ঝঁৎ ঙ ইধহবব ঝধহমববঃ অপধফবসু
১৪৬ গধৎষেনড়ৎড়ঁমষ জড়ধফ
টঢ়ঢ়বৎ উধৎমু, চঅ ১৯০৮২

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com



যত দ্রুত সম্ভব ক্রেডিট লাইন রিপেয়ার করুন

আমরা দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পূন্য ব্যক্তিদের মাধ্যমে গ্যারান্টি সহকারে ক্রেডিট রিপেয়ার করি।

বাড়ি, গাড়ি কেনা থেকে নিজেকে কেন বঞ্চিত করছেন?

ক্রেডিট লাইনে যে কোন ঝামেলাই আমরা রিমুভ করি।



Southeast USA Group Inc.

74-09 37th Avenue, Suit # 206, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 718-639-6207, 917-566-1612 Fax: 718-412-3249

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

As Seen On TV

SPRING IS HERE: ARE YOU WORKING IN CONSTRUCTION?



Perry D. Silver
Attorney at Law
(917) 533-1033

Perry D. Silver
ATTORNEY LICENSED TO PRACTICE LAW
IN THE COURTS OF THE STATE OF NEW YORK

Nazmul Chowdhury
Assistant to Mr. Silver
(917) 533-0287

Office: 212.661.8400
60 East 42nd Street, Suite 2212, New York, NY 10165 • Fax: 212.661.1242

DEBT SOLUTIONS BANKRUPTCY

- আমরা গ্যারান্টি সহকারে আপনার কার্ড বিল কমিয়ে দিতে পারি।
- মাত্র ১২ থেকে ৩৬ মাসে আপনি সম্পূর্ণভাবে দেনামুক্ত হতে পারবেন।



BHUIYAN
917-832-7619

BT & T GROUP LLC
37-12, 75th Street, Suite #203, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-832-7619 | Fax: 718-425-9293

তড়িৎ বাড়ী বিক্রি করে ফোরক্লোজার বন্ধ করুন এবং ক্রেডিট কার্ড রক্ষা করুন এই বিষয়ে আমরা সততার সাথে সাহায্য করি।

Omni Realty
The Realty People



Nurul Huda Harun
Real Estate
Associate Broker

118-18 101 Avenue
Richmond Hill,
NY 11419

Tel: 718-441-7000
Fax: 516-441-3548
Cell: 917-238-4161

nurul@omnirealty.com

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP

Board Certified in Internal Medicine

Address

87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

BRONX OFFICE
1268 Whiteplains Road.
Bronx,
NY 10472
718-792-6991

JACKSON HEIGHTS OFFICE
37-33 77th St. # 1,
Jackson Heights
NY 11372
718-478-6100



* স্বল্পমূল্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা
* জীবানুমুক্ত যন্ত্রপাতি
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি। অভিজ্ঞ ডাক্তার
* মেডিকেইড। ইন্সুরেন্স। ইউনিয়ন - কার্ড গ্রহণ
* Visa / Master Card / American Express / Discover সহ অন্যান্য ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ
* সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারে Implant / Braces চিকিৎসা

আপনাদের সেবায়



DR. WALI KHAN
D.D.S.



DR. M. M. ABDUR ROB D.D.S.

কম্বাইন্ড রিজিওনাল বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত বাঙ্গালি ডেন্টিস্ট বাংলাদেশ আর্মির প্রাক্তন ডেন্টাল সার্জন

আমরা সর্বনিম্ন মূল্যে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে দাঁত ও মাড়ির সব ধরনের চিকিৎসা করে থাকি।

আমরা মেডিকেইড, ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন প্লান গ্রহন করি



আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

QUEENS DENTAL CARE
28-55, 34St, 2Floor, Astoira
(at the corner of 30 AVE. & 34St)
718-204-0672
বিকেল ৫টা থেকে রাত ৯টা, রোববার এপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে

BRONX OFFICE
780E. Tremont Ave. Bronx
718-731-6176
সকাল ৯:৩০ থেকে বিকেল ৪:৩০, রোববার বন্ধ।



WELCOME TO
Your Medical Home

SABOOR WAIZUN MEDICAL PC
Caring For Your Health
INAMULHAQUE M SABOOR,MD
Board Certified Internal Medicine
USCIS Designated Civil Surgeon

BROOKLYN
486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226
FAX: (914) 500-6570
Sat, Tues and Thursday:
1:00PM- 8:00PM

JAMAICA
167-10 HIGHLAND AVE
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
FAX: (718) 558-0290
Mon, Wed & Friday:
11:00AM to 5:00PM

Office Hours
Sat, Tues and Thursday: 1:00PM- 8:00PM
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM

Available on call 24 hours a day, 7 days a week 365 days a year

ড্রাইভিং লাইসেন্সের ১০০% গ্যারান্টি

ড্রাইভিং শিখতে ভয় পাচ্ছেন? বারবার ফেল করছেন? তাদেরকে চুক্তিতে থিয়োরি দিয়ে ও প্র্যাকটিক্যালি সরলভাবে শতভাগ নিশ্চয়তা সহকারে শেখানো হয়।



যোগাযোগ:
রাজীব খান
347-279-8327
nukdu345@gmail.com

Vital Accounting Inc.

File your Tax with experienced professional.

* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212

37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

Income Taxes & Immigration

আমরা অত্যন্ত সততা ও দক্ষতার সহিত নির্ভুল তথ্যের ভিত্তেতে ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ করে থাকি। অধিক রিফান্ডের লোভে ভুল তথ্য দিয়ে ফেডারেল ও স্টেটের অডিটের ঝামেলায় না গিয়ে সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে ট্যাক্স রিটার্ণ করে ঝামেলা মুক্ত থাকুন।



নিউইয়র্কে বাড়ি ক্রয় বিক্রয় আবাসিক ও কমার্শিয়াল, রিয়েল এস্টেট এজেন্ট, নোটারী পাবলিক।

Md. Harunur Rashid (Milon)
MSS.Pol.Science
ITP.CUNY, H&R Block
Cell: 718-341-3927
Email: harunur69@aol.com

RASHID ENTERPRISE
Bangladesh Plaza, 2nd Fl., #206, 37-15,73rd Street, Jacksone Heights, NY 11372
Tel: 718-458-0575, Fax: 347-642-3276

আমাদের নিকট নিম্নলিখিত সেবা পাবেনঃ

ইমিগ্রেশনঃ
ফ্যামিলি পিটিশন ও কে-ভিসা
রিমোভ কন্ডিশন
এফিডেভিট অব সাপোর্ট
বিনা পরীক্ষায় সিটিজেনশীপ
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন
সিএসএস লুলাক
রিফিউজি, এসাইলম, গ্রীণকার্ড রিনিউ

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
IRS authorised e-file provider

ইনকাম ট্যাক্সঃ
ব্যক্তিগত ও ব্যবসা
ট্যাক্সি ক্যাব ও ফুড ভেন্ডার
পার্টনারশীপ, কর্পোরেশন
পেরোল এন্ড সেলস ট্যাক্স
ব্যবসা সেটআপ
কর্পোরেশন ও এলএলসি গঠন

কর্তৃত্ববাদীর শাসনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র

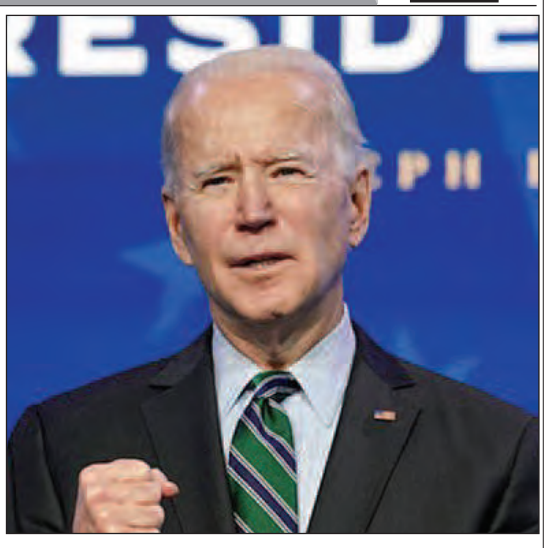
(প্রথম পাতার পর)

নতুন অধ্যায় ঘটতে যাচ্ছে। অর্থাৎ, 'আমেরিকা ইজ ব্যাক'-আবার পুরান নীতিতে ফিরে এসেছে ওয়াশিংটন। বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা কর্মচারীদের উদ্দেশে দেওয়া ২০ মিনিটের বক্তব্যে এসব ইঙ্গিত দেন নবনির্বাচিত প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। খবর সিএনএন।

ওয়াশিংটনে এদিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট সফর করেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন ও ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। এ সময় তাদের সঙ্গে ছেলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ্যান্থনি ব্লিনকিন।

বিবিসির খবরে বলা হয়, ইয়েমেন যুদ্ধকে একটি মানবিক বিপর্যয় আখ্যা দিয়ে নতুন প্রেসিডেন্ট বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইয়েমেন যুদ্ধে আক্রমণাত্মক সব সমর্থন বন্ধ করবে। তার প্রশাসন এ ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদি দ্বন্দ্ব ও চলমান বিরোধ নিরসনে একজন কূটনৈতিককে নিয়োগ দেবেন। জার্মানিতে সেনাদের পুনঃমোতায়েন বন্ধ করা হবে বলেও জানান তিনি।

বাইডেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র তার ঐতিহ্যগত মিত্রদের গুরুত্ব দেওয়াসহ গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, মানবাধিকার ও বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মর্যাদাকে প্রাধান্য দিয়ে কাজ করবে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বিশ্ব মঞ্চে ফের ফিরে এসেছে এবং বিশ্বকে নেতৃত্ব দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত। তিনি বলেন, আমাদের সামনে রয়েছে বিশাল সব চ্যালেঞ্জ। বৈশ্বিক সর্বজনীন অধিকার প্রতিষ্ঠা ও আইনের শাসনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হবে আমাদের শক্তির ভিত্তি। যদিও এই মূল্যবোধের অনেক বিষয় সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চাপের মুখে রয়েছে। প্রেসিডেন্ট বলেন, যুক্তরাষ্ট্র তার জোট পুনর্গঠন করতে মনোযোগী হবে। জোট হচ্ছে আমাদের বড় সম্পদের মধ্যে একটি। কূটনীতিতে নেতৃত্বে দেওয়া মানে জোট ও অংশীদারদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে।



FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS



ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS To Represent Before the Internal Revenue Service
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY

TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী

Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.



Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com



Afzal Hossain MD
Ashwad Afzal MD, FACP
Sanjeev Palta MD, FACC
87-81 169th street, Jamaica NY 11432
Tel: 718-297-4300, Fax: 347-642-3276

Board certified in Internal Medicine
Board certified in Cardiology

We perform tests in the office:

ECG
We treat all heart patients and have tests performed in our office by our experienced Internist and Cardiologist.

- EKG/Electrocardiogram
- Echocardiogram
- Cardiac stress test
- Vascular studies
- Allergy Test
- Nerve Test/Sudoscan
- TB/PPD testing
- Spirometry/Lung Test
- Peak flow
- Test for Heartburn







Blood test done in the office

We accept most insurance and have arrangement for treating uninsured patients at low costs.

We provide Vaccines for:
- Hepatitis A
- Hepatitis B
- Influenza
- Meningitis
- Measles
- Mumps
- Pneumococcal
- Rubella
- Tetanus/Tdap
- Varicella

- Physical Exam
- Pre-employment Exam
- Physical for school
- CDL certification
- TLC Certification
- Home Health Aid/HHA Certification

Office Hours
Mon-Thurs 10am-6pm
Friday 11:30am-6pm
Saturday 10am-3pm

Call us today at 718-297-4300

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার



Joy

পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের বিশেষ ঘোষণা

জয় ক্যাটারিং মেন্যু

প্যাকেজ -১
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00

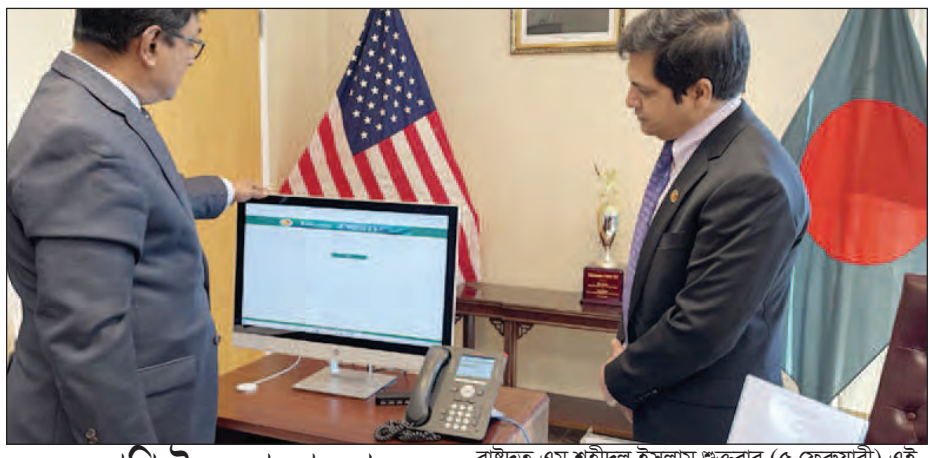
প্যাকেজ-২
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00

প্যাকেজ-৩
প্লেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00

প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00

148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977

32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527



ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ

(শেষের পাতার পর)

ট্র্যাকিং পদ্ধতি চালু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম শহীদুল ইসলাম শুক্রবার (৫ ফেব্রুয়ারী) এই অনলাইন ট্র্যাকিং পদ্ধতি উদ্বোধন করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই পদ্ধতি চালুর ফলে কনস্যুলার সেবা আবেদনকারীদের দুশ্চিন্ড়া লাঘব হবে।

মুজিববর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে কনস্যুলার সেবা উন্নতকরণের প্রচেষ্টায় এ সেবা চালু করা হয়। এই ট্র্যাকিং পদ্ধতির মাধ্যমে আবেদনকারী তার আবেদনের সর্বশেষ অবস্থা জানতে পারবেন। আবেদনকারী যঃঃঢ়ঃ//নফবসনধংঁুংধঃৎধপশরহম.ড়ৎম/-তে গিয়ে বিস্তারিত জানতে পারবেন। এছাড়াও এই পদ্ধতিতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ই-মেইলের মাধ্যমে আবেদনকারীকে তাদের আবেদনের উপর গৃহীত কার্যক্রমের প্রতিটি ধাপ সম্পর্কে অবহিত রাখা হবে।

পদ ছেড়ে দিচ্ছেন অ্যামাজন প্রধান

(শেষের পাতার পর)

করবেন। এর পর তিনি প্রতিষ্ঠানটির নির্বাহী চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেবেন। তার পদে স্থলাভিষিক্ত হবেন অ্যান্ডি জ্যাসি। খবর আলজাজিরার।

জেফ বেজোস ১৯৯৫ সালে অ্যামাজন প্রতিষ্ঠা করেন। তার প্রতিষ্ঠিত কোম্পানি অ্যামাজন একসময় ছিল অনলাইনে পুরনো বই বিক্রির প্রতিষ্ঠান। এখন তা ট্রিলিয়ন-ডলার কোম্পানি। বর্তমানে কোম্পানির সম্পদের পরিমাণ ১ দশমিক ৭ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা বেজোসকে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী ব্যক্তির তালিকায় স্থান দিয়েছে। বর্তমানে অ্যান্ডি জ্যাসি অ্যামাজনের ক্লাউড কম্পিউটিং ব্যবসার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। মঙ্গলবার প্রতিষ্ঠানটির পক্ষ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়।

এ বিষয়ে জেফ বেজোস জানিয়েছেন, তার অন্যান্য উদ্যোগে মনোনিবেশের জন্য আরও সময় প্রয়োজন। এ জন্য তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বেজোস মঙ্গলবার অ্যামাজনের কর্মীদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠিতে বলেন, অ্যামাজনের সিইও হওয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। যখন এ রকম একটি দায়িত্ব থাকে, তখন অন্য কোনো কিছুর প্রতি মনোযোগ দেওয়া খুব কঠিন। গোটা বিশ্বে অ্যামাজনের কর্মী সংখ্যা ১৩ লাখ। ৫৭ বছর বয়সী বেজোস প্রায় ৩০ বছর ধরে প্রতিষ্ঠানটির সিইও হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।



আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Dr. Tahera Nasreen, MD

Board Certified in Internal Medicine
Affiliated with Brooklyn Hospital Center

Dr. Ataul Osmani, MD

Board Certified in Family Medicine
Affiliated with Interfaith & Kings County Hospital Center

জেনারেল চেক আপ, শারীরিক পরীক্ষা, ডায়াবেটিস, হাইপারটেনশন, হাই কোলেস্টরল এজমা, ইকেজি, বয়স্ক ভেক্সিনেশান, ব্লাড টেস্ট, TLC/Motor Vehicle Exam, মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমরা প্রায় সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

20 Arlington Pl.
Brooklyn NY 11216
Tel: 718-636-0100
718-636-0112

2668 Pitkin Avenue
Brooklyn. NY 11208
Tel: 718-484-3960
Fax: 718-484-3960

MAMUN'S TUTORIAL

: Directed by :
SHEIKH AL MAMUN, Certified School Teacher
MS Math Ed, MA Pure Math, Principal, Mamun's Tutorial



Our Programs:
Summer Program will start from July 5th

SAT	8 Weeks Course 4 Hours Each Class Total 32 Classes (4 days/week) Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	Get 25% Discount sign up by 4th July
SHSAT	8 Weeks Course 5 days/week Total Cost : $2000.00 Time : 2 pm to 6 pm	
COMMON CORE MATH & ENGLISH	1st Grade to 6th Grade 8 weeks course 3 Hrs./day, 4 days/week Cost : 600.00	

Admission going on
K-6 & Common Core Regents Classes

Bronx Branch:
1504 Olmstead Avenue, Bronx, NY 10462
Phone : 347-657-0530, 917-561-1090

Jackson Heights Branch:
37-21 72nd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone : 718-507-2113, 917-561-1090

Quality Education Is Our Priority!

Congratulations to all our Students who made into Specialized High School



Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

এলাকা অনুযায়ী খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী চার্চের নাম ও ফোন

উডসাইড-ইউনাইটেড বেঙ্গলী লূথারেন	৯১৭৬০৫৪৫৬৬
উডহ্যাভেন-ক্রাইস্ট বাংলা	৯১৭৬৮৩৩০৫৯
ওজনপার্ক-ফার্স্ট বাংলা	৯১৭২১৬৬৭৫০
করোনা-সহভাগিতা	৯১৭৩৯২৬৭৭৩
করোনা-ইভাঞ্জেলীক্যাল বাংলা	৬৪৬৩৯৯৩৮১২
জ্যাক্সন হাইটস-বাংলা বাইবেল	৩৪৭৭৪৪৫৯৯৩
জ্যাকসন হাইটস-বেথেল ব্যাপ্টিস্ট	৩৪৭৫৭৩৭৫৯৩
ব্রঙ্কস-শেলম ইভাঞ্জেলীক্যাল	৬০৩৮২০০৬৪৯
সানিসাইড-কুইন্স অব এঞ্জেলস	৭১৮৩৯২০০১১
হিলসাইড-ইমাকুলেট কন্সেপশন	৭১৮৭৩৯০৮৮০

শহীদ দিবস পালনের ৩০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান

(শেষের পাতার পর)

২১ ফেব্রুয়ারী রক্ত দিয়েছিল বাঙালী ছাত্র-যুবক। তাদের সে আত্মত্যাগের সোপান বেয়ে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে ওঠে তারই পরিণতি ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

নিউইয়র্কের মুক্তধারা ফাউন্ডেশন ও বাঙালীর চেতনা মঞ্চ গত ২৯ বছর ধরে একুশে উপলক্ষে আন্তর্জাতিক বলয়ে মহান শহীদ দিবস পালন করে আসছে। তারই উদ্যোগে ১৯৯২ সাল থেকে জাতিসংঘের সামনে নির্মিত হয়েছে অস্থায়ী শহীদ মিনার ও নিউইয়র্ক স্টেটের সিনেট কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের ঘোষণা। ২০১৬ সালে মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ফেব্রুয়ারী মাসব্যাপী প্রদর্শিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবসের ভাস্কর্য। এবছর জাতিসংঘের সামনে শহীদ দিবস পালনের ৩০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি চলছে বলে জানিয়েছেন মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের প্রধান নির্বাহী বিশ্বজিত সাহা।

তিনি জানান, প্রতি বছরের মতো এবারেও জাতিসংঘের সামনে শহীদ বেদিতে পুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হবে ২০ ফেব্রুয়ারী দুপুর ১টা ০১ মিনিটে, ঢাকায় যখন একুশের প্রথম প্রহর। প্রবাসী সকল বাঙালীকে এই পুষ্পাঞ্জলিতে অংশগ্রহণের আহবান জানানো হয়েছে। করোনার কারণে নিউইয়র্ক সিটির স্বাস্থ্যবিধি মেনে সকলেই পুষ্পাঞ্জলি প্রদানে অংশ নিতে পারবেন। প্রতি বছরের মতো এবছরও উপস্থিত সর্বকনিষ্ঠ শিশু প্রথমে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করবে।

পরদিন, অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারী, মুক্তধারা আয়োজন করবে একুশে স্মরণে বিশেষ স্মারক অনুষ্ঠান। অন-লাইনে প্রচারিত এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকবে অমর একুশের গান রচয়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরীর সঙ্গে নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধিদের আলাপচারিতা, একুশ থেকে একাত্তর। জনাব গাফফার চৌধুরী লন্ডন থেকে এই অনুষ্ঠানে যুক্ত হবেন।

অনুষ্ঠানে আরও থাকবে ১৯৯২ সাল থেকে গত ৩০ বছর একটানা মুক্তধারা ফাউন্ডেশন ও বাঙালীর চেতনা মঞ্চ জাতিসংঘের সামনে একুশে ফেব্রুয়ারী ও আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস উদযাপনে যে আয়োজন করেছে তার ওপর ভিত্তি করে একটি প্রামাণ্য চিত্র। আরও থাকবে 'কৃষ্ণচূড়ার গান' এর লেখক ও গায়ক তাজুল ইমামের সঙ্গে আলাপচারিতা। থাকবে একুশের কবিতা পাঠ ও সঙ্গীত, অংশ নেবেন দেশ-বিদেশের বাঙালি শিল্পীরা। এবছরে অনুষ্ঠানের একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন হবে প্রবাসের নবীন প্রজন্মের শিশু-কিশোরদের কণ্ঠে একুশের কবিতা পাঠ ও আবৃত্তি।

অনুষ্ঠানটি মুক্তধারা ফাউন্ডেশনের নিজস্ব ওয়েবসাইট ছাড়াও ফেসবুক ও ইউটিউবে সরাসরি দেখা যাবে। বিস্তারিত জানতে নজর রাখুন: www.nyboimela.org

এসএনএস একাউন্টিং এন্ড জেনারেল সার্ভিসেস

একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান

একাউন্টিং
ইনকাম ট্যাক্স-ব্যক্তিগত (Individual all State) কর্পোরেশন, পার্টনারশীপ, নটফর প্রফিট ট্যাক্স, সেলস ট্যাক্স, বুককিপিং এন্ড একাউন্টিং এবং আই.আর.এস-এর সাথে সমস্যা সমাধানে পরামর্শ।

ইমিগ্রেশন
সিটিজেনশীপ পিটিশন, নিকটাত্মীয়দের জন্য পিটিশন, এ্যাফিডেভিড অব সাপোর্ট, বার্থ সার্টিফিকেট এর এ্যাফিডেভিড এবং অন্যান্য ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বিষয়াদি। ইলেকট্রনিক ফাইলিং করা হয় ২০১৩

* বিজনেস সার্টিফিকেট ও কর্পোরেট রেজিষ্ট্রেশন
* নোটারী পাবলিক রেজুমী
* দক্ষতার সাথে রেজুমী ও কভারিং লেটার প্রস্তুত করা হয়
* ট্রান্সলেশন সার্ভিসেস

SNS Authorized *IRS e file* Provider

Electronic Filling & Direct Deposite for Accurate Faster & Secure Refund

দ্রুততম উপায়ে আমেরিকার বিভিন্ন স্টেটের কাস্টমারদের ইনকাম ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশন বিষয়ক সার্ভিস দেয়া হয়।



অফিস সময়: সপ্তাহে সাত দিন সকাল ১০ টা থেকে সন্ধ্যা ৮ টা।
আমাদের রয়েছে ১৮ বছরের বেশী বিধিসম্মত নির্ভুল ট্যাক্স ফাইলিং এর দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা

EXPERIENCE COUNTS, TRUST, WE SERVE YOU BETTER

যোগাযোগ করুন: এম.এ. কাইয়ূম

৩৫-৪৬ ৩১ স্টিট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক-১১১০৬

ফোন: ৭১৮-৩৬১-৫৮৮৩, ৭১৮-৬৮৫-২০১০ ফ্যাক্স: ৭১৮-৩৬১-৬০৭১

email: snsmaq@aol.com (N এবং W ট্রেনে ৩৬ এভিনিউ সাবওয়ের নিকটে)

Law Firm of Attorney Najmul Alam





এটর্নী নাজমুল আলম, এটর্নী এট ল'
ইউ,এস, সুপ্রীম কোর্ট

ম্যানহাটন অফিসঃ (২১২) ৫৯৯-৭২৯৯
(২৬ ফেডারেল প্লাজার সামনে)
২৯৯ ব্রডওয়ে, সুইট # ১৭০০, নিউইয়র্ক, নিউইয়র্ক ১০০০৭

- Immigration
- Asylum Cases
- Divorce
- Title Insurance
- Real Estate Closing
- Investment Visa E2 EB5
- Deportation Defense
- Criminal Defense Cases
- Citizenship Tests

এসাইলাম, পাবলিক চার্জ, ওয়েভার, সিটিজেনশীপ, মোশন, আপীল সহ সব ধরনের ইমিগ্রেসন কেস।

JUSTICE law firm

Manhattan Office: (212) 599-7299
(In Fornt of 26 Fedarel Plaza)
299 Broadway, Suite # 1700, New York, New York 10007

Wasi Choudhury & Associates LLC

SERVICES

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- **Represent Taxpayers for I.R.S./ State Audit**
- **Tax Preparation:** Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- **Accounting:** Payroll, Sales Tax, etc.
- **Business Licenses**
- **ইমিগ্রেশন** সংক্রান্ত নিয়মাবলী প্রয়োজনে ফলো করা হয়।

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

Wasi Choudhury, *EA*

Admitted to practice before the IRS

সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member : naea NYSSEA IRS e-file IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377 • Tel: 718-205-3460, 718-440-6712 • Fax: 718-205-3475 • Email: wasichoudhury@yahoo.com

ডা. এটিএম ইউছুফ (স্পপন) এমডি

জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার



স্থান পরিবর্তন

অফিসঃ ৩৭-২৯, ৭২ স্ট্রিট

১ম তলা, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক

- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করা সহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

ইনকাম ট্যাক্স

INCOME TAX

ইনকাম ট্যাক্স, ইমিগ্রেশন ও জেনারেল সার্ভিসের জন্য একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

দীর্ঘ ১৮ বৎসর ধরে আমরা আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

AUTHORIZED e-file Provider

অতি যত্ন সহকারে আপনাদের নির্ভুল ট্যাক্স রিটার্ণ করে দেয়ার দায়িত্ব আমাদেরকে দিন

শুধু ট্যাক্স ফাইলের সময়েই নয় বরং সারা বৎসর ধরেই আমরা আছি আপনাদের পাশে

NOTARY PUBLIC

প্রাইম ব্রোকারেজ

যোগাযোগঃ *আবুল কালাম*

T: **718-274-1908**, F: **718-728-2293**

email: **primebrokerage34@gmail.com**

৩৪-০৩ ৩০ এভিনিউ, এষ্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৩

ট্যাক্স ও ইমিগ্রেশনের কাজে প্রয়োজন বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান,
কারণ আপনার ব্যক্তিগত সকল তথ্যাদি থাকছে প্রতিষ্ঠানটির কাছে।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন

পপুলার ড্রাইভিং স্কুল

Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)



আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063

OPEN 7 DAYS

6 Hours DDC Class Good For TLC



বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ

বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩

- ২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
- ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
- প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)

প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান

- 5 Hours Class Certificate
- Road Lesson Local & H.Way
- Road Test Appointment
- Car for Road Test

যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈয্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান

আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই

Please Call

718-426-9453, 917-301-2063

Popular Driving School Inc.

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল ওয়ান এর উপরে



Apna Express Pharmacy Inc.

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি, ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি

TEL. 929-208-0602

DISCOUNT COSMETICS. FILM. COLOGNES.
PERFUMES. VITAMINS. NON-PRESCRIPTION DRUGS.
HOUSEHOLD GOODS. BABY NEEDS

74-12 37AVE, Jackson Heights, NY 11372,

এলোমেলো ভাবনা

(শেষের পাতার পর

)চমৎকার রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিন।

- ফেব্রুয়ারী মাস। ঠান্ডার দাপটতো থাকবেই।

* শোনলাম বাইডেন ক্ষমতা নেয়ার পর প্রথম নিজের বাড়ীতে গেছেন। আচ্ছা আমাদের সাবেক প্রেসিডেন্ট

ট্রাম্প মহোদয়ের খবর কি? শোনলাম তিনি তাঁর বিচার প্রক্রিয়ায় হাজির হচ্ছেন না।

- ঠিকই শুনেছো। তাকে চিঠি দেয়া হয়েছিল সিনেটের ট্রায়েল প্রসিকিটরদের পক্ষ থেকে উপস্থিত হওয়ার জন্য। তার পক্ষে তাঁর আইনজীবীরা জানিয়ে দিয়েছেন তিনি হাজির হবেন না। তিনি এই বিচার মানেন না!

* তা তিনি নিজে না এলে তাকে কি হাজির হতে বাধ্য করা হবে?

- সিনেটের বিচার আদালত চাইলে হয়তো সফিনা ইস্যু করতে পারে। তবে এক্ষেত্রে কি ব্যবস্থা নেয়া হবে এটা এখনও জানা যায়নি।

* আচ্ছা বিচারে কি ট্রাম্পকে দোষী করা যাবে? অথবা কিছু হবে বলে মনে হয়? শুনলাম দোষী

করতে প্রয়োজন সিনেটের ৬৭ ভোট। কিন্তু ডেমোক্রাট পার্টিরতো মাত্র ৫০ ভোট সিনেটে। আর ভাইস প্রেসিডেন্টের টাই ব্রেকিং হিসাব করলে ৫১। তাঁরা ৬৭ ভোট কোথায় পাবে? তাছাড়া রিপাবলিকান ৫ জন সিনেটর বাদে আর কেউতো বিচারের পক্ষে নেই।

-এখনই এবিষয়ে বলা কঠিন। হয়তো বিচারে দোষী সাব্যস্ত করা যাবেনা। হয়তো ৬৭ ভোটও পাওয়া যাবেনা। তবুও বিচার প্রক্রিয়া শুরু হলে বোঝা যাবে বিচারের গতি প্রকৃতি সব। এখন দেখা যাক। ৮ ফেব্রুয়ারী ট্রায়াল শুরু হোক। তাছাড়া ডেমোক্রাট

আইন প্রণেতারা এই বিচারিক প্রক্রিয়া ভালো করে বুঝে শোনেই এগুচ্ছেন।

* তাঁকে কি ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী হতে আটকানো যাবে? রিপাবলিকান পার্টির প্রভাবশালী নেতা হিসাবে তিনিতো এখনও সব নিয়ন্ত্রণ করছেন মনে হয়!

- তাঁকে বিচারে দোষী করা না গেলে বিকল্প নিয়েও ভাবা হচ্ছে এমোনটা শোনা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে সংবিধানের চর্তুরদশ সংশোধনী সক্রিয় করা যায় কিনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ভেতরে ভতরে ডেমোক্রাট রিপাবলিকান একটা সমঝোতার চেষ্টা অব্যাহত আছে। অভিশংসন না চাইলেও অনেক রিপাবলিকান আছেন যারা চান ট্রাম্প ভবিষ্যতে যাতে আবার প্রেসিডেন্ট পদে দাঁড়াতে না পারেন। অনেকের চেষ্টা হচ্ছে পার্টিকে তাঁর রাহু থেকে মুক্ত করতে। কিন্তু এরা সামনে আসছেন না নানা কারণে। সবচেয়ে বড় কারণ ট্রাম্পের জনপ্রিয়তা। তারা চান না নিজেদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার ঝুঁকিতে ফেলতে।

* ক্ষমতা ছেড়ে যাওয়ার পর কোন সাবেক প্রেসিডেন্টকে প্রসিকিট করার কোন নজির নেই।

- কিন্তু ট্রাম্পের মতো এতো বিরাট অপরাধ অন্য কেউ করেন নি!

* হ্যাঁ একদম। তিনিতো এখনও নির্বাচনে হেরেছেন বলে মানতে রাজি নয়। শুনেছি তাঁর আগের আইনজীবী প্যানেল তাঁকে ছেড়ে গেছেন কারণ, তিনি তাঁদের পুশ করেছেন সিনেট ট্রায়ালে তাঁরা যেনো নির্বাচনের মিথ্যা জালিয়াতির অভিযোগ তুলে ধরেন গুরত্বসহ। কিন্তু তারা বলছেন এবিষয় ওখানে অপ্রাসঙ্গিক।

- তাঁর কথা ঠিক। কেননা উকিলের ফি গুনছেন তিনি। তিনি যা বলবেন সেটাইতো আইনজীবীদেও শোনার কথা। তাঁদের আবার ভিন্ন মত প্রকাশের অবকাশ কোথায়।

* এই নতুন আইনজীবীরা আবার ছেড়ে যাবেন নাতো? শুনলাম ট্রাম্পের প্রাউড বয়েজকে কানাডা সরকার সন্ত্রাসী সংগঠন হিসাবে তালিকাভূক্ত করেছে। আগেতো এই কাজ ছিল আমেরিকার!

- সময় পাল্টেছে। তাছাড়া যেমোন কর্ম তেমোন ফল বলে একটা কথা আছেনা।

* আচ্ছা বাইডেনতো ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত বেশকিছু নির্বাহী আদেশ জারি করেছেন। মানুষ এসবের সুবিধা পাবে কবে থেকে?

- ইমিগ্রেশনে একটা হ-য-ব-র-ল অবস্থা তৈরী করে গেছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। একটা বিশাল জট রয়েছে পুরো ইমিগ্রেশন ব্যবস্থায়। এইসব আবার স্বাভাবিক হতে সময় লাগবে। আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে আশা করা যায়।

* ষ্টিমুলাসের আরো ১৪শ ডলারের কি হলো? কবে টাকা পাবো? পাবোতো?

- স্পিকার প্যালোসি বলেছেন সেটা ফেব্রুয়ারীর ভেতরেই যতে মানুষ পায় সে লক্ষ্যেই কাজ চলছে। দেখা যাক।

* জুলিয়ানী মহোদয়ের কি হলো? তিনি এখন এতো চুপচাপ কেন?

- তাঁর উপর এখন মহ মসিবত!

* মানে?

- তুমি জানোনা? তিনি নিজেই এখন মামলা বাণে জর্জরিত। মামলার পর মামলা! তারপর বেচারা এত নাস্তানাবুদ হয়ে নিজের ফি'র টাকাটাও পেলেন না ট্রাম্পের কাছ থেকে। পারডন পাওয়ার যে আশা করেছিলেন তাতেও গুড়েবালি! (চলবে)

বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস টিকাদান শুরু

(শেষের পাতার পর)

থেকে টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। টিকাদান কর্মসূচির উদ্বোধনের সময় স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, 'করোনার টিকাদানের মাধ্যমে দেশে একটি মহৎ কাজের শুরু হলো আজ।' এর আগে যারা টিকা নিয়েছেন তারা সবাই সুস্থ আছেন বলে জানান তিনি। এর আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে (বিএসএমএমইউ) সকাল ৯টায় টিকাদান কর্মসূচি হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য অধ্যাপক ডা. কনক কান্তি বড়ুয়া। তিনি জানান, প্রথমে একজন নারী বিচারপতি টিকা নিয়েছেন। এছাড়া, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এন ইনায়েতম রহিম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য আব্দুস সামাদও টিকা নিয়েছেন।

বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৮০ শতাংশ, অর্থাৎ ১৩ কোটি ৮২ লাখ ৪৭ হাজার ৫০৮ জন মানুষকে করোনা ভাইরাসের টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে সরকার। প্রত্যেককে দুই ডোজ করে টিকা দেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে প্রথম ডোজের আট সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় ডোজ টিকা দেওয়ার পরিকল্পনা হলেও সেখানে পরিবর্তন এসেছে। আরও আগেই দ্বিতীয় ডোজ দেওয়া হবে বলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানিয়েছেন।

গত ২৭ জানুয়ারি দেশে প্রথম করোনার টিকা প্রদান শুরু হয়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। এর একদিন পর ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, কুর্মিটোলা জেনারেল হাসপাতাল, বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হাসপাতাল, মুগদা জেনারেল হাসপাতাল এবং বিএসএমএমইউয়ে প্রাথমিকভাবে ৫৪১ জনকে টিকা প্রদান করা হয়।

DHAKA CITY APARTMENT
FOR SALE
3 bedrooms, 3 bathrooms,
kitchen, dining, 3 balconies
1200 sq ft (corner plot)
Location: Road #5, Block C,
House #39
Bonasree, Rampura,
Dhaka 1219
Contact No:
718-496-5455
718-838-0972
**Great schools,
mosques, banks nearby**

Law Office of Md Golam Mostofa, Esq.
OUR SERVICES:
- Personal Injury all kinds
- Medical Mal Practice
- Accident in Construction Work and Car Accidents
- Lead Poisoning
- Slip and Fall
- All Civil Matters
- Immigration all kinds & investments
- Real Estate, Business
- Bankruptcy
- Criminal Case
- Landlord-Tenant
- Family Matter-Divorce
- Employment Matter, Etc.





Attorny M. Mostofa, Esq.
LL.B Honors (1st Class) & LL.M (1st Class), Bangladesh,
Advocate, Bangladesh Supreme Court.
LL.B Honors, UK. Barrister-At-Law, London.,
LL.M, USA. Attorney-At-Law, NY
7226 Broadway, 3rd Floor, Jackson Heights, NY 11372, Phone: 718-565-2661

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com



নিউইয়র্কে আল জাজিরার অফিস ও জাতিসংঘ

(শেষের পাতার পর)

সংবাদ আখ্যায়িত এবং এর প্রচারের প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ। প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যেই শুক্রবার (৫ ফেব্রুয়ারী) নিউইয়র্ক সিটির ম্যানহাটস্থ আল জাজিরার নতুন অফিস (ব্যুরো অফিস) এবং জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে দলের পক্ষ থেকে এই বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন হয়। সমাবেশে 'আল জাজিরা'-কে সন্ত্রাসী ও জঙ্গি সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক আখ্যায়িত করে বাংলাদেশে এর সম্প্রচার নিষিদ্ধ করার দাবি জানানো হয়। এছাড়াও আল জাজিরার বিরুদ্ধে আইনগত পদক্ষেপ নেয়া হবে বলে জানানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সভাপতি ড. সিদ্দিকুর রহমান ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ-এর নেতৃত্বে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা প্রথমে ম্যানহাটনে আল জাজিা'র কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন। সমাবশে সভাপতিত্ব করেন ড. সিদ্দিকুর রহমান। আব্দুস সামাদ আজাদের সঞ্চালনায় সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে সংগঠনের প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম, প্রবাসী কল্যাণ সম্পাদক মোহাম্দ সোলায়মান আলী, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক দেওয়ান বজলুর রহমান প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এরপর তারা ফার্স্ট এভিনিউতে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে আয়োজিত সমাবেশে মিলিত হন। বরফের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রচন্ড ঠান্ডায় ড. সিদ্দিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে আব্দুস সামাদ আজাদ সহ প্রচার সম্পাদক দুলাল মিয়া এনাম, প্রবাসী কল্যাণ সম্পাদক মোহাম্দ সোলায়মান আলী, আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক দেওয়ান বজলুর রহমান, কার্যকরী সদস্য শাহানারা রহমান, মিশিগান মহানগর আওয়ামী লীগের সভাপতি আব্দুস শুকুর মাখন, কানেকটিকাট আওয়ামী লীগের সভাপতি জিহাদুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক হুমায়ূন চৌধুরী, স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক সাখাওয়াত বিশ্বাস, যুক্তরাষ্ট্র ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জেড. এ জয়, যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছাসেবক লীগের সহ-সভাপতি এবাদুল হক, যুগ্ম সম্পাদক সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া জামান, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্র শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক কামাল হাসান রাকিব, প্রচার সম্পাদক সাইফুল আলম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।

সমাবেশে দুটিতে ড. সিদ্দিকুর রহমান আল জাজিরার প্রতিবেদনের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আল জাজিরার প্রতিবেদন উদ্দেশ্যমূলক, ভিত্তিহীন ও ষড়যন্ত্রের অংশ। এই প্রতিবেদন আমরা প্রত্যাখ্যান করছি। তিনি বলেন, মহামারী করোনা সংকট মোকাবিলায় জননেত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সাফল্য, পদ্মাসেতুসহ মেগা প্রকল্পগুলো যখন দৃশ্যমান, উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যার মানবিক ও আদর্শিক নেতৃত্ব যখন বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত, ঠিক সেই মুহূর্তে এমন প্রতিবেদন দেশবিরোধী ও প্রতিহিংসামূলক ষড়যন্ত্রের রাজনীতির নির্লজ্জ বহিঃপ্রকাশ।

ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন, আন্দোলন-সংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে যারা বাঁকা পথে ক্ষমতায় যাওয়ার দুঃস্বপ্ন দেখছে, এই অপপ্রচার সেই স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তি ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের ষড়যন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ। তদেও উস্কানিতেই আল জাজিরা এন প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন। তিনি দেশবিরোধী সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবাসীদের সজাগ থাকার আহবান জানান।

সমাবেশে বক্তারা বাংলাদেশে আল জাজিরার সম্প্রচার নিষিদ্ধের দাবি জানিয়ে বলেন, সরকারের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের পেছনে বিএনপি-জামাতজোট বিপুল অর্থ ব্যয় করছে। সেই ষড়যন্ত্রের প্রতিফলন আল জাজিরার দেশবিরোধী প্রতিবেদন। তারা বলেন, সন্ত্রাসী কার্যকলাপে মদদ দেওয়ার অভিযোগে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ আল জাজিরাকে নিষিদ্ধ করেছে। তাই বাংলাদেশে আল জাজিরা নিষিদ্ধ করা এখন সময়ের দাবি। বক্তারা বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতকে আরো শক্তিশালী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করারও আহবান জানান এবং সম্মিলিতভাবে এই ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার ও ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করা হবে বলে উল্লেখ করেন।

গলা ব্যথা দূর করার

(শেষের পাতার পর)

ঋতু পরিবর্তনসহ বিভিন্ন কারণে গলাব্যথা হতে পারে। খুব সহজে আমরা ঘরোয়া কিছু নিয়ম এবং খাদ্যাভাসের মাধ্যমে গলা ব্যথা থেকে মুক্তি পেতে পারি।

আদা চা: ৫-৬ টুকরা আদাকুচি, ২-৩টা এলাচ, লবঙ্গ, গোলমরিচ পানিতে দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে এরপর চাপাতা যোগ করতে হবে। এই চা গলাব্যথা দূর করতে খুব কার্যকরি।

গ্রিন-টি: গ্রিন-টি আদা কুচি আর পানির সঙ্গে ফুটিয়ে সামান্য লেবুর রস যোগ করে খেতে পারেন। গ্রিন-টিতে বিদ্যমান অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গলা ব্যথা সারায়।

আদার রস: দিনে ৪-৫ বার আদা কুচি ফুটিয়ে ১ কাপ রস, ২ চা চামচ লেবুর রস ও ১ চা চামচ মধু যোগ করে খাওয়া যেতে পারে। আদায় বিদ্যমান অ্যান্টিইনফ্ল্যামেটরি উপাদান ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

লেবু-মধু পানি: দিনে ২-৩ বার কুসুম গরম পানিতে লেবুর রস, মধু যোগ করে খাওয়া যেতে পারে।

হলুদ-দুধ: কয়েক টুকরা কাঁচা হলুদ ১ গ্লাস দুধের সঙ্গে ফুটিয়ে হলুদ-দুধ খেতে পারেন সকালে কিংবা রাতে ঘুমাতে যাওয়ার আগে। হলুদে বিদ্যমান অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল ও অ্যান্টিইনফ্ল্যামেটরি উপাদান গলাব্যথা, গলা বসে যাওয়া কমাতে খুব কার্যকরি।

এছাড়াও দিনে ২-৩ বার কুসুম গরম পানিতে লবণ মিশিয়ে গড়গড়া করতে পারেন।

লেখক: পুষ্টি বিশেষজ্ঞ। ইবনে সিনা কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা, ঢাকা।

দোয়া কবুল না হওয়ার

(শেষের পাতার পর)

'তোমরা আমার কাছে দোয়া করো। আমি তোমাদের দোয়া কবুল করব' (সূরা মুমিন, আয়াত ৬০।) আরবি দোয়া শব্দের অর্থ ডাকা, আহ্বান করা, প্রার্থনা করা, কোনো কিছু চাওয়া ইত্যাদি। রাসুল (সা.) বলেছেন, 'দোয়া ছাড়া আর কিছুই আল্লাহর সিদ্ধান্তকে বদলাতে পারে না।' (তিরমিজি, হাদিস নম্বর ২১৩৯।) দোয়া সব ইবাদতের মূল। দোয়া কবুলের অনেক শর্ত আছে। আল্লাহর উদ্দেশে একমাত্র তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য খালেস দিলে দোয়া করতে হবে। অনেক মানুষ এমন রয়েছে যাদের দোয়া আল্লাহতায়ালা কবুল করেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

নিরাশ না হওয়া: দোয়ার পর আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে যে আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করবেন। নেতিবাচক কোনো চিন্তা করা যাবে না। অন্যথায় এ দোয়া কবুল নাও হতে পারে।

হজরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির দোয়া কবুল হয়ে থাকে। যদি সে তাড়াহুড়া না করে আর বলে যে, আমি দোয়া করলাম, কিন্তু আমার দোয়া তো কবুল হলো না। (বুখারি, হাদিস : ৬৩৪০)

হারাম থেকে বেঁচে থাকা: দোয়া কবুল হওয়ার অন্যতম শর্ত হচ্ছে হারাম খাদ্য, বস্ত্র, পানীয় ইত্যাদি পরিহার করা। হারাম উপার্জনে নিজেকে সম্পৃক্ত করে যতই দোয়া করা হোক, তা আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না।

রাসুল (সা.) এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেন, দীর্ঘ সফরের ক্লান্তিতে যার মাথার চুল বিক্ষিপ্ত, অবিন্যস্ত ও পুরো শরীর ধুলোমলিন। সে আসমানের দিকে হাত প্রশস্ত করে বলে, হে আমার প্রভু! হে আমার প্রতিপালক! অথচ তার খাদ্য ও পানীয় হারাম, তার পোশাক হারাম, তার জীবন-জীবিকাও হারাম। এমতাবস্থায় তার দোয়া কিভাবে কবুল হতে পারে? (তিরমিজি, হাদিস : ৮৯৬৯)

আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া: হুজাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেছেন, সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয়ই তোমরা সৎ কাজের জন্য আদেশ করবে এবং অন্যায় কাজের প্রতিরোধ করবে। তা না হলে আল্লাহ তাআলা শিগগির তোমাদের ওপর তাঁর শাস্তি অবতীর্ণ করবেন। তোমরা তখন তাঁর কাছে দোয়া করলেও তিনি তোমাদের সেই দোয়া গ্রহণ করবেন না। (তিরমিজি, হাদিস : ২১৬৯)

আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা: আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা একটি বড় ধরনের পাপ। এই পাপের শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জায়গাতেই ভোগ করতে হবে বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।

হাদিসে এসেছে, 'কোনো মুসলিম দোয়া করার সময় কোনো গুনাহের অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নের দোয়া না করলে অবশ্যই আল্লাহ তাকে এ তিনটির কোনো একটি দান করেন। (১) হয়তো তাকে তার কাংখিত সুপারিশ দুনিয়ায় দান করেন, (২) অথবা তা তার পরকালের জন্য জমা রাখেন এবং (৩) অথবা তার কোনো অকল্যাণ বা বিপদাপদ তার থেকে দূরে করে দেন।

সাহাবিরা বলেন, তাহলে তো আমরা অনেক বেশি লাভ করব। তিনি বলেন, আল্লাহ এর চেয়েও বেশি দেন। (আত-তারগীব, হাদিস : ১৬৩৩)

দোয়ায় পূর্ণ মনোযোগ না থাকা: দোয়ার সময় পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে দোয়া করতে। আল্লাহ অবচেতন মনের দোয়া গ্রহণ করেন না। রাসুল (সা.) বলেছেন, তোমরা কবুল হওয়ার পূর্ণ আস্থা নিয়ে আল্লাহর কাছে দোয়া কোরো। জেনে রেখো, আল্লাহ অমনোযোগী ও অসাড় মনের দোয়া কবুল করেন না। (তিরমিজি, হাদিস : ৩৪৭৯)

দোয়ার সুন্নাত তরিকা হল- আল্লাহর প্রশংসা এবং রাসূল (সা.)-এর ওপর দরূদ পড়ে দোয়া করা। বিনয় কাকুতি-মিনতি করে দোয়া করা এবং দোয়া কবুলের ব্যাপারে তাড়াহুড়া না করা। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা নিজের প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সঙ্গোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদের পছন্দ করেন না' (সূরা আরাফ, আয়াত ৫৫।)

আশা ও ভয়ভীতি নিয়ে দোয়া করা। এ সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা বলেছেন, 'তাঁকে ডাকো ভয় ও আশা নিয়ে' (সূরা আরাফ, আয়াত ৫৬।)

সম্ভব হলে অজু করে কেবলামুখী হয়ে দোয়া করা। নিজের গোনাহের কথা স্বীকার করে আল্লাহর নেয়ামতের স্বীকৃতি দেয়া।

বাংলাদেশীদের হেরে যাওয়ার

(শেষের পাতার পর)

এ বিশেষ নির্বাচনে চরম নেতিবাচিক আক্রমণের স্বীকার হয়েছেন। বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠী দেখিয়ে দিয়েছে নিউইয়র্কের রাজনীতিতে তারাই নিয়ন্ত্রক। এ নিয়ন্ত্রকদের বিরুদ্ধে লড়াই করা বাইরে থেকে যত সহজ মনে হয়, কার্যত তার চেয়ে অনেক বেশী দুরূহ।

গথামিস্ট ডট কম নামের একটি স্থানীয় অনলাইন মাধ্যম এ নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে 'কমন সেন্স এনওয়াইসি' নামের একটি স্বতন্ত্র সংগঠন নগরীর ডিস্ট্রিক্ট-২৪ এর বিশেষ নির্বাচনে দুই লাখ ২১ হাজার ডোলার ব্যয় করেছে। ক্যাম্পেইন ফাইন্যান্স বর্বরদের দেয়া তথ্য অনুযায়ী এ



গত সপ্তাহের অর্থাৎ ১-২ ফেব্রুয়ারী সোম-মঙ্গলবারের ভয়াবহ তুষারপাতের চরম দূর্ভোগ কাটতে না কাটতেই রোববার (৭ ফেব্রুয়ারী) আবার নিউইয়র্ক সহ ট্রাইস্টেট এলাকায় আবার দিনভর তুষাপাত হলো। ফলে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যবহত হয়। ছবিটি রোববার দুপুরে কুইন্স বরোর জ্যামাইকার আবাসিক এলাকা থেকে তোলা। ছবি: বাংলা পত্রিকা

অর্থের অর্ধেকই বয় হয়েছে রেডিও, অনলাইন সহ নানা প্রচারনায়। আর এ প্রচারণা করা হয়েছে নিউইয়র্ক ডেমোক্র্যাটদের প্রাতিষ্ঠানিক প্রর্থী হিসেবে পরিচিত জেমস জেনেরো'র পক্ষে।

এ অর্থের অতিরিক্ত আরও ৯৫ হাজার ডলার ব্যয় করা হয়েছে বাংলাদেশী তরুণ প্রার্থী মৌমিতা আহমেদের বিপক্ষে। সসারই মৌমিতা আহমেদকে লক্ষ্য করে করা প্রচারণায় বলা হয়েছে মৌমিতা সিনেটর বার্নি সেন্ডার্সের প্রিয় প্রার্থী। মৌমিতা পুলিশের তহবিল কর্তনের পক্ষে এবং ইসরাইল প্যালেস্টাইন ইস্যু নিয়ে মৌমিতা সিনেটর বার্নি সেন্ডার্সের সমর্থক। 'বয়কট ইসরাইল' স্লোগানের সমর্থক বলে মৌমিতাকে চিহ্নিত করা হয়েছে ব্যাপক নেতিবাচক বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে।

'কমন সেন্স এনওয়াইসি' নামের স্বতন্ত্র সংগঠনের মুল চাঁদাদাতারা নগরীর প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালী গ্রুপ। স্টিপেন রস নগরীর একজন আবাসন ব্যবসায়ী, হাডসন ইয়ার্ডসের মতো স্থাপনার মালিকানার সাথে জড়িত। জ্যাক কাইরই নগরীর বহু খুচরা স্থাপনার মালিক। অপর চাঁদাদাতা আইজাক এশ বড় এপ্যারাল কোম্পানির মালিক।

মৌমিতার বিরুদ্ধে প্রচারণায় বলা হয়েছে, 'এখন ভোট দাও- না হলে কাল কাঁদতে হবে।' নিউইয়র্ক নগরীর ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এলাকা বাংলাদেশী ও হিস্পানিক বর্ধিষ্ণু এলাকা। ইহুদি প্রধান এলাকা হিসেবে পরিচিত এ নির্বাচনী এলাকায় অভিবাসী হিসেবে বাংলাদেশী ও হিস্পানিকরা এখনও নিজেদের সংগঠিত করতে পারেনি। ভোটার রেজিস্ট্রেশন, ভোট প্রদানে এখনও ইহুদি এবং আগে থেকে বসবাসরত লোকজন এগিয়ে রয়েছে। ইহুদি এলাকায় ভোটের ৬৫ শতাংশই পেয়েছেন প্রাতিষ্ঠানিক প্রার্থী জেমস জেনেরো।

মৌমিতা আহমেদ বাংলাদেশীদের মধ্যে এ নির্বাচনে সবচেয়ে বেশী আলোচনায় ছিলেন। ফলে তাঁকে লক্ষ্য করে প্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠীর প্রচারণা সফল হয়েছে। মৌমিতা বলেছেন, কমিউনিটির মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠা লোকজন আবার তাদের অপকর্মে সফল হয়েছে। **এদিকে বার্তা সংস্থা ইউএনএ জানায়:** নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট ২৪ এর বিশেষ নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট জেমস এফ জিনারো নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি এই আসনে ইতিপূর্বে নির্বাচিত কাউন্সিলম্যান ছিলেন। মঙ্গলবার (২ ফেব্রুয়ারী) এই নির্বাচনে ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে ৪ জন বাংলাদেশীসহ মোট ৮ প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। উল্লেখ্য, সিটি কাউন্সিল ডিষ্ট্রিক্ট-২৪ এর বর্তমান কাউন্সিলম্যান ররি লেসম্যান পদত্যাগ করায় পদটি শূন্য হয়। প্রচন্ড ঠান্ডা আর তুষারপাতের মধ্যেই ভোটগ্রহণ চলে সকাল ৬টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত। সিটির কাউন্সিলের বিশেষ এই নির্বাচন অর্থাৎ র‍্যাংকড-চয়েজ ইলেকশনে একজন ভোটার তার পছন্দের প্রথম ৫জন প্রার্থীকে ভোট দেন। আর প্রার্থীদের মধ্যে জেমস জিনারো সর্বোচ্চ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। ইতিপূর্বে আগাম ভোট সম্পন্ন হয়। বোর্ড অব ইলেকশন অফিস সূত্রে জানা যায় ২,০৩৯জন ভোটার নির্বাচনে আগাম ভোট প্রদান করেন।

মঙ্গলবার রাতে বোর্ড অব ইলেকশন অফিস সূত্রে পাওয়া বেসরকারী ফলাফলে জানা যায়, নির্বাচনে বিজয়ী জেমস এফ জিনোরোর প্রাপ্ত ভোট ৩,১৩৯। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি বাংলাদেশী-আমেরিকান মৌমিতা আহমেদ-এর প্রাপ্ত ভোট ৮২৩। এছাড়া অন্যান্য প্রার্থীদের মধ্যে এটর্নী সোমা এস সাঈদ পেয়েছেন ৪৬১ ভোট, দীপ্তি শর্মার প্রাপ্ত ভোট ২৫৮, ড. দিলীপ নাথের প্রাপ্ত ভোট ২২১, নীতা জেইন-এর প্রাপ্ত ভোট ১৫৯, মুজিব-উর রহমানের প্রাপ্ত ভোট ১১৮ এবং মাইকেল আর্ল ব্রাউন-এর প্রাপ্ত ভোট ৬৬।

নির্বাচনে বাংলাদেশী-আমেরিকান প্রার্থীদের মধ্যে বাংলাদেশ সোসাই-টির সাবেক সভাপতি মুজিব-উর রহমান ইতিপূর্বে এই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার অভিজ্ঞতা ছিলো। বিশেষ নির্বাচনে তার শ্লোগান ছিলো- 'ইউনিটি'। অপরদিকে বাংলাদেশী-আমেরিকান্স ফর পলিটিক্যাল প্রোগ্রেস (বাপ)-এর কো ফাউন্ডার মৌমিতা আহমেদ কুইন্সের ডেমোক্র্যাটিক পার্টির কুইন্স ডিষ্ট্রিক্ট লীডার পদে গত নির্বাচনে অল্প ভোটের ব্যবধানে পরাজিত হন। এবারের নির্বাচনে তার শ্লোগান ছিলো- 'মো ফর দ্যা পিপল'। এছাড়াও নিউ আমেরিকান ভোটার্স এসোসিয়েশনের সভাপতি দিলীপ নাথের শ্লোগান ছিলো- 'ইওর ভয়েস ম্যাটারস' আর কুইন্স কাউন্টি ওমেন্স বার এসোসিয়েশনের সভাপতি সোমা এস সাঈদের শ্লোগান ছিলো- 'সোমা ফর কুইন্স'।

সিটি কাউন্সিম্যান নির্বাচিত জেমস এফ জিনারো ইতিপূর্বে ২০০২-সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট ২৪ এর নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি ২০০১ সালে প্রথম, ২০০৫ সালে দ্বিতীয় এবং ২০০৯ সালে তৃতীয়বারের মতো সিটি কাউন্সিলম্যান নির্বাচিত হন। মাঝে তিনি ২০০৮ সালে নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং সিনেটর ফ্রাঙ্ক পাদাভানের কাছে পরাজিত হন। এরপর 'টার্ম লিমিট'-এর কারণে ২০১৩ সালের সিটি কাউন্সিল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা থেকে তাকে বিরত থাকতে হয়।

আল জাজিরা'র রিপোর্ট

(শেষের পাতার পর)

কাছে, আমাদের দেশের মানুষের কাছে বরাবরই সত্য এবং অথেনটিক বলে মনে হয়। কিন্তু অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ সেনা-বাহিনীর প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ ও তার ভাইদের নিয়ে করা একটি 'অনুসন্ধানী রিপোর্ট' নিয়ে শুরু হয়েছে নানা গুঞ্জন, আলোচনা সমালোচনা। কেউ কেউ অনুসন্ধানী এই রিপোর্টকে বলছেন 'ডকুমেন্টরী'। কিন্তু কেউ রিপোর্টের সাবজেক্ট বা লক্ষ্য বা বিষয় বস্ত নিয়ে কথা বলছেন না। শুধু ঢালাও ভাবে বলা হচ্ছে, এটা রাষ্ট্র বিরোধী। এটা দেশ বিরোধী রিপোর্ট। এটা দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র! এটা দেশের জন্য মানহানিকর রিপোর্ট ইত্যাদি! ইত্যাদি!

কিন্তু, কেউ একবার রিপোর্টটি ভালভাবে এবং নৈর্বক্তিকভাবে দেখলে করবেন যে, এটা 'বাংলাদেশের' বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট নয়। রিপোর্টটি বাংলাদেশের 'সেনা বাহিনী প্রধানের বিরুদ্ধে'- যিনি সরকারকে কব্জায় করে, সরকারকে জানিয়ে বা না জানিয়ে অথবা সরকারকে আড়ালে রেখে তার ভাইকে ব্যবসা পাইয়ে দিচ্ছেন, জেল থেকে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতায় নিজের আরেক ভাইকে ছাড়িয়ে নিচ্ছেন, সেনাবাহিনীর গোলাবারুদ কেনার ব্যাপারে ভাইকে টুপাইস পাইয়ে দিচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি।

রিপোর্টের একটি জায়গায়ও বলা হয়নি যে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বা তার আত্মীয় স্বজন এখান থেকে কোন কমিশন নিচ্ছেন। বা কোন যোগসাজস আছে!

বরং অভিযুক্ত সেনা প্রধানের ভাই বিদেশে বসে দাবী করছেন যে তার সাথে সরকারের উচ্চ মহলে যোগসাজোস আছে। সেনা গোয়েন্দাদের সাথে তার যোগাযোগ আছে! মন্ত্রী ডিজিডিএ-ফআই-এর সাথে তার সখ্যতা অনেক গভীর।

তার এই দাবীগুলো সরকারকে তদন্ত করে দেখতে হবে। 'বিদেশে বসে সেনা প্রধানের ভাই কিভাবে নিজের এবং নিজের ভায়ের নাম, পদ ও পদবী ব্যবহার করে কি অনাচার করছেন! তিনি 'প্রধানমন্ত্রীর পদ পদবী'কে ব্যবহার করে কিভাবে নিজের ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরী করছেন 'এ সবের ই তদন্ত হতে পারে!

কথিত অপরাধী হারিসের দাবিকে আওয়ামী লীগ বা আওয়ামী লীগ সরকার কেন মনে করছেন রিপোর্টটি তাদের এবং প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গেছে? এটা মনে করার কোনই কারণ নেই। কারণ এটা কথিত অপরাধীর দাবী। অন্যদের নয়! আল জাজিরা শুধু তথ্য তুলে ধরেছে মাত্র। তদন্ত করার দায়িত্ব সরকারের। প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা গওহর জামিল ও তদন্তের পক্ষে মত দিয়েছেন। জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিনিধি অবশ্য বিষয়টি বাংলাদেশকে তদন্ত করার পক্ষে মত দিয়েছেন।

এছাড়াও সারা দেশের বিভিন্ন নিউজ পোর্টাল, ইউটিউব চ্যানেল এ বিষয়টি তদন্তের দাবী জানিয়েছে! তবে বাংলাদেশের একাধিক দৈনিক পত্রিকায় বাংলাদেশ সরকার এবং সেনা সদর দপ্তরের বক্তব্য প্রকাশের সাথে নিজেদের মত প্রকাশ করে বলেছেন যে, দেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন থাকায় অনেক সংবাদ তারা ছাপতে পারেন না বা অনেক সংবাদ সেলফ সেন্সর করতে হয়। অথচ সংবাদটি না ছেপে আজ শুধু প্রতিবাদটি ছাপতে হচ্ছে!

অন্য আরও একটি পত্রিকায় বলা হয়েছে যে, জেনারেল আজিজ এবং তাঁর অপরাধী ভাইদের কীর্তিকাহিনী জনসাধারণের ইতিমধ্যেই জানা। বিষয়টি ওপেন সিক্রেট। এখন যদি সরকার বিষয়টি তদন্ত না করেন বা এ ব্যাপারে কোন আগ্রহ না দেখান সেক্ষেত্রে জনগন 'রং ম্যাসেজ' পাবে। সরকারের উচিত কাজটি করা। আল জাজিরা এই রিপোর্টটি বা প্রতিবেদনটিতে ১৬/১৭ বা ১৮টি বিষয়ের অবতারণা করেছেন। এগুলো প্রতিষ্ঠিত করতে তারা অনেক তথ্য অনেক ভিডিও সংযুক্ত করেছে। সরকারের উচিত এগুলো বিচার বিশ্লেষন করা ।

আমরা শুনেছি, সরকার ঐ টিভির বিরুদ্ধে মামলা করবেন। সেটা করতেই পারেন। কিন্তু জেনারেল আজিজের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত হতে হবে। যদিও সরকারের পক্ষে এটা কঠিন হবে। তবুও হতে হবে। আল জাজিরার এই রিপোর্ট সরকার এবং জেনারেল আজিজকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে! তাই বিষয়টি অত্যন্ত 'সেনসেটিভ ' এবং কঠিন কাজ।

তাছাড়া জাতিসংঘ এবং যুক্তরাষ্ট্র তো আছেই। তারাও গভী-রভাবে সরকারের দিকে তাকিয়ে আছেন। সুতরাং সরকারকে এটা করতেই হবে।

তাই সরকারের উচিত হবে, একটি কমিশন গঠন করে সেনা প্রধানের বিরুদ্ধে আনীত সকল অভিযোগের তদন্ত করা। এবং তা জনসম্মুখে তুলে ধরা। এবং সরকারের স্বার্থেই তা করা দরকার।

বাসা ভাড়া

ওজনপার্কে এ এবং জে ট্রেন সাবওয়ের সন্নিকটে ৯১ এভিনিউ ও ৭৬ স্ট্রীটের কর্ণারে মনোরম পরিবেশে তিন বেডরুমের একটি বাসা ১ মার্চ থেকে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২২৩-৩২২৩ অথবা ৬৪৬-২৬৬-২৬০৯
জা-২৫/ফে-০১

রুম ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার কন্ডোমিনিয়ামে একটি এক রুম ভাড়া হবে। ভাড়া ৮০০ ডলার। যোগাযোগ নজরুল। ফোন: ৩৪৭-২৬১-৮১২১
এইচ-জা-১৮

বাসা ভাড়া

সম্পূর্ণ রেনুভেটেড ২ বেডরুম, লিভিং, কিচেন, ডাইনিং এবং এক বাথরুম-এর বাসা ভাড়া হবে। কুইন্স বাউন্ড এ ট্রেন গ্র্যান্ড এভিনিউ এবং ৭ ও ৮ বিকিউ বাস স্টপেজ, পিএস ২১৪ আর গ্রোসারী স্টোর কাছাকাছি। ভাড়া ১৮০০ ডলার (গ্যাসবিল সহ)। যোগাযোগ: মজুমদার। ফোন: ৬৪৬-৪৩১-৬০৭১
জা-২৫/ফে-০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ১৮৩ স্ট্রীটে নতুন রেনোভেটেড ৪ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। সাবওয়ে কাছাকাছি। ফোন: ৭১৮-৬০৭-৯৫৫১ অথবা ৩৪৭-৮৭০-০৭৪০
জা-২৫/ফে-০১

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় ১০৯ এভিনিউ এবং ভ্যান উইক বুলেভার্ডে নতুন রেনোভেটেড এক বেডরুম, একটি লিভিং রুম, বাথরুম ও পৃথক কিচেন-এর বাসা ফেব্রুয়ারী মাস থেকে ভাড়া হবে। ২ অথবা ৩ সদস্যের ফ্যামিলি আবশ্যক। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৭৮-১৮৮৬
জা-১৮/২৫

বেসমেন্ট ভাড়া

কুইন্সের ৩৯-২৫ ২৪স্ট্রীট এলআইসি-তে বেসমেন্ট ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯০০ ডলার। যোগাযোগ: ৬৪৬-৫৩০-৭২৩৯
জা-১৮/২৫

রেষ্টুরেন্ট সেল

জ্যামাইকার ১৬৮-১৮ জ্যামাইকা এভিনিউর খুব ব্যস্ত এলাকায় ফুললি ইকুইপড টার্ন কি ওপারেশন রেষ্টুরেন্ট বিক্রি করা হবে। যোগাযোগ: ৫১৬-৫২৬-৪৩৩৬
জা-১৮/২৫

রুম ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউতে ২ বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টর একটি রুম সিঙ্গেল ফ্যামিলি অথবা ওয়ান ফিমেলের কাছে ভাড়া দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৯৮-৮৩৮৩
জা-১৮-২৫

১ বেডরুম কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া

ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টার ওভাল সংলগ্ন ইউনিয়ন পোর্ট রোডে বাঙালী গ্রোসারী, মসজিদ এবং ৬ ট্রেন সাবওয়ের কাছে ১ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া হবে। ভালো ইনকাম এবং ক্রেডিট থাকতে হবে। ভাড়া ১৫০০ ডলার। যোগাযোগ: ৯১৭-২৮৮-১৮৩৫ (সকাল-১০টা-রাত ৯ টা)

২ বেড রুমের কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া

পার্কচেস্টার বাঙালী মার্কেট সংলগ্ন ,খলিল বিরিয়ানীর উল্টোদিকে ২ বেড রুমের একটি কন্ডোমিনিয়াম ভাড়া হবে। ভাড়া ১৮৫০ ডলার। যোগাযোগ: হাবিব রহমান। ফোন: ৩৪৭-২৮০-৭২৬৯

বেসমেন্ট ভাড়া

নিউইয়র্কের ১১২ স্ট্রীট ও ৯৫ এভিনিউ, রিচমন্ড হীলে নতুন কাজ করা ২ বেডরুম, ১ বাথরুম-এর বেসমেন্ট ভাড়া হবে। সাবওয়ে এ, জে ট্রেন এবং কিউ৮ কিউ২৪ ও কিউ৩৭ বাস, মসজিদ কাছে। যোগাযোগ: ১ (৭১৮)-২৯৬-০৩০৬
জা-১১/১৮/২৫

রুম ভাড়া

সুন্দর, ভালো পরিবেশে কর্মজীবি স্বামী/স্ত্রী বা একা প্রয়োজনে ফার্নিচারসহ বড় স্টুডিও রুম (রুমের এক পাশে কিচেন, বাথরুম, ফ্রীজ ও ইন্টারনেট সুবিধাসহ) ভাড়া দেয়া হবে। সি ট্রেনে শেফার্ড এভিনিউর পাশে ৪৩০ এসেক্স ষ্ট্রীট, ব্রুকলীন। যোগাযোগ করুন বা মেসেজ রাখুন। ফোন: ৬৩১-২৩০-০২৩০ অথবা ৭১৮-৩৪৮-৮৪২২
জা-১১/১৮

আবশ্যক

একটি পোলট্রি ফর্মে পার্ট টাইম কাজ করার জন্য পুরুষ অথবা নারী কর্মী আবশ্যক।
যোগাযোগ: ৭১৮-৮২০-২৪৩৪
ফে-০৮/১৫

বাসা ভাড়া

জ্যামাইকায় অত্যন্ত নিরিবিলি পরিবেশে, এক ব্লকের মধ্যে কিউ-৬, কিউ-১১ বাস। জেএফকে এয়ার পোর্টের নিকট রকওয়ে বুলেভার্ড ১২৯ এভিনিউ, ১৫৪ ষ্ট্রিট দোতলায় নতুন রেনোভেটেড তিন বেডরুম, দুইবাথ রুম, বড় লিংভিং রুম, বড় কিচেন, ফ্রি পার্কিং সহ ভাড়া দেওয়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে। যোগাযোগ: খন্দকার জাকির হোসেন। ফোন: ৩৪৭-৫৩৬-০১০৯, অথবা ৭১৮-৫৫৮-৪৩৪৭
জা-০৪

বাসা ভাড়া

জ্যাইকার ১৫৩-১১ ১০৭ এভিনিউতে (ই ট্রেন সাবওয়ের কাছে) বিশাল ফার্স্ট ফ্লোর, ২ বেডরুম, ২ বাথরুম, কিচেন/ডাইনিং, লিভিং রুম-এর বাসা অতিসত্তর ভাড়া হবে। ভাড়া ১৯৫০ ডলার। যোগাযোগ: সুলতান আহমেদ। ফোন: ৭১৮-৬৮৫-৪৮৬১ অথবা নাহিদা বেগম, **ফোন: ৩৪১-৬২৪-৮৮০০**
জা-০৪/১১

বাসা ভাড়া

১৯৬ স্ট্রীট ও ৮৯ এভিনিউর জ্যামাইকা হলিসে হিলসাইড এভিনিউর পাশে বেসমেন্টে এক বেডরুমের সঙ্গে লিভিং, কিচেনসহ একটি বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৯১৭-৪১২-৭৭৩৯

অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া

সানিসাইডের ৫০-৩৯ ৪৫ স্ট্রীট, নিউইয়র্ক-১১৩৭৭ ঠিকানায় এক বেডরুমের নতুন রেনোভেটেড অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া হবে। যোগাযোগ: রফি অহমেদ।
ফোন: ৩৪৭-৯৭২-৩৮৪৯ অথবা ৩৪৭-৩৩৫-৮০৫৪
ডি-২১/২৮

ফারনিশড বেডরুম ভাড়া

জ্যামাইকা এষ্টেট, এফ ট্রেন সংলগ্ন তিন তলা এপার্টমেন্টের সম্পূর্ণ ফারনিশড এক বেডরুম-বাথরুম (শেয়ার কিচেন-লিভিং) স্বামী-স্ত্রী অথবা একজন অধুমপায়ী স্টুডেন্টের কাছে ভাড়া হবে। অবশ্যই রেফারেন্স লাগবে। যোগাযোগ: ৩৪৭-৮২৯-৩৫৪৯.
ডি-২১/২৮

বাসা ভাড়া

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো, ২ বেডরুম ১ বাথরুম। এক্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

কন্ডো বিক্রয়

পার্কচেস্টার সাউথ কন্ডো ২ বেড রুম ১ বাথরুম, এক্টি রিয়েলিটি গ্রুপ, এম. খলিল রহমান (এলআইসি রিয়েলটর)
৯১৭-৪০২-৭০৮৪
khalil4na@gmail.com

বাসা ভাড়া

কুইন্সের জ্যামাইকায় E, J, LIRR, Air Train এর নিকটে 107 Ave. এবং Inwood St. এ প্রাইভেট হাউজের দোতলায় ৩ বেডরুম, ২ বাথরুম, লিভিং রুম, বেলকনি ও কিচেনসহ ১লা জানুয়ারি থেকে বাসা ভাড়া হবে।
যোগাযোগঃ ৭১৮-৬৫৮-৪২৮৪।

লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক

নিউজার্সীতে স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে আড়াই বছরের এক ছেলে ও এক শিশু বাচ্চাকে দেখাশোনার জন্য লিভ ইন ন্যানী আবশ্যক জানুয়ারি মানস থেকে। বাসায় থেকে কাজ করতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগঃ ৪০৪-৫৩৬-২১৯৪
৪০৪-৫৩৮-৪৮৭৫

বাসা ভাড়া

কুইন্সের মনোরম পরিবেশে নিউ রেনোভেটেড ওয়াইড বেসমেন্টের এক বেডরুম, লিভিং রুম ও কিচেন সহ বাসা জানুয়ারী মাস থেকে ভাড়া হবে। সাইড এন্ট্রেন্স আছে। বাসার কাছেই ব্যাংক আর লং আইল্যান্ড রেলরোড। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৮৩-৫৬৩৭
জা-১১/১৮

বাসা ভাড়া

উডসাইডের সাবওয়ের পাশে ৫৮ স্ট্রিট ও নর্দান বুলুভারডে ৩ বেডরুম ও ২ বাথরুম সম্বলিত বাইরের সাথে দরজা-জানালাযুক্ত বেসমেন্টের একটি বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: (৯১৭) ৪১২-৭৭৩৯.
ন-০৯/১৬/২৩

রুমমেট আবশ্যক

জ্যাকসন হাইটসের ৮৪ ষ্ট্রীট এবং ২৫ এভিনিউতে বেসমেন্টে থাকার জন্য একজন পুরুষ রুমমেট আবশ্যক। যোগাযোগ: ৯১৭-৪৭৮-৭১৩১
ডি-১৪/২১

HELP ANTED

Need Office Assistant/Secretary Real Estate office, Queens, New York. English/Computer must. Contact: 917-523-4451. Email: MKSKARN@gmail.com
N-16/23

রুমমেট আবশ্যক

জ্যামাইকার হাইল্যান্ড এভিনিউ এর উপরে E and F ট্রেন সাবওয়ের খুব কাছে তিন বেডরুমের একটি বাসার দুই বেডরুম আলাদা বাথরুম সহ ভাড়া হবে জানুয়ারী ২০২১ সাল থেকে। ভাড়া আলোচোনা সাপেক্ষ্য।
যোগাযোগঃ ৭১৮-২০০-৮৮০০.
ন-১৬/২৩

হেল্প ওয়ান্টেড

একটি হিন্দু পরিবারের সাহায্যকারী প্রয়োজন। সাহায্যকারীকে পরিবারের সাথে পরিবারের সদস্যের মতো থাকতে হবে। থাকা, খাওয়া ফ্রি এবং অতিরিক্ত মাসিক বেতন ৫০০ ডলার দেয়া হবে। আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন।
যোগাযোগ: ৯১৭-৪৩৬-৬১৬৮
ন-০৯

বাড়ি বিক্রয়

Jamaica Hills: 2F family walkup 3 family brick 3 bed rooms 2 bath rooms 3 apartments also full finished basement 1320 Sq.ft প্রতি ফ্লার জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার থেকে ১ ব্লক। Close to Park, Hospital. St. Hhons College, Subway. Price $1.3 millions. Call: 917-749-4143.

গ্যাস ষ্টেশনে আবশ্যক

জর্জিয়ার ছোট শহর সাইলোর একটি গ্যাস ষ্টেশনে কাজ করার জন্য একজন কর্মী প্রয়োজন। প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা দেয়া হবে। যোগাযোগ: ফয়জুল কবির।
ফোন: ৭০৬-৯৭৭-৯১০৬
ফে-০১/০৮

পাত্রী চাই

আমেরিকায় বসবাসরত ও প্রতিষ্ঠিত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান, ৫ ফুট ৬ ইঞ্চি, সুদর্শন, এমবিএ ডিগ্রীধারী পাত্রের জন্য পাত্রী চাই।
যোগাযোগ: ৯২৯-৫৩০-৫২৯৩।
ই-মেইল: 3800rahman@gmail.com

মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রি



নিউইয়র্কের বাফেলোতে ফুল রেনোভেটেড মালটি ফ্যামিলি হাউজ বিক্রির জন্য তৈরী। সিরিয়াস আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। **ফোন: ৬৪৬-৩২৭-৬৮৮৯**
ন-৩০/ডি-০৭/১৪

بسم الله الرحمن الرحيم

পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।
Mobile Tel. No 646-591-4696
Res: 718-931-2509
e-mail: moondhs@gmail.com

রুম ভাড়া

জ্যামাইকা এষ্টেট, এফ ট্রেন সাবওয়ের লাস্ট স্টপ সংলগ্ন অত্যন্ত মনোরম পরিবেশে তিন তলার ৩ বেডরুম, ২ বাথরুমের বড় এপার্টমেন্টে পরিবারের সাথে থাকার জন্য একজন ব্যাচেলার অথবা স্বামী-স্ত্রী'র কাছে ফার্নিসড রুম ভাড়া হবে। ভাড়া আলোচনা সাপেক্ষে।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৮৫৮-৪২৯০ অথবা ৯১৭-৩০০-৫০০৪

পাত্রী চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের ৩২ বছর বয়সী, জন্মসূত্রে আমেরিকান সিটিজেন পাত্রের জন্য পাত্রী আবশ্যক। পাত্র ফোর্ডহ্যাম ইউনিভার্সিটি থেকে বিজন্যাস এন্ড ফাইন্যান্সে গ্রাজুয়েট। বর্তমানে নিউইয়র্কে একটি নামী ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীতে সুপারভাইজার লেভেলে কর্মরত। পাত্রীকে জন্মসূত্রে আমেরিকান নাগরিক, গ্রাজুয়েট বা পড়াশোনার শেষ পর্যায়ে থাকতে হবে। পাত্রীর গড়ন হাল্কা পাতলা এবং সুন্দরী হতে হবে।
যোগাযোগ: ৯১৭ ২৮৮ ১৮৩৫
(সকাল ১১টা থেকে রাত ১০টা)

বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!
শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার
Bangladesh Center Inc
ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২

সিকিউরিটি ক্যামেরা

আপনার বাসা, অফিস বা কর্মস্থল সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে নিরাপদ করুন।
ঘরে-বাইরে, কাছে-দূরে যেখানেই থাকুন আপনার সম্পদ ফোনের পর্দায় দেখুন।
আমরা সবচেয়ে কম খরচে অল্প সময়ে সিকিরিটি ক্যামেরা লাগাই। আজই যোগাযোগ করুন।
ফোন : 917-455-5308
ইমেইল: techlifeusa@gmail.com
Tech Life USA : 179-51 Hillside AV, Jamaica, NY-11432

কাজী অফিস

(সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত)

কাজী মোঃ বেলাল হোসেন
ইউএস এয়ারফোর্সের অধীনে কুয়েতস্থ আমেরিকান এ্যাম্বাসির প্রাক্তন দোভাষী অফিসার
বর্তমান ইমাম : বাইতুন নূর মসজিদ, ওজপনপার্ক।
ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল' মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। ইংরেজী, আরবী এবং বাংলায় বিবাহ অনুষ্ঠান পরিচালনা করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা। নিউইয়র্ক সিটির প্রতিটি এলাকায় সেবা প্রদান করা হয়।
যোগাযোগ: 201-839-7579
৮৮-১৯ লিবার্টি এভিনিউ, ওজনপার্ক, নিউইয়র্ক-১১৪১৭

বাসা ভাড়া

বাংলাদেশী অধ্যুষিত এস্টোরিয়ায় (৩৩-০৯, ৩১ এভিনিউ এবং ৩০-৫২, ৩৪ ষ্ট্রীট) এর দুটি এপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে ১বেড রুম (ভাড়া: ১৭০০ ডলার), দুই বেড রুম (ভাড়া: ২২০০ ডলার) এর বেশ কয়েকটি এপার্টমেন্ট ভাড়া হবে।
যোগাযোগ: হাবিব রহমান
লাইসেন্সড রিয়েল এস্টেট সেলস পার্সন
পার্কচেস্টার ব্রঙ্কস রিয়েলিটি
ফোন: ৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯ (সেল)
৭১৮-৫১৪-৯০৩০ (অফিস)

সূ কী'রা যে কেন এমন হয়ে

(শেষের পাতার পর)

বাদশাহশাষিত রাষ্ট্রগুলো বা বাড়ীর পাশের বার্মা, এগুলোকে আমি সভ্য দেশ বলি না। এরা অসভ্য, ইতর, বর্বর জংলী। বার্মা একটা জাত অসভ্য দেশ। '৪৮-এ বৃটিশ থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর বছর কয়েক কোনমতে চলতে পারলেও ১৯৬২ থেকে- আজ প্রায় ষাট বছর আর্মি ক্ষমতা দখল করে আছে। আর এ কাজটি তারা করতে পারছে প্রতিবেশী চায়নার প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায়। চায়নায় গণতন্ত্র নেই, তারা গণতন্ত্র মানে না। মাও সে তুং-য়ের আদর্শ থেকে সরে এসে একটি বিশেষ সুবিধাভোগী চক্র সেখানে গোষ্ঠী স্বৈরাচার কায়েম করে রেখেছে। তারা চায় তাদের বলয়ে থাকা সরকারগুলোও তাদেরই কায়দায় ক্ষমতা করায়ত্ব করে রাখুক। এতদিন ধরে বার্মায় তাই হয়ে আসছে।

সেদিন নতুন করে সামরিক আইন জারী বা সামরিক বাহিনীর সর্বময় ক্ষমতা গ্রহন বার্মায় নতুন কোন ঘটনা না। এর আগে বহুবার এমন ঘটেছে। মাঝেমাঝেই ঘটে। সবাই জানে দেশটা চায়নার তালুকদারি সম্পত্তি- এ জন্য কেউ কিছু বলে না। ওটা চায়নাকেই দিয়ে রেখেছে। তারপরও জাতিসংঘ বা আমেরিকার ভয়ে গণতন্ত্রের কিছু ভড়ং করতে হয়, মিলিট-ারিরা জনগনকে রাজনীতি করার সুযোগ দিয়ে রেখেছে, মানুষ সেখানে দল করতে পারে, নির্বাচন হয় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করতে পারে, কিন্তু ক্ষমতা পায়না কখনও। ক্ষমতা রয়ে যায় মিলিটারির হাতে।

এই দেশে গণতন্ত্র কায়েমের জন্য আবির্ভূত হয়েছিলেন আধুনিক বার্মার ফাদার অফ দ্য নেশন বা 'জাতির জনক' হিসেবে খ্যাত প্রয়াত অং সানের কন্যা সূ কী। অং সান বার্মার রাজনীতিতে একজন সফল এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বৃটিশ থেকে বার্মার স্বাধীনতার জন্য তিনি দেন দরবার করেছেন। বৃটিশ সরকারের সাথে স্বাধীনতার চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। '৪৬-এর নির্বাচনে বিজয়ী সংখ্যাগড়িষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে বৃটিশ রাজের অধীনে সরকার গঠন করেছিলেন, প্রধান মন্ত্রীও হয়েছিলেন। তার স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ীই ১৯৪৮ সালে বার্মা বৃটিশ থেকে স্বাধীনতা পায়। কিন্তু সে স্বাধীনতা তিনি দেখে যেতে পারেন নাই। '৪৭ সালের ১৯ জুলাই মন্ত্রীসভার বৈঠক করার সময় সশস্ত্র ব্যক্তিদের গুলীতে নিহত হন অং সান। সে সময় তার বয়স ছিল মাত্র বত্রিশ বছর। তার সাথে মন্ত্রী পরিষদের আটজন সদস্যও মৃত্যুবরণ করেন।

পিতা অং সান যখন নিহত হন কন্যা সূ কীর বয়স তখন মাত্র দুই বছর। জন্ম এবং বেড়ে ওঠা রেঙ্গুনে। গ্র্যাজুয়েশন করেছেন দিল্লী ইউনিভার্সিটি এবং লন্ডনের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে। বছর তিনেক জাতিসংঘেও কাজ করেছেন। এরপর দেশে ফিরে রাজনীতিতে যুক্ত হন। '৮৮তে আর্মি শাসনের বিরুদ্ধে একটা বড় আন্দোলন হয়। সূ কী তাতে নেতৃত্ব দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ নেতা হয়ে ওঠেন। '৯০এর নির্বাচনে তাঁর দল এনএলডি সংসদের ৮১ শতাংশ আসন লাভ করতে সক্ষম হয়, কিন্তু এবারের মত সেবারও আর্মি রাজনীতিকদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে অস্বীকার করে। সূ কী'কে হাউজ অ্যারেস্ট করা হয়। ২০১০ সাল পর্যন্ত তাঁর ২১ বছরের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে ১৫ বছর অন্তরীনে কাটান। এ সময় তার মুক্তি এবং বার্মায় গণতন্ত্র কায়েমের জন্য বিশ্বব্যপী দাবী ওঠে। কারা নির্যাতিতা সূ কী হয়ে ওঠেন 'গণতন্ত্রের মানসকন্যা'।

২০১০ এর নির্বাচন তার দল বয়কট করে, অবশ্য ২০১২ সালের ৪৫টি শুন্য আসনের উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ৪৩টিতে জয়লাভ করে। সূ কী নিজেও সে সেময় এমপি হন। ২০১৫ সালের নির্বাচনে সূ কী'র দল ভুমিধ্বস বিজয় লাভ করে। সংসদের ৮৬ শতাংশ আসন পেয়ে দেশের প্রেসিডেন্ট এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগের যোগ্যতা অর্জন করে। সাংবিধানিক বাধার কারনে সূ কী' নিজে রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারেননি, তবে সরকার প্রধান বা প্রধানমন্ত্রীর মর্যাদায় নতুন সৃস্ট 'স্টেট কাউন্সিলর' পদ গ্রহন করেন, যদিও মূল ক্ষমতা রয়ে যায় আর্মির হাতে। তারপরও একজন বেসামরিক সরকারপ প্রধান হিসেবে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নিজের দেশকে গণতন্ত্রের পথে চলা দেশ হিসেবে তুলে ধরতে সচেষ্ট হন। ভারতের সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়ান, যেটা চায়নার পছন্দনীয় ছিল না। এর মধ্যে জাতীয় নির্বাচন এসে যায়। গত নভেম্বরে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে সূ কী'র দল সংখ্যাগড়িষ্ঠতা পায়। জালিয়াতির অভিযোগ তুলে আর্মি সে নির্বাচনের ফলাফল বাতিল করে দিয়েছে। ১ ফেব্রুয়ারী সামরিক আইন জারী করে সূ কীসহ তার দলের শীর্ষ নেতাদেরকে গ্রেপ্তার করেছে।

চায়না কখনই সূ কী'র উত্থানকে সমর্থন করেনি। হতে পারে এখনই তার রাশ টেনে ধরাটা দরকার মনে করেছে। আবার আর্মি বসিয়ে দিয়েছে। এসব ঘটনা বার্মার অভ্যন্তরীন বিষয়। এ ব্যপারে আমার জানা-বোঝার আগ্রহ খুবই কম। সেই ছোটবেলা থেকেই জেনে এসেছি মগারা (বার্মিজ) বর্বর নিষ্ঠুর অসভ্য। এক সময় এরা বাংলাদেশে ঢুকে বহু লুটপাট হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে। বলতে গেলে বার্মা নামের দেশটাকে নতুন প্রজন্ম চিনেছে সূ কী'কে দিয়ে। গণতন্ত্র মানবিকতা মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দীর্ঘদিন কারাবাস করেছেন। সে কারণে বরাবরই তার প্রতি এক ধরনের সহানুভূতি ছিল। বিশ্বে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের একজন আইকন হিসেবে তাকে নোবেল পুরষ্কারে ভূষিত করা হয়। সেই সূ কী যখন '১৫তে বার্মার সরকার প্রধান হলেন আমরা খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু সব খুশী ধুলায় মিশে যায় যখন তিনি ২০১৭ সালে সেনাবাহিনী কর্তৃক রোহিঙ্গা গনহত্যাকে প্রকাশ্য সমর্থন জানালেন। বলার অপেক্ষা রাখেনা, জাতিগত নিপীড়ন তো বটেই এথনিক ক্লিজিংয়ে নিজ জনগোষ্ঠী রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর যে অত্যাচার নির্যাতন পাশবিকতা বর্বরতা চালানো হয়েছে তা সমসাময়িককালের ইতিহাসে বিরল। সূ কী তার সেনাবাহিনী এবং গণহত্যার পক্ষ নিয়েছেন। বিতাড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে বার্মার নাগরিক হিসেবে মানতে অস্বীকার করেছেন। ফিরিয়ে নিতে টালবাহানা করেছেন। শুধু এবার না, ২০১২ সালে যখন রাখাইন রাজ্যে দাঙ্গা বাধানো হয় তখনও তিনি নিশ্চুপ থেকেছেন। ২০১৫ সালে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর অত্যাচার নির্যাতন চালানোর সময়ও তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন রোহিঙ্গারা যে বার্মিজ সিটিজেন এটাই তিনি জানেন না। এই হামলার তিনি নিন্দাও জানাননি। বরঞ্চ ২০১৩ সালে বিবিসি'কে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন 'বিশ্বব্যপী মুসলিম শক্তির উত্থান' থেকে ভয়জনিত কারনে ওই ঘটনা ঘটে থাকতে পারে। এই সাক্ষাৎকারটি নিয়েছিলেন মিশাল হোসেন নামে এক মুসলিম সাংবাদিক। পরে অন্য এক উপলক্ষ্যে 'একজন মুসলিম'কে দিয়ে কেন তার সাক্ষাৎকার নেওয়ানো হয়েছিল এজন্য উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন। এইসব ঘটনা প্রমান করে সূ কী মনেপ্রাণে একজন মুসলিম বিদ্বেষী।

রোহিঙ্গা গণহত্যায় সমর্থন যুগিয়ে বিশ্বব্যপী সূ কী সমালোচিত হন। লন্ডনের কুইন মেরি ইউনিভার্সিটির অপরাধ বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সূ কী মিয়ানমারে রোহিঙ্গা গণহত্যাকে জায়েজ করার চেষ্টা করছেন। এ সময় তার নোবেল প্রাইজ বাতিলে স্বাক্ষর সংগ্রহেরও আহবান জানানো হয়। ইতিপর্বে যে সকল সংস্থা গণতন্ত্রের আন্দোলনে আত্মত্যাগের জন্য সূ কী'কে বিভিন্ন পদক পুরষ্কারে ভূষিত করেছিল তারও একে একে তা প্রত্যাহার করে নিতে থাকে। ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে যোগদানেও তিনি বিরত থাকেন। ২০২০-এর ডিসেম্বরে হেগে অবস্থিত আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে উপস্থিত হয়ে সূ কী রোহিঙ্গাদের ওপর বার্মিজ সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞকে সমর্থন করেন, গণহত্যার অভিযোগ অস্বীকার করেন। শুধু তাই না রোহিঙ্গাদের সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করতে আসা বেশ কয়েকজন আন্তর্জাতিক গনমাধ্যম কর্মীকে গ্রেপ্তার করেন। এদেরকে বিশ্বাষ-ঘাতক বলেও গালমন্দ করেন। আদালতকে নির্দেশ দিয়ে প্রত্যেকের নামে সাত বছর করে কারাদন্ড ঘোষনা করান। এবং এভাবে নিজেকে তিনি একজন স্বৈরাচার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন।

সর্বশেষ, আম-ছালা দুইই হারিয়ে এখন আর্মির হেফাজতখানায় তশরীফ এনেছেন। তদন্ত হচ্ছে। বলা হয়েছে অপরাধী প্রমানিত হলে তার দুই বছরের কারাদন্ড হতে পারে।

সূ কী'র এই পরিণতিতে বাংলাদেশের মানুষকে বেশ খুশীই মনে হচ্ছে। কয়েকদিন ফেসবুকে বিভিন্ন পোস্টে দেখলাম আনন্দ উল্লাস। এগুলো আবেগের বহি:প্রকাশ। আসল বিষয়টি হচ্ছে সূ কী মানুষের আস্থা বিশ্বাস ও ভালবাসা হারিয়েছেন। একজন নির্যাতিতা নেত্রী হিসেবে যে সহমর্মীতা, সহানুভূতি লাভ করেছিলেন তা খুইয়েছেন। এমন না যে অশিক্ষিত বা হাফ এডুকেটেড কোন মহিলা, বিশ্বের নামকরা বিদ্যাপীঠগুলোলো থেকে যার ডিগ্রি লাভ, সমাজ সভ্যতা সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান, তেমন একজন মানুষ ক্ষমতা হাতে পেয়ে কিভাবে বিবেক, নীতি, নৈতিকতা বিসর্জন দিলেন স্বৈরাচারের প্রতিভূ হয়ে উঠলেন সেটাই বিস্ময়! এসেছিলেন 'গণতন্ত্রের মানসকন্যা' হিসেবে, হয়ে গেলেন স্বৈরাচার! সূ কী'রা যে কেন এমন হয়ে যায়!

রোহিঙ্গা গণহত্যায় সূ কী'র হাত রাঙানোকে যেমন মানতে পারিনি, আজ আর্মির ফাটকে তার অবস্থানকেও সমর্থন করি না। সভ্য মানুষ হিসাবে তার প্রতিবাদ আমরা করবো, সত্বর মুক্তিও চাইবো। বার্মার জনগণ সেনাশাসনের যোয়াল ভেঙ্গে বের হয়ে আসুক সেটাও কামনা করবো। আশা করবো একটি গণতান্ত্রিক বার্মা তাদের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে সম্মানের সাথে বাংলাদেশ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। তেমনটা যেদিন ঘটবে, সেদিনই বুঝবো দেশটা সভ্য হয়েছে।

সিয়ার্সের বিরুদ্ধে ৩৩৮ কোটি টাকার

(শেষের পাতার পর)

অর্থনীতিবিষয়ক ম্যাগাজিন ফোর্বস এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, মহামারি করোনাভাইরাসের প্রভাবে সৃষ্ট সংকট ও পশ্চিমা জায়ান্ট ক্রেতাদের অনৈতিক ব্যবসায়িক মন্দার কারণে তৈরি পোশাকের অসংখ্য সরবরাহকারীরা মারাত্মকভাবে ক্ষতির মুখে পড়ে। গত বছরের জুনে বাংলাদেশী ২১টি কোম্পানির পক্ষে মামলা দায়ের করেন জোসেফ ই স্যারাচেক। সিয়ার্সের বিরুদ্ধে শুনানি শেষে ৪ কোটি ডলারেরও বেশি অর্থ জয় পেয়েছে।

মামলায় স্যারাচেক দাবি করেন, বর্তমানে অর্থনৈতিকভাবে ভঙ্গুর সিয়ার্স প্রচুর পরিমাণ অব্যবহৃত কাপড় এবং পাওনা বড় অংকের অর্থ বকেয়া রেখে কোম্পানিগুলোর সাথে যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। শুধু তাই নয়, সিয়ার্স কৌশলে কোম্পানিগুলোর বিল পরিশোধ না করার লক্ষ্যে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণার পরিকল্পনা করে।

রায় পক্ষে আসার প্রেক্ষিতে স্যারাচেক নিশ্চিত করেছেন, বাংলাদেশী কোম্পানিগুলো ট্রান্সফর্মকোর মধ্যস্থতায় জরিমানাকৃত অর্থের বড় অংশ হাতে পেয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ট্রান্সফর্মকো আমেরিকান বিলিওনিয়ার এডওয়ার্ড ল্যাম্পার্ট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান। গত বছর ট্রান্সফর্মকো নিজস্ব অর্থায়নে সিয়ার্স এবং কে-মার্ট কিনে নিয়ে দেউলিয়া হওয়া থেকে রক্ষা করে প্রতিষ্ঠান দুটিকে। প্রতিবেদনে স্যারাচেক বলেন, 'বকেয়া অর্থের একটা বড় অংশ ফিরে পাওয়ায় কোম্পানিগুলো অত্যন্ত আনন্দিত'

নির্ধারিত কাজ একাধিকবার সম্পন্ন করার পরও সিয়ার্স বাংলাদেশী কোম্পানীগুলোর বকেয়া ফেরত দিতে অসমর্থ ছিল। সিয়ার্সের নিজের অর্থসংকট এবং পূর্বের বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থতা বিষয়টিকে ত্বরান্বিত করায় ভূমিকা রেখেছে মারাত্মকভাবে।

ফোর্বসের প্রতিবেদন অনুযায়ী কয়েকটি প্রতিষ্ঠান প্রায় ৬ কোটি ডলার মূল্যমানের পোষাক গত বছর সিয়ার্সের উদ্দেশ্যে তৈরী করে পাঠিয়েছে। কিন্তু প্রাথমিকভাবে নামেমাত্র অর্থ পরিশোধ করে সিয়ার্স চুক্তি বাস্তবায়ন করায় অনেক কোম্পানি প্রচন্ড অর্থনৈতিক চাপের মুখে পড়ে।

মামলায় জয়ের পর প্রায় ভংগুর কোম্পানিগুলো গত সেপ্টেম্বরে কিছু অর্থ ফেরৎ পেয়েছে এবং তাদের নিয়মিত বিরতিতে অর্থ প্রাপ্তি অব্যাহত রয়েছে। কোম্পানি পক্ষের আইনজীবী আদালতে বলেন, সিয়ার্সের অর্ডার বাতিলকরণের ফলে বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ায় একধরণের মানবিক সংকট সৃষ্টিতে ভুমিকা পালন করেছে।

শুধু সিয়ার্স নয় নামকরা ব্রান্ড যেমন ফরএভার ২১, রোজ ড্রেস ফর লেস, দ্যা চিল্ড্রেনস পেস, কোহল'স কেএসএস, গ্লোবাল ব্র্যান্ডস শপ, আর্কেডিয়ার মতো প্রতিষ্ঠান প্রায় ৪০০০ কোটি ডলার সমমূল্যের পোশাকের অর্ডার তৈরীর পর মূল্য বকেয়া রাখে। করোনাকালে এই বকেয়া অর্থ কিছু কোম্পানীকে প্রায় ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয় এবং অনেক কোম্পানী শ্রমিকের বেতন পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়।

অপরদিকে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে এইচএন্ডএম, পিভিএইচ, ভিএফ কর্পোরেশন, ভিএফসি, জারা এবং সিএ-এর মতো ২৪ টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান বকেয়া অর্থ পরিশোধ করেছে। বাংলাদেশ থেকে প্রায় ২০০০ কোটি ডলার সমমূল্যের পোশাক রপ্তানি হয়েছে করোনাভাইরাস আঘাত হানার পূর্বে।

টেনেসিতে জরুরী লোক আবশ্যক

টেনেসির ম্যাম্পীস শহরে বাঙালী মালিকানাধীন গ্যাস ষ্টেশনে জরুরী ভিত্তিতে লোক আবশ্যক। প্রয়োজনে কাজ শেখানো হবে।

যোগাযোগ: মাসুদ হাসান তুর্ন।

ফোন: ৪০৪-৭১৭-৩২৫৫

ডি-১৪/২১

হাউজ কিপিং জব করতে চাই

হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।

ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯

৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?

বাফেলোতে বাড়ি কেনা-বেচায়



নতুন প্রজন্মের বিশ্বস্ত লাইসেন্সড সেলস পার্সন

রাফি সাফওয়ান

ঝামেলামুক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে

সিদ্ধান্ত নেয়ার পূর্বে যোগাযোগ করুন :

267-992-3201

Park Realty

of Western New York

155 Summer St
Buffalo, NY 14222

Room for Rent

An empty beautiful furnished room with 59" tv mounted on the wall, dresser with mirror, wooden Almirah - including gas & electricity for rent as of 1st October/20; beginning, middle or end of the coming month; it's on second floor of a private three floor building on the Steinway Street in between 28-25th Avenue, right in front of Fatima Pediatric Medical Care & almost next to the Dominos Pizza. Monthly rent is **$800/00** with one month's advance security money — NO NEGOTIATIONS. If interested — Please call :

516-603-5223 or on land phone: **718-545-0706**

ask for ***Khokan, Anwaruddin.***

ফুলটাইম মহিলা নেনী

কর্মজীবি মা ফুলটাইম মহিলা নেনী/বেবীসিটার খুঁজছেন। নিউইয়র্কের ফ্লাশিং (কুইন্স) এলাকায় বেবির বাড়িতে বেতন-সহ থাকার সুন্দর ব্যবস্থা আছে।

বিস্তারিত তথ্য বা সাক্ষাৎকারের জন্য কল্/টেক্সট:

347-766-6412

মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib

Bangla Bazar Jame Masjid

1351 Odell St, Bronx, NY 10462

ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



Quazi Moulana Abul Kashem Eahea

Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh

Marriage Registrar New York State

(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)

Tel: 347-208-9055

Email:abuleahea@gmail.com

মুসলিম কাজী অফিস



নিউইয়র্ক সিটি কর্তৃক রেজিস্ট্রিকৃত

কাজী মাওলানা ওবায়দুল হক

ইমাম ও খতিব পার্কচেষ্টার ইসলামিক সেন্টার

ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী বিবাহ পড়ানো এবং নিউইয়র্ক সিটির ল মোতাবেক ম্যারেজ সার্টিফিকেট ও মুসলিম কাবিননামা প্রদান করা হয়। সপ্তাহে ৭ দিন খোলা।

পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন ৩৪৭-৩২০-৭২১৮

13-75 Virginia Avenue, Bronx, New York 10462

MATRIMONIAL SERVICE

কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR

IMAM & KHATUB

MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.

Phone: 646-732-7125, 929-277-7444

বাড়িতে থেকেই পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সেবা দিন
বছরে আয় করুন সর্বোচ্চ $50,000

Hiring HHA & PCA

আমরা দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশী কম্যুনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি।

প্রশিক্ষণ ক্লাসের জন্য যোগাযোগ করুন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে



HouseCalls HOME CARE
Being home never felt better

718-731-9750

আমাদের অফিসে রয়েছে বাংলাদেশী স্টাফ

আপনাদের সুবিধার্থে চারটি অফিস

Jackson Heights:
72-16 Roosevelt Ave, NY 11372



Bronx:
1878 Cross Bronx Expwy, NY 10472



Jamaica:
90-50 Sutphin Blvd, NY 11435



Brooklyn:
2440 Fulton Street, NY 11233



বাংলাদেশী কম্যুনিটিতে একমাত্র 'লাইসেন্সধারী' হোম কেয়ার এজেন্সি

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika

জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু



বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ এবং সাধারণ পরিষদ বৃহস্পতিবার (৪ ফেব্রুয়ারী) সংস্থার পরবর্তী মহাসচিব নিয়োগ প্রক্রিয়া ঘোষণা করেছে। বর্তমান মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস দ্বিতীয় মেয়াদে এই পদে থাকার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। সাবেক পর্তুগীজ প্রধানমন্ত্রী গুতেরেস (৭১) সাধারণ পরিষদ এবং গুরুত্বপূর্ণ পাঁচ সদস্য যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স ও ব্রিটেনসহ নিরাপত্তা পরিষদের ব্যাপক সমর্থন পাচ্ছেন। তবে বেশ কয়েকটি বেসরকারি গ্রুপের সমালোচনার মুখোমুখি হচ্ছেন গুতেরেস। তাদের অভিযোগ বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার রক্ষায় তিনি যথেষ্ঠ কাজ করতে পারছেন না। বৃহস্পতিবার নিরাপত্তা পরিষদে (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

খালেদা জিয়ার বিষয়ে কিছুই জানে না বিএনপি

কিরণ শেখ: খালেদা জিয়ার দ্বিতীয় দফায় মুক্তির মেয়াদ শেষ হবে আগামী ২৫ মার্চ। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই বিএনপি চেয়ারপারসনের সাজা স্থগিতের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবারো আবেদন করা হবে কি না, সে বিষয়ে কিছুই জানেন না দলটির শীর্ষ নেতারা। এবিষয়ে পরিবারের সদস্যরাই সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানিয়েছে দলটি।

বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন বাংলাদেশ জার্নালকে বলেন, খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদনের বিষয়টা সম্পূর্ণভাবে তার পরিবারের উপর নির্ভর করছে। আর আমরা রাজনৈতিকভাবে এটা জানি না।

২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে বিএনপি চেয়ারপারসনের বিরুদ্ধে জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ মামলা দায়ের হয়। ১০ বছর পর ২০১৮ সালে ৮ ফেব্রুয়ারীতে মামলার রায়ে ৫ বছরের কারাদন্ড হয়। পরে হাইকোর্ট সেই সাজা বাড়িয়ে ১০ বছরের কারাদন্ডের আদেশ দেন। আরেকটি মামলায় তার ৭ বছরের কারাদন্ড হয়।

কারাগারে বন্দি হওয়ার পর খালেদা জিয়াকে প্রথমে পুরান ঢাকার পরিত্যক্ত কেন্দ্রীয় কারাগারে রাখা হলেও পরে তাকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হয়। প্রায় ১১ মাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন তিনি। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় বেগম জিয়ার ভাই-বোনসহ পরিবারের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে স্বাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে নির্বাহী আদেশে বেগম খালেদা জিয়াকে মুক্তি দেওয়ার আবেদন করেন তারা। পরে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। বন্দির ৭৭৬ দিন পর গত বছরের ২৫ মার্চ মানবিক কারণে দন্ড স্থগিত করে শর্ত সাপেক্ষে কারাবন্দি খালেদা জিয়াকে ৬ মাসের জন্য মুক্তি দেয় সরকার। এই মেয়াদ



শেষ হওয়ার আগেই পরিবারের পক্ষ থেকে আবারো আবেদন করা হয়। সেই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে আরো ৬ মাসের জন্য বেগম জিয়াকে মুক্তি দেয় সরকার। এরপর থেকেই মুক্ত জীবন যাপন করছেন বিএনপি চেয়ারপারসন। তবে মুক্ত জীবন যাপন করলেও তিনি নিজ বাসভবন থেকে বের হন না।

মুক্তির শর্ত দুটি হলো- তিনি নিজ বাসায় থেকে চিকিৎসা নেবেন এবং দেশের বাইরে যেতে পারবেন না। দ্বিতীয় দফায় মুক্তির ক্ষেত্রেও আগে যেসব শর্ত ছিল সেগুলো অপরিবর্তিত রয়েছে।

তবে গত ১০ মাসের অধিক সময় ধরে বেগম খালেদা জিয়া মুক্ত জীবন যাপন করলেও একে মুক্ত বলতে নারাজ বিএনপি। দলটি বলছে, বেগম জিয়া মুক্ত না। বরং উনাকে জেলবন্দি থেকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়েছে। খালেদা জিয়ার সাজা স্থগিতের মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদনের বিষয়ে বিএনপির একটি নিভৃতযোগ্য সূত্র জানান, আবেদনের বিষয়ে বিএনপি চেয়ারপারসনের সঙ্গে আলোচনা করেই সিদ্ধান্ত নেবেন দলটির আইনজীবীরা। তবে কবে নাগাদ বেগম জিয়ার সঙ্গে আইনজীবীরা আলোচনায় বসবেন তা এখনো চূড়ান্ত হয়নি। কিন্তু খুব শিগগিরই আইনজীবীরা খালেদা জিয়ার সঙ্গে আলোচনায় বসবেন।

জানতে চাইলে বিএনপির সহ আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইকবাল হোসেন বলেন, আমি ভালো বলতে পারবো না। তবে হয়তো পরিবারের পক্ষ থেকে আবেদন করা হবে।

প্রসঙ্গত, মুক্তি পেয়ে গুলশানের ভাড়া বাড়ি ফিরোজায় গিয়ে উঠেন বিএনপি চেয়ারপারসন। এরপর থেকে সেখানেই আছেন তিনি। ওই দিন থেকেই ফিরোজার দোতলার ঘর রুমে খালেদা জিয়া কোয়ারেন্টাইনে আছেন। বেগম জিয়ার চিকিৎসার সব কিছু লন্ডন থেকে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জোবাইদা রহমান তত্ত্বাবধায়ন করছেন। আর তার সঙ্গে নার্সসহ কয়েকজন আছে। এর বাইরে প্রায় প্রতিদিনই বেগম জিয়ার ভাই ও বোন উনা'র সঙ্গে দেখা করতে যান। আর প্রায় দিনই বিএনপি চেয়ারপারসন গুলশানে দলীয় নেতাদের ডেকে নিয়ে কথা বলেন।

একুশে ফেব্রুয়ারীর স্বীকৃতি চেয়ে জাস্টিন ট্রুডোকে ডলির চিঠি

বাংলা পত্রিকা ডেস্ক: একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ফেডারেল সরকার পর্যায় থেকে স্বীকৃতি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে চিঠি দিয়েছেন এমপি ডলি বেগম। শুক্রবার (৫ ফেব্রুয়ারী) ডলি ফেসবুকে এ তথ্য জানিয়েছেন।



ফেসবুকে কানাডার নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির এমপি ডলি বেগম জানান, একুশে ফেব্রুয়ারী, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস শুধু বাংলাদেশীদের জন্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন নয়, বরং বিশ্বজুড়ে মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় একুশে এক বিশাল প্রেরণা। ১৯৫২ তে বাংলাদেশের মানুষ বুকের রক্তে যে ইতিহাস রচনা করেছেন, প্রতি বছর বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন, সে ইতিহাসেরই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। পুরো কানাডা জুড়ে বাংলাদেশীসহ নানান ভাষার মানুষ স্মৃতিকথা, কবিতা, গান, নাচসহ শিল্প আর সাহিত্যের নানান উপাদানের সমন্বয়ে এ দিনটি উদযাপন করেন।

একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃ ভাষা দিবস হিসেবে ফেডারেল সরকার পর্যায় থেকে স্বীকৃতি দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে আমি প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোকে একটি অনুরোধপত্র পাঠিয়েছি। আমি ফেডারেল মন্ত্রী বিল ব্লেয়ার এবং নাথানিয়েল আরস্কিন-স্মিথের কাছেও আমার এ অনুরোধের প্রতি সমর্থন চেয়ে চিঠি দিয়েছি। ২০১৪ সালে তৎকালীন এমপি ম্যাথিউ কেলওয়ে ফেডারেল পর্যায় থেকে একুশের এ স্বীকৃতি চেয়ে অটোয়া পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব এনেছিলেন। আমি আশাবাদী যে এ বছর কানাডা সরকার এ গুরুত্বপূর্ণ দিনটিকে কানাডাজুড়ে স্বীকৃতি দেবেন।



১২০ বছর বয়সী বৃদ্ধার 'কান্নার' ভোট

ঢাকা ডেস্ক: সুনামগঞ্জ পৌর শহরের আরপিন নগরের বাসিন্দা করিমুন নেছা। ১২০ বছরের এই বৃদ্ধা বায়না ধরেছেন ভোট দিবেন। তাই নাতিকে কাঁদতে কাঁদতে বললেন পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে চান তিনি। ভোট দিতে এসে এই বৃদ্ধা বলেন, 'আমার যেই বয়স জীবনে আর নির্বাচন পাবো কি না জানিনা, তাই নাতিকে কাঁদতে কাঁদতে বলেছি আমিও পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে চাই। হতে পারে এটাই আমার জীবনের শেষ নির্বাচন।

তাই নাতি বাপ্পি আহমদের কাঁধে ভর করে অতি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সুনামগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচনে শহরের কে.বি মিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রে ভোট দেন তিনি। নাতি বাপ্পি আহমদ জানান, দাদি কালকে আমাকে কেঁদে কেঁদে বলছিলেন উনি ভোট দিবেন, তাই আজকে উনাকে ভোটকেন্দ্রে নিয়ে এসেছি। দাদির স্বপ্ন পূরণ করতে পেরেছি দেখে ভালো লাগছে।

একুশে পদক পাচ্ছেন ২১ জন

ঢাকা ডেস্ক: বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে ২১ ব্যক্তিকে একুশে পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। বৃহস্পতিবার (৪ ফেব্রুয়ারী) সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব (অনুষ্ঠান) অসীম কুমার দে স্বাক্ষরিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। ভাষা আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ, শিল্পকলা, সাংবাদিকতা, সাহিত্য, শিক্ষা, অর্থনীতিসহ নানা ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য একুশে পদক দেওয়া হয়ে থাকে।



এ বছর ভাষা আন্দোলনে মরণোত্তর একুশে পদক পাচ্ছেন তিনজন। তারা হলেন- মোতাহের হোসেন তালুকদার (মোতাহার মাস্টার), শামছুল হক ও আফসার উদ্দীন আহমেদ।

মুক্তিযুদ্ধে অবদানের জন্য মরণোত্তর একুশে পদক পাচ্ছেন সৈয়দা ইসাবেলা (মরণোত্তর), গোলাম হাসনায়েন ও ফজলুর রহমান খান ফারুক।

সঙ্গীতে একুশে পদক পাচ্ছেন পাপিয়া সারোয়ার, অভিনয়ে রাইসুল ইসলাম আসাদ ও সুজাতা আজিম, নাটকে আহমেদ ইকবাল হায়দার, চলচ্চিত্রে সৈয়দ সালাউদ্দিন জাকী, আবৃত্তিতে ভাস্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।

সাংবাদিকতায় অজয় দাশগুপ্ত, আলোকচিত্রে পাভেল রহমান, গবেষণায় সমীর কুমার সাহা, শিক্ষায় মাহফুজা খানম, অর্থনীতিতে মির্জা আব্দুল জলিল, সমাজসেবায় অধ্যাপক কাজী কামরুজ্জামান এবার একুশে পদক পাচ্ছেন।

ভাষা ও সাহিত্যে কবি কাজী রোজী ও লেখক-গবেষক গোলাম মুরশিদের পাশাপাশি বুলবুল চৌধুরীও পাচ্ছেন একুশে পদক।

পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রত্যেককে ৩৫ গ্রাম ওজনের একটি স্বর্ণপদক, এককালীন চার লাখ টাকা ও একটি সম্মাননাপত্র দেওয়া হবে।

সংস্কৃতি সচিব বদরুল আরেফীন বলেন, আগামী ২০ ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এক ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কারপ্রাপ্তদের একুশে পদক দেবেন। মূল অনুষ্ঠানটি বরাবরের মতোই ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে হবে। তবে মহামারিকালে এবার সেখানে আমন্ত্রিত অতিথিদের সংখ্যা 'একেবারেই কম' থাকবে বলে জানান সচিব।



সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
Safwan Travel & Multi Services Corp.



Mohammed Abdul Khaleque
MLT A.D. (CUNY Bronx Community College)

IATA Accredited
Approved Travel Agent

AUTHORIZED e-file PROVIDER

২০ বছরের বেশি ইনকাম ট্যাক্স ফাইলের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন
Design, Printing,Flyer, Business Card,Banner, Poster & more!
লিগ্যাল মাধ্যমে সর্বোচ্চ ট্যাক্স রিটার্নের নিশ্চয়তা এবং বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া হয়
দেশে যাওয়ার পথে ওমরাহ্ পালনের সুযোগ
এয়ার লাইন্স টিকেট সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! ৬৪৯+

We Provide
- Individual Tax
- Corporation Tax
- Partnership Tax
- Non-profit Tax
- Gift Tax
- Sale & Payroll Tax
- IRS & State Tax audit Representation
- Immigration
- Accounting
- Bookkeeping
- Business License
- Business Incorporation

নাক্টার শাড়ী ঘর



Special Eid-Sale
ঈদ উপলক্ষে ৫০% পর্যন্ত ছাড়
শাড়ী, সালোয়ার,কামিজ, বোরকা, পানজাবী, বেড সিট, হেজাব, লুঙ্গী এবং অন্যান কাপড়ের বিশাল সমাহার

এয়ার লাইন্স টিকেট ও নির্ভূল ট্যাক্স ফাইলিং এর জন্য একটি নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।
Phone: 347- 621- 4940,718-300-7429
1217 White Plains Road , Bronx , NY 10472

জাতিসংঘের পরবর্তী মহাসচিব নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু

(৪৬ পাতার পর)

গৃহীত এক চিঠিতে বলা হয়, 'প্রার্থীদের প্রমাণিত নেতৃত্ব ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে ব্যাপক অভিজ্ঞতা, বলিষ্ঠ কূটনৈতিক দক্ষতা, যোগাযোগ ও বহুভাষিক দক্ষতা থাকতে হবে।'

অন্তত একটি দেশ ২০২২-২০২৬ মেয়াদে জাতিসংঘ মহাসচিবের পদে একজন নারীকে দেখতে চায়। জাতিসংঘের ১৯৩ টি সদস্য দেশে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে, হন্ডুরাস মহাসচিব হিসেবে একজন নারীকে নির্বাচিত করার দাবী জানিয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ গঠিত হওয়ার পর থেকে সকল মহাসচিবই ছিলেন পুরুষ। জাতিসংঘ আগামী মে অথবা জুন নাগাদ প্রার্থীদের সঙ্গে অনানুষ্ঠানিক আলোচনার মাধ্যমে মহাসচিব নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু করবে।



বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ

(শেষের পাতার পর)

মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। কিন্তু আপনি যখন বাড়ি ক্রয় করবেন তখন এই মর্টগেজ আপনার জন্য কি সঠিক অপশন?

প্রতিটি মর্টগেজ ঋণের ক্ষেত্রেই হোক সে ১০, ১৫ বা ৩০ বছরের জন্য। সবগুলোতেই যেমন কিছু চ্যালেঞ্জ আছে, সেই সাথে কিছু ভালো দিকও আছে। তবে এগুলোর মধ্যে আপনার জন্য কোনটি সেরা হবে সেটা নির্ভর করে আপনার পরিস্থিতির ওপর। সাধারণত যে মর্টগেজ ঋণগুলো কম সময়ের জন্য যেমন ১০ বা ১৫ বছরের জন্য সেগুলোর ইন্টারেস্ট রেইট তুলনামুলকভাবে ২০ বা ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণের ইন্টারেস্ট রেইট থেকে কিছুটা কম। সেই সাথে আপনি যদি ডলার মূল্যে সবকিছু বিবেচনা করেন তবে ১৫ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনাকে যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতে হবে তা হবে ৩০ বছরের মর্টগেজ ঋণে আপনি যে ইন্টারেস্ট প্রদান করতেন তার অর্ধেক মাত্র। এসব বিষয়ে আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারি। প্রয়োজনে ৭১৮-৫০৭-লোন (৫৬২৬) এই নম্বারে যোগাযোগ করুন।

বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

- সম্পাদক।

BOMBAY
TRAVELS & GRAPHICS INC.

Grand Opening Special Grand Opening Special Grand Opening Special

সব থেকে সস্তায় টিকেট গ্যারান্টি
টার্কিস এয়ারলাইন্সে সেল সাথে ৩টি লাগেজ ফ্রি
Domestic & International





Bahalul Syed (uzzal)
President

স্পেশাল সেল: সাউদিয়া এয়ারলাইন্স

Emirates | ETIHAD AIRWAYS | SAUDIA | QATAR AIRWAYS | KUWAIT AIRWAYS | TURKISH AIRLINES | SINGAPORE AIRLINES | AA American Airlines

DESIGN & PRINTING
- BANNER
- FLYER
- MAGAZINE
- POSTER
- CALENDAR
- BUSINESS CARD

PASSPORT PHOTO

168-25A Hillside Avenue, Jamaica NY 11432
Phone: 718-725-1332, Cell: 347-586-7124, Email: bombaytg@gmail.com

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
□ Low Closing Cost □ Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MLO CPA

হেলাল উদ্দীন রানার কলাম



এলোমেলো ভাবনা

* কেমোন আছো, সবাই ভালোতো?
- হ্যাঁ, আলহামদুলিল্লাহ।
* কি ণ্ডচন্ড ঠান্ডা, অসহ্য! অথচ বাইরে (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিল ডিস্ট্রিক্ট ২৪

বাংলাদেশীদের হেরে যাওয়ার নেপথ্যে



রওশন হকঃ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরীর সাম্প্রতিক বিশেষ নির্বাচনে চারজন বাংলাদেশী হেরে যাওয়ার সংবাদ আমরা জানি। চারজনের জায়গায় একজন প্রার্থী হলে বাংলাদেশী একজনের জয় সহজ হওয়ার কথাও এখন কমিউনিটিতে ব্যাপকভাবে আলোচিত হচ্ছে। বাস্তবতা হচ্ছে, এ নির্বাচনে হারার কারণ আরও গভীরে। নিউইয়র্কের রাজনীতি যারা নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের চতুর খেলাই এ নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছে। এবারেরই প্রথমবারের মতো নিউইয়র্কের নির্বাচনে 'র্যাঙ্ক চয়েস' নামের পদ্ধতিটি চালও করা হয়েছে। ভোটার তার পছন্দের অগ্রাধিকার দিয়ে একাধিক প্রার্থীকে ভোট দেয়ার এ পদ্বতি চালু করা হয়। বলা হয়েছিলো, এর ফলে বিশেষ স্বার্থ গোষ্ঠী এবং কোন প্রার্থীকে লক্ষ্য করে নেতিবাচক প্রচারণা বন্ধ হবে। কার্যত তা হয়নি। হয়েছে উল্টো। একজন বাংলাদেশী প্রার্থী (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



দোয়া কবুল না হওয়ার পাঁচ কারণ

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ দোয়া মুমিনদের হাতিয়ার। দোয়ার মাধ্যমে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। এমনকি দোয়ার ফলে ভাগ্যও ঘুরে যায়। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ বলেন, (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

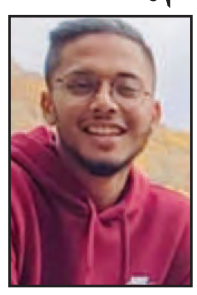
আমেরিকান সেনাপ্রধানের সঙ্গে জেনারেল আজিজ আহমেদের সাক্ষাৎ

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রে সফররত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ আমেরিকান সেনাপ্রধান জেনারেল ম্যাকনভিলসহ উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। এসময় সেনা প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রের (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)



যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশের সেনা প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ। ছবিঃ আইএসপিআর

সিলেটে জিমামের দাফন সম্পন্ন



নিউইয়র্ক (ইউএনএ): কথায় বলে 'পৃথিবীতে সবচেয়ে ভারী বস্তু কি? তার উত্তর হচ্চে পিতার কাঁধে পুত্রের লাশ'। ---(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের দোয়া

নিউইয়র্ক: সিলেট সদর থানা এসোসিয়েশনের উদ্যোগে সদ্য প্রয়াত জিমাম মোহাম্মদ চৌধুরীর রুহের মাগফেরাত কামনায় গত ৫ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রাত ১০টায় ---(বাকি অংশ ২৩ পাতায়)

সিয়ার্সের বিরুদ্ধে ৩৩৮ কোটি টাকার মামলা জিতেছে বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ যুক্তরাষ্ট্রে তৈরি পোশাকের জায়ান্ট ক্রেতা 'সিয়ার্স' এর বিরুদ্ধে একটি মামলায় জয় পেয়েছে বাংলাদেশী তৈরি পোশাক সরবরাহকারীদের গ্রুপ। মোট ২১টি প্রতিষ্ঠান এই গ্রুপের সদস্য। প্রায় ৪ কোটি ডলারের (৩৩৮ কোটি ৪৮ লাখ টাকা) বেশি অর্থের এই মামলায় জয় পায় তারা। আমেরিকান কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এত বড় অংকের ক্ষতিপূরণ মামলায় জয়লাভ একটি বিরল ঘটনা। গত ৩০ জানুয়ারী, শনিবার আমেরিকান (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

সাঈদ তারেক-এর কলাম

সূ কী'রা যে কেন ঐমন হয়ে যায়!



যে দেশে গনতন্ত্র নেই, যে সমাজে মত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকেনা মানুষ প্রাণখুলে কথা বলতে পারেনা মতামত প্রকাশ করতে পারে না, সে সমাজ যত আধুনিক বা অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ হোক- হোক সে চায়না, রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া, মধ্যপ্রাচ্যের শেখ বা (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

এবার জাতিসংঘের সামনে

শহীদ দিবস পালনের ৩০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ আবার ফিরে এসেছে রক্তঝরা একুশ। বাঙালী জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রতীক বাংলা ভাষা, এই ভাষার অধিকার রক্ষায় ১৯৫২ সালের (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

নিউইয়র্কে আল জাজিরার অফিস ও জাতিসংঘ সদর দপ্তরের সামনে আ. লীগের বিক্ষোভ

বিশেষ প্রতিনিধিঃ কাতারভিত্তিক টেলিভিশন চ্যানেল 'আল জাজিরা'র 'অল দ্য প্রাইম মিনিস্টারস মেন' শীর্ষক প্রতিবেদনটিকে বাংলাদেশ সরকার ও সেনাবাহিনী সম্পর্কে মিথ্যা, বানোয়াট ও উদ্দেশ্যমূলক (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)



আল জাজিরা'র নিউইয়র্ক অফিসের সামনে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের বিক্ষোভ। ছবিঃ সংগৃহীত

মন্তব্য প্রতিবেদন

আল জাজিরা'র রিপোর্ট



শেখ সিরাজঃ মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ, ইরাকে আমেরিকার হামলা, ইসরাইল ফিলিস্তিন যুদ্ধ, সংঘাত- আল জাজিরা'র সব রিপোর্ট-ই আমাদের (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

রিয়েল এস্টেট টিপস

বাড়ী ক্রয়ে ৩০ বছরের মর্টগেজ



এম কামালঃ বাড়ি ক্রেতা এবং রিফাইন্যান্সকারীদের জন্য ৩০ বছরের মর্টগেজ গ্রহণ অতীতের মতো এখনো জনপ্রিয় আছে। (বাকি অংশ ৪৭ পাতায়)

ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে অনলাইন ট্র্যাকিং পদ্ধতি চালু

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ পাসপোর্ট, ভিসা, 'নো ভিসা রিকোয়ার্ড' সীল ও দ্বৈত নাগরিকত্ব সংক্রান্ত আবেদনপত্রের সর্বশেষ অবস্থা জানার সুবিধার্থে অনলাইন (বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

বাংলাদেশে করোনা ভাইরাস টিকাদান শুরু

ঢাকা ডেস্কঃ দেশব্যাপী করোনাভাইরাসের টিকাদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গত রোববার সকাল ১০টার একটু পর স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (বাকি অংশ ৪১ পাতায়)

পদ ছেড়ে দিচ্ছেন অ্যামাজন প্রধান

বাংলা পত্রিকা ডেস্কঃ এ বছরের শেষের দিকে বিশ্ববিখ্যাত কর্পোরেট জায়ান্ট অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার (সিইও) পথ থেকে পদত্যাগ ---(বাকি অংশ ৩৮ পাতায়)

খেলার খবর

মেয়ার্সের ডাবল সেঞ্চুরি ১৪৪ বছরের টেস্ট ইতিহাস

স্পোর্টস ডেস্কঃ বয়স ২৮ বছর ১৫২ দিন। এই বয়সে সাদা পোশাকে অভিষেক হয়েছে, তাও আবার বিদেশের (বাকি অংশ ৩১ পাতায়)

হেলথ টিপস

গলা ব্যথা দূর করার উপায়

উম্মে সালমা তামান্নাঃ সর্দি-কাশি, গলাব্যথা, গলা বসে যাওয়া আমাদের দেশের মানুষের জন্য সাধারণ একটা সমস্যা। ঠান্ডা বা অ্যালার্জিজনিত সমস্যা, (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)

সাফওয়ান ট্রাভেল
এন্ড মাল্টি সার্ভিসেস কর্পোরেশন
IATA Approved Travel Agent
সেল সর্বনিম্ন মূল্যে! নিউইয়র্ক-ঢাকা নিউইয়র্ক ৬৪৯+ Tax
Tel: 347 - 621- 4940, Cell: 718-300 -7429
1217 White Plains Road,Bronx,NY 10472. E-Mail: Safwantravel@gmail.com

এস্টোরিয়ায় ডিজিটাল ট্রাভেলস
ফোনঃ 718-721-2012
বিস্তারিত ৭ পৃষ্ঠায় দেখুন

J.K. GAIN MULTISERVICES
A company you can trust ....
• Tax Services
• Life Insurance
• Health Insurance
• Auto Insurance
• Home Insurance
• Business Insurance
• TLC Insurance
• DDC. (6 hrs.)
MassMutual
LOW COST GUARANTEE
Authorized e-file Provider
Notary Public
Jaydeb Gain
ছয় ঘন্টার ডিফেন্সিভ ড্রাইভিং কোর্স
10% Insurance Cost Deduction
Up to 4 points Removal
Tel: 347-536-5107
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
Email: gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
(বিস্তারিত ৫১ পাতায়)

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রের অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ।
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
KUWAIT AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com